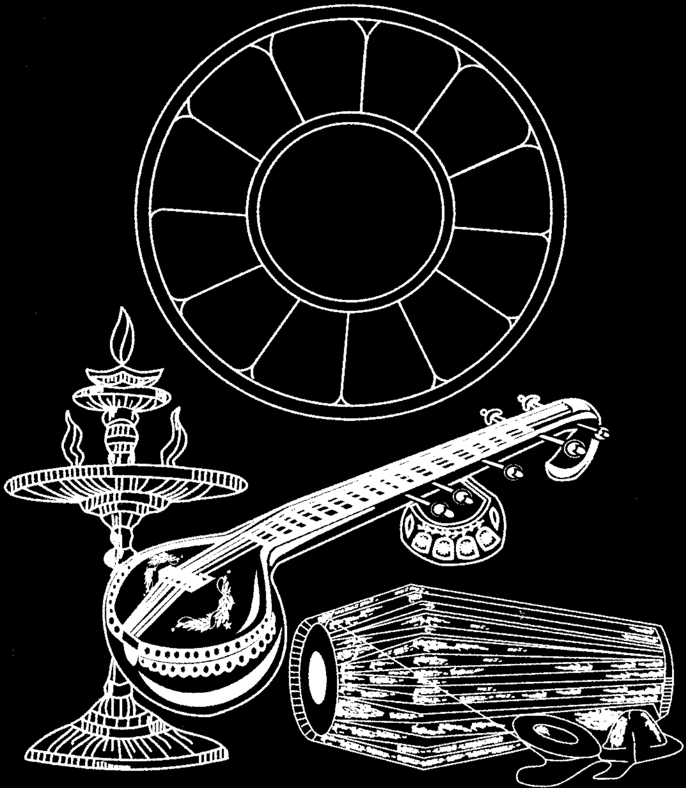

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ হতে প্রকাশিত সি.ডি-র তালিকা ঃ

পোঃ - বেলুড় মঠ, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২০২ (পশ্চিমবঙ্গ)
Ph. 033-2654-6080, e-mail : rmsppp@gmail.com

সি.ডি-র নাম

মূল্য ঃ ৬৫.০০ টাকা

১। শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্
২। কথামৃতের গান (৭ খণ্ড)
৩। শ্রীরামনাম সংকীর্তনম্
৪। যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ
৫। শ্রীশ্রী চণ্ডীস্তব
৬। শিব মহিমা
৭। শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা
৮। শ্রীসারদা বন্দনা
৯। শ্রীকালীকীর্তন (৩ খণ্ড)
১০। বীরবাণী
১১। গীতি বন্দনা
১২। শ্রীবিবেকানন্দ বন্দনা
১৩। সংকীর্তন সংগ্রহ (২ খণ্ড)
১৪। ওঠো জাগো (হিন্দী)
১৫। কৃষ্ণ বন্দনা
১৬। শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি
১৭। শ্রীবিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি
১৮। বেদ মন্ত্র
১৯। শ্রীসরস্বতী বন্দনা
২০। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অষ্টোত্তর শতনাম
২১। গীতা (সম্পূর্ণ) (৪ খণ্ড)
২২। আগমনী
২৩। ভজনসুধা (২ খণ্ড)
২৪। সবাই মিলে গাই এসো
২৫। যুগে যুগে হরি
২৬। বিষ্ণু সহস্রনাম
২৭। চণ্ডী (সম্পূর্ণ) (৪ খণ্ড)
২৮। স্বামী অভেদানন্দের কথা
২৯। মায়ের পায়ের জবা
৩০। দেহি পদ তরণী
৩১। রামকৃষ্ণের বেদিতলে
৩২। অয়ি গিরি নন্দিনি
৩৩। আমার অন্তরে আনন্দময়ী (২খণ্ড)
৩৪। রামকৃষ্ণ নামের জোয়ার এলে
৩৫। কে তুমি মা
৩৬। পরমা প্রকৃতি সারদা সরস্বতী
৩৭। জাগো জাগো নারায়ণি
৩৮। মাতিয়ে দে মা আনন্দময়ী
৩৯। প্রাণের ঠাকুর হে রামকৃষ্ণ
৪০। বিবেকানন্দের আহ্বান
৪১। বিশ্ব বিবেকানন্দ
৪২। যিনি রাম তিনি কৃষ্ণ
৪৩। ভুলেছি মা তোরে তারা
৪৪। সকলের মা সারদা
৪৫। সংগীতাঞ্জলী
৪৬। শৃন্বন্তু
৪৭। যতিরাজায়
৪৮। যুগ জননী সারদা

প্রার্থনা ও সঙ্গীত

ঃ সঙ্কলক ঃ

স্বামী তেজসানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

বেলুড়মঠ

প্রকাশক ঃ
স্বামী দিব্যানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ
বেলুড়মঠ, হাওড়া

একবিংশ সংস্করণ ঃ ২০১৩
১৩ই মার্চ, ২০১৩
শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের শুভ আর্বিভাব তিথি

মূল্য ঃ ২৫ টাকা

মুদ্রক ঃ
রজত ট্রেডার্স, ইছাপুর
দূরভাষ ঃ ৯৮৩০৫২২২৫০

একবিংশ সংস্করণের
নিবেদন

'প্রার্থনা ও সঙ্গীত' পুস্তকের পরিবর্ধিত একবিংশ সংস্করণ নব সজ্জায় প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান সংস্করণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, দুটি বৈদিক সূক্ত এবং ৩৩টি নতুন গানের সংযোজন। মুখ্যতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুদ্রিত হলেও, বাংলা দেশের সকল ভাবের ও সর্বশ্রেণীর ভক্ত নর-নারীর কাছে ক্ষুদ্র এই পুস্তিকাটি ইতিমধ্যে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে।

পুস্তকের আয়তন পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হওয়ায় এবং সর্বোপরি ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের জন্য, আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমান সংস্করণের মূল্য কিছু বাড়াতে হ'ল। বিশ্বাস করি, পরিস্থিতি বিচার করে সহৃদয় জনসাধারণ সহানুভূতির চোখেই দেখবেন। 'প্রার্থনা ও সঙ্গীত' বাংলার ভক্ত-চিত্তে—বিশেষতঃ তরুণ-হৃদয়ে, শান্তি, পবিত্রতা ও আনন্দের স্পর্শ আনুক, এই ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইতি—

১৩ই মার্চ, ২০১৩ — বিনীত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি, ১৪১৯ — **প্রকাশক**

বিষয়-সূচী

বিষয়		সূচী
বৈদিক মন্ত্র	...	১
শ্রীগুরু-বন্দনা	...	১৬
শ্রীসরস্বতী-বন্দনা	...	১৮
শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা	...	২২
শ্রীসারদেশ্বরী-বন্দনা	...	৪৯
শ্রীবিবেকানন্দ-বন্দনা	...	৬০
শিব-বন্দনা	...	৭১
মাতৃ-বন্দনা	...	৭৯
শ্রীরামচন্দ্র-বন্দনা	...	৯৯
শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা	...	১০৩
শ্রীবুদ্ধ-বন্দনা	...	১০৮
খ্রীষ্ট-বন্দনা	...	১১১
শ্রীশঙ্কর-বন্দনা	...	১১১
শ্রীচৈতন্য-বন্দনা	...	১১২
বিবিধ-সঙ্গীত	...	১১৪
দেশ-বন্দনা	...	১২৯
বিবিধ স্তব	...	১৪০
দশাবতার-স্তোত্রম্	...	১৪২
গঙ্গাস্তোত্রম্	...	১৪৩
শ্রীরামনাম-সংকীর্তনম্	...	১৪৪
শ্রীশ্যামনাম-সংকীর্তনম্	...	১৫৫
বিদ্যার্থিহোমবিধিঃ	...	১৬৪
শ্রীমহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্	...	১৭০

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর	...	৮৫
অনুপম-মহিমাপূর্ণ ব্রহ্ম	...	১১৪
অনিত্যদৃশ্যেষু বিবিচ্য নিত্যং	...	৬০
অভয়ার অভয় পদ	...	৮৬
অয়ি গিরিনন্দিনি	...	১৭০
অযুত কণ্ঠে বন্দনা	...	৪৫
অনন্তরূপিনি অনন্ত-গুণবতি	...	৫১
অন্তরে জাগিছ মা	...	৯৫
অরূপ-সায়রে লীলা লহরী	...	৩৬
আচন্ডালাপ্রতিহতরয়ো	...	২৫
আজি জাগ্রত জীবনে	...	৭০
আপনাতে আপনি থেকো মন	...	১১৯
আপদামপহর্তারং	...	১৫২
আপনি করিলে আপনার পূজা	...	৪৩
আমার সোনার বাংলা	...	১৩২
আজ আগমনীর আবাহনে	...	৮৪
আজি প্রেমানন্দে মনরে গাহ	...	৪৩
(আজ) শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল	...	৮২
আদ্যাশকতি	...	৫৪
আদর্শ তব শঙ্কর	...	১২৭
আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে	...	১২৮
আবার ভারতে ভারতীর বীণা	...	২০
আমার মাথা নত করে	...	১১৭
আমরা মায়ের ছেলে	...	৫৭

আমায় দে মা পাগল করে	...	৯৭
আমি তো তোমারে চাহিনি	...	১১৭
আমি দুর্গা দুর্গা বলে	...	৯১
আর কিছু নাই সংসারের মাঝে	...	৮৬
আর কেন মন এ-সংসারে	...	১২৫
আর লুকাবি কোথা মা কালী	...	৮৮
আশুতোষ শিব শঙ্কর	...	৭৮
ইত্‌নি মিনতি রঘুনন্দনসে	...	৯৯
উঠ গো করুণাময়ি	...	৯২
উঠগো ভারতলক্ষ্মী	...	১৩২
উথ্‌লেছে প্রেম-পারাবার	...	৪২
(অয়ি) উর মা অমল ধবল বরণী	...	২১
একবার বিরাজ গো মা	...	৮৯
একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ	...	১২৪
এবার নবীন মন্ত্রে	...	৯৮
এমন মধুমাখা হরিনাম	...	১১৩
এলো তোর দুষ্ট ছেলে	...	৫৬
এলি কিগো উমা	...	৮২
এস, মানস-সরোবর-বাসিনী	...	১৯
এস মা এস মা বীণাপাণি	...	২০
এস ভুবনপাবন-নারায়ণ	...	৬৪
এসেছে আজ প্রাণের ঠাকুর	...	৪৬
এসেছে নূতন মানুষ	...	৩৯
ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম	...	১২৬
ঐ যে ঐ সুরধুনী তীরে	...	১১২

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি ... ৪
ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং ... ৭১
ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং ... ১০
ওঁ মনোবুদ্ধ্যhঙ্কারচিত্তানি ... ১৪০
ওঁ শং নো মিত্রঃ ... ২
ওঁ সহ নাববতু ... ১
ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য ... ২৪
ওঁ হ্রীং ঋতং ... ২৩
কনকাম্বর কমলাসন ... ১৫২
কপিলাবস্তু নগরে ... ১১০
করুণা-পাথার জননী ... ৫৪
করী অরি পরে আনিলে ... ৮৪
কা ত্বং শুভে শিবকরে ... ৮০
কারার ঐ লৌহ কপাট ... ১৩৭
কে গো আমার মা কি এলি ... ৯২
কে ঐ আসিল রে ... ৩৭
কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ... ৬৩
কে তুমি এলে এবার ... ৪১
কেন বঞ্চিত হব চরণে ... ১১৫
কে রে পদ্ম-পলাশ-লোচন ... ৬৩
কেশব কুরু করুণা দীনে ... ১০৬
কেমন করে হরের ঘরে ... ৮১
কোকিল কূজনে ... ৪৬
কোন্ সাধনায় পেলি ... ৮৮
ক্রুশ যাহার সুপরিচয় ... ১১১

খন্ডন-ভব-বন্ধন	...	২২
ক্ষাত্রবীর্য ব্রহ্মতেজ	...	৬৪
গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি	...	৯৪
(গিরি) এবার আমার উমা এলে	...	৮৩
গিরি গণেশ আমার	...	৮১
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু	...	১৬
চল ভাই ভার লয়ে যাই	...	১০২
চল্ রে চল্ সবে	...	১৩৮
চন্দন-চর্চিত নীলকলেবর	...	১৫৫
চিন্তয় মম মানস হরি	...	১০৫
জগজন মোহন সংকটহারী	...	১০৫
জপ মন রাম নাম	...	১০২
জনগণমন-অধিনায়ক	...	১২৯
জয় জয় জগবন্দিনী	...	৯১
জয় জয় জননী	...	৫৮
জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবনমঙ্গল	...	৩৪
জয় বীরেশ্বের বিবেকভাস্কর	...	৬৭
জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ	...	৩৫
জয় জয় রামসিয়া	...	১০০
জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর	...	৬৬
জয় শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি	...	৭৬
জয় শঙ্খগদাধর	...	১০৪
জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই	...	১০৮
ঠুমকি চলত রামচন্দ্র	...	১০১
ডমরু হরকরে বাজে বাজে	...	৭৫
ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে	...	১২৬

ডিমিকি ডিমিকি	...	৭৪
তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা	...	৭৬
তারা তরণী নাম	...	৯১
তারা উজ্জ্বল পশিল ধরাপর	...	৬৫
(তারে) আরতি করে	...	১২৩
(তুই) পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে	...	১১৮
তুমি আসিলে	...	৪৭
তুমি কাঙ্গাল বেশে	...	৩৭
তুমি নাহি দিলে দেখা	...	১১৮
তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে	...	১১৬
তুমি ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ	...	৩৬
তুমি যত ভার দিয়েছ	...	১২৭
তোমারি নাম বলব আমি	...	১১৫
তোমার অসীমে	...	১২৫
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা	...	১১৯
ত্রেতাতারী রাম	...	৪৭
দয়াঘন তোমা হেন	...	১১৫
দয়াময়ী হ'য়ে গো মা	...	৯৪
দিবা বিভাবরী	...	৪০
দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে	...	৩৬
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু	...	১৩৬
দেবি প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ	...	৭৯
দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি	...	১৪৩
দিন গণি গণি বরষ	...	৮৩
দূরিতবারিণি ও মা	...	৯৫
ধন-ধান্য-পুষ্পে-ভরা	...	১৩০

ধরম ভেদ-ভঞ্জন	...	৬৫
ধর্মস্য হানিমভিতঃ	...	২৯
ধরা ধন্য পদ পরশে	...	১১৩
ধরণীর ভার হরিতে	...	৫২
ধ্যানস্তিমিত লোচন যোগী	...	১০৯
নয়নাভিরাম মোর	...	৪৪
নমন করুঁ ম্যায়	...	১৭
নরদেব দেব	...	২৬
নব সজল জলধর	...	৯৪
নবীন-মেঘ-সন্নিভং	...	১০৩
নাচে পাগলা ভোলা	...	৭৫
নান্যা স্পৃহা রঘুপতে	...	১৪৮
নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ	...	১২৪
নিবিড় আঁধারে মা	...	৯০
পরম গুরু সিদ্ধ যোগী	...	৪৪
পাখী তুই ঠিক বসে থাক	...	৪৮
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী	...	১৩১
পীলেরে অবধূত হো	...	১২১
পীযূষ-সিঞ্চিত সমীর-চঞ্চল	...	২০
পোহাল দুখ রজনী	...	৫৫
প্রকৃতিং পরমামভয়াং	...	৪৯
প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো	...	১২১
প্রভু ম্যয় গোলাম	...	১২১
প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং	...	৭২
প্রলয়পয়োধিজলে	...	১৪২

প্রেম মুদিত মন সে	...	৯৯
বর্ণানামর্থসঙ্ঘানাং	...	১৪৫
বল রে জবা বল	...	৮৮
বল গো ঠাকুর	...	৬৭
বলো, বলো, বলো সবে	...	১৩৫
বঙ্গ হৃদয় গোমুখী হইতে	...	৩৯
বন্দেমাতরম্	...	১২৯
বড় ধূম লেগেছে	...	৮৭
বাণী চরণারবিন্দে	...	২১
বিদ্যার্থিহোমবিধিঃ	...	১৬৪
বিদ্যা বিতরিতে এল রে	...	৫৩
বিশুদ্ধবিজ্ঞানমগাধসৌখ্যং	...	২৮
বিশ্বেশ্বর বিশ্বপাবন	...	৭৭
বিশ্বজননী সেজে ভিখারিণী	...	৫৩
বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ	...	৬৬
বেলপাতা নেয় মাথা পেতে	...	৭৭
বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এল	...	৫২
ব্রহ্মরূপমাদিমধ্য	...	২৬
ভজ মন রাম নাম	...	১০০
ভজ রাধাকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ	...	১১২
ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম	...	২
ভব-ভয়-ভঞ্জন	...	৩৩
ভব-সাগর-তারণ	...	১৭
ভয়হর মঙ্গল দশরথ	...	১৫১
ভাঙ্গ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ	...	৭৫

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল	...	৯৭
ভারত আমার ভারতবর্ষ	...	১৩৯
ভারত-গগনে জ্ঞান-ভাস্কর	...	১১১
ভারত-ভাগ্যগগনে	...	৩৫
মঙ্গলং দেশিকেন্দ্রায়	...	৩১
মধুবাতা ঋতায়তে	...	৩
মন চল নিজ নিকেতনে	...	১২০
মন বলি ভজ কালী	...	৯৩
মন রে কৃষি কাজ জান না	...	৮৬
মলয় সমীরে ভেসে আসে	...	৪০
মহাকালের কোলে	...	৯৮
মা আছেন আর আমি আছি	...	৮৫
মা আমাদের মানুষ কর	...	৫৯
মা এসেছে মোদের কি	...	৫৬
মাকে দেখব বলে ভাবনা	...	৮৯
মা ত্বং হি তারা	...	৮৫
মুক্তির মন্দির সোপানতলে	...	১৩৯
মুঝে বারি বনোয়ারী	...	১০৫
মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বল	...	৬১
মেরে তো গিরিধর গোপাল	...	১০৭
যশ্ছন্দসামৃষভো	...	৫
যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্র	...	১০৩
যদি তোর ডাক শুনে	...	১২৩
যাও যাও গিরি	...	৮৩
যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা	...	১৮

যাবে কিহে দিন আমার ... ১২০

যেদিন সুনীল জলধি ... ১৩৩

যেদিন বিশ্ব মানব ... ৬৮

যোগাসনে মহাধ্যানে ... ৭৪

রণবেশে হেসে হেসে ... ৯৬

রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর ... ৫৫

রাজরাজেশ্বর দেখা দাও ... ১১৮

রামকৃষ্ণ-চরণ-সরোজে ... ৪১

রামকৃষ্ণ শরণম্ ... ৩২

রামকৃষ্ণ-নামের বান ডেকেছে ভাই ... ৩৮

রামকৃষ্ণের বেদীতলে মোরা ... ৪৫

লক্ষ প্রাণের দুঃখ যদি ... ১২২

শশধর-তিলকভাল ... ৭৩

শান্ত হে, মুক্ত হে ... ১১০

শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর ... ১৪৯

শৃণ্বন্তু বিশ্বেhমৃতস্য ... ১১৪

শ্যামা মন-ছাঁচে তোমাকে ফেলে ... ৮৭

শৌর্য দাও বীর্য দাও ... ১২২

শ্বেত শতদলে ... ১৯

শিব ঘুচাও আমার মনের ভ্রম ... ৭৮

শ্রীদুর্গা নাম ভুল' না ... ৯০

সং গচ্ছধ্বং ... ৯

সত্যং বদ ধর্ম্মং চর ... ৭

সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি ... ১১৬

সমরে নাচেরে কার ... ৯৩

সবারে বাসরে ভাল	...	১২৫
সবারি মা হয়ে আজি	...	৫৯
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে	...	২৫
সাধন কর্‌না চাহিয়ে	...	১০৭
সারদা রামকৃষ্ণ নামের	...	৫৭
সারে জহাঁ সে আচ্ছা	...	১৩৪
সুজলাং সুফলাং	...	১২৯
সুন্দর তোমারি নাম	...	১২৮
সুন্দর লালা	...	১০৬
স্তিমিত চিৎ-সিন্ধু	...	৬২
স্নিগ্ধ শুভ্র কমল	...	১৯
সীতাপতি রামচন্দ্র	...	১০১
সুন্দরলালা নন্দদুলালা	...	১০৬
স্বদেশ বিদেশ	...	৬৯
হও ধরমেতে ধীর	...	১৩১
হর হর হর বম্ বম্	...	৭৮
হর হর ভূতনাথ	...	৭৪
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী	...	১০৯
ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রণাম মন্ত্র	...	১৭৩
স্বরলিপি	...	১৭৪-১৭৬
ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ধ্যান মন্ত্র	...	১৭৭

বৈদিক মন্ত্রাঃ

[উচ্চারণবিধি—বেদপাঠের সৌকর্যার্থে এস্থলে যে দুইপ্রকার (।,—, লম্বা ও সমান্তরাল) রেখা প্রদত্ত হইল, তদ্দ্বারা যথাক্রমে 'উদাত্ত' ও 'অনুদাত্ত' স্বর সূচিত হইয়াছে; অর্থাৎ যে অক্ষরের উপরিভাগে লম্বচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সে-স্থানে 'উদাত্ত' (উচ্চ) স্বরে এবং যে অক্ষরের নিম্নে সমান্তরাল চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সে-স্থানে 'অনুদাত্ত' (নিম্ন) স্বরে উচ্চারণ করিবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে 'স্বরিত' অর্থাৎ উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যবর্তী স্বরে উচ্চারণ করিতে হইবে। অ, ই, উ স্থলে হ্রস্ব এবং আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি স্থলে দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হইবে। বেদপাঠে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে উচ্চারণবিধি শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।

তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।। ১

ঈশ্বর আমাদের উভয়কে (আচার্য ও শিষ্যকে) সমভাবে রক্ষা করুন; (বিদ্যার সুফল প্রকাশিত করিয়া) আমাদের উভয়কে পালন করুন। আমরা যেন সমান সামর্থ্যবান হই; অধীত বিদ্যা যেন আমাদের উভয়ের জীবনেই তুল্যভাবে তেজোদৃপ্ত হয়; আমরা পরস্পরকে যেন বিদ্বেষ না করি। আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শান্তি হউক। ১

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন

ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে।

নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং

ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু।

তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।। ২

সূর্য ও বরুণ আমাদের প্রতি সুখপ্রদ হউন, অর্যমা (রাত্রির দেবতা) সুখকর হউন, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আনন্দপ্রদ হউন। বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপণকারী বিষ্ণু আমাদের মঙ্গলকারী হউন। ব্রহ্মকে নমস্কার। বায়ুকে নমস্কার। হে বায়ু, তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে বলিব। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ঋত (ব্রহ্ম) স্বরূপে বলিব। সত্যস্বরূপে বলিব। সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। আমার আচার্যকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন। আমার আচার্যকেও রক্ষা করুন। ত্রিবিধ শান্তি হউক আমাদের জীবনে।২

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাগং সস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।। ৩

হে দেবগণ, আমরা কর্ণদ্বারা যেন কল্যাণময়ী বাণী শ্রবণ করি; হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষুদ্বারা যেন সুশোভন দর্শন করিতে সমর্থ হই; সুস্থ হস্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট হইয়া আমরা যেন তোমাদের স্তুতিগান করিতে পারি এবং প্রজাপতিদ্বারা নির্দিষ্ট জীবন-কাল (আয়ু) প্রাপ্ত হই। বৃদ্ধশ্রবা (প্রভূত হবিরূপ অন্ন যাহার আছে সেই) ইন্দ্রদেব আমাদের মঙ্গল করুন; সর্বজ্ঞানাধার পূষা (জগৎ পোষণকারী দেবতা) আমাদের কল্যাণ করুন; সর্পাদিকৃত-হিংসা-নিবারণকারী তার্ক্ষ্য (গরুড়) আমাদের মঙ্গল করুন; দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শান্তি হউক। ৩

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।।

মধু নক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবগ্ং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ

পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাগ্ং অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো

ভবন্তু নঃ।। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।। ৪

সত্যপথযাত্রী আমাদের নিকট বায়ু মধুর হউক, তটিনী করুক মধু ক্ষরণ, ওষধিসমূহ হউক মধুময়।

রাত্রি এবং দিন শান্তিময় হউক, বিশ্বচরাচরে বিরাজ করুক শান্তি, পিতৃস্বরূপ দ্যুলোক আমাদের নিকট শান্তিপূর্ণ হউক।

বনানী আমাদিগকে প্রদান করুক মিষ্ট ফল, সূর্য হউক আনন্দবর্ষী আর গাভীরাও আমাদের নিকট সুখপ্রদ হউক। ৪

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো

বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাহং

ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু,

অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু

ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।। ৫

আমার অঙ্গসমূহ বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র বল ও সকল ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। বস্তুমাত্রই স্বরূপতঃ উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার নিত্য অবিচ্ছেদ হউক। সেই পরমাত্মার সতত নিষ্ঠ আমাতে উপনিষদ প্রতিপাদ্য ধর্মসমূহ প্রকাশিত হউক; আমাতে উহা প্রকটিত হউক। ত্রিবিধ শান্তি হউক। ৫

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎসম্বভূব।

স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেবধারণো ভূয়াসম্।

শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি

বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে

গোপায়। আবহন্তী বিতন্বানা। কুর্বাণা চীরমাত্মনঃ। বাসাগ্ংসি

মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ।

লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।

বিমাঽঽয়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমাঽঽয়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।

দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা।

তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা।

তস্মিন্ সহস্রশাখে। নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা।

যথাঽঽপঃ প্রবতাযন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং

ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্রমা-

ভাহি প্রমাপদ্যস্ব। ওঁ শান্তি শান্তিঃ শান্তিঃ।। ৬

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

(শিক্ষাবল্লী, চতুর্থোঽনুবাকঃ)

যে ওঁকার সর্ববেদের প্রধান, সমস্ত শব্দে ব্যাপ্ত এবং অমৃতস্বরূপ বেদসমূহ হইতে প্রাদুর্ভূত, সেই ওঁকারস্বরূপ পরমেশ্বর আমাকে প্রজ্ঞাদ্বারা তৃপ্ত করুন। হে দেব, আমি যেন অমরত্বের কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের আধার হইতে পারি, শরীর যেন উপযুক্ত হয়, জিহ্বা যেন মধুরভাষিণী হয়, কর্মদ্বয়ে যেন বহু (ব্রহ্মকথা) শুনিতে পাই। তুমি ব্রহ্মের আবরণস্বরূপ, কিন্তু তুমি প্রজ্ঞাদ্বারা আচ্ছাদিত। আমার শ্রুত জ্ঞান তুমি রক্ষা কর। হে ওঁকার, অনন্তর তুমি লক্ষ্মীপ্রিয় আমার জন্য লোমশপশুসমন্বিতা এবং আরও বহু পশুসমাবৃতা, সর্বসম্পাদয়িত্রী সেই শ্রীকে আনয়ন কর, যাঁহার দ্বারা আমার বহু বস্ত্র, গো, অন্ন এবং পানীয় বস্তু সংগৃহীত ও বর্ধিত হইবে এবং ঐ সকল ব্যবস্থা দীর্ঘকালের জন্য স্থায়ী থাকিবে। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ সর্বদিক হইতে আমার নিকট আগমন করুক। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ নানারূপে আমার নিকট আসুক। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ যথাশাস্ত্র আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করুক। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ দমযুক্ত হউক। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ শমযুক্ত হউক।

স্বাহা। লোকসমাজে আমি যেন যশস্বী হই। স্বাহা। ধনিসমাজে আমি যেন অধিকতর ধনী হই। স্বাহা। হে ভগবন্, তোমার উক্ত স্বরূপে আমি যেন প্রবেশ করি। স্বাহা।

হে ভগবন্, উক্তরূপ তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। স্বাহা। হে ভগবন্, তুমি বহুধারা নদীরূপী, তোমাতে আমার পাপকর্মরাশি বিশোধিত করিতেছি। স্বাহা। হে বিধাতা, জলরাশি যেমন ক্রমনিম্ন দেশ বাহিয়া ধাবিত হয়, মাসসমূহ যেমন সম্বৎসর মধ্যে পরিণতি লাভ করে, সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণও সর্বদিন হইতে আমার সকাশে আগমন করুক। স্বাহা।

তুমি সকলের বিশ্রামালয় স্বরূপ, অতএব তুমি শরণাগত আমার নিকট সর্বতোভাবে প্রতিভাত হও। তুমি আমাকে তোমার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন করিয়া লও। শান্তি-স্নিগ্ধ কর আমার জীবন। ৬

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—

সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায়

প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন

প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।

ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।

দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।। মাতৃদেবো ভব।

পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।

যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো

ইতরাণি। যান্যস্মাকগ্ং সুচরিতানি । তানি ত্বয়োপাস্যানি।

নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াগ্ংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং

ত্বয়াঽঽসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽ-

দেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্।

সংবিদা দেয়ম্। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা

বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্।

এবমু চৈতদুপাস্যম্।।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।। ৭

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

(শিক্ষাবল্লী,উনবিংশ,বিংশ, একবিংশ, দ্বাবিংশ বাক্)

বেদ-অধ্যাপনান্তে আচার্য শিষ্যকে বেদার্থ গ্রহণ করাইতেছেন—

সত্য বলিবে। ধর্মাচরণ করিবে। অধ্যয়নে উদাসীন হইবে না। আচার্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণান্তে (গৃহস্থাশ্রমে যাইয়া) সন্তান-ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না। মঙ্গলজনক কার্যে উদাসীন হইও না। অভ্যুদয় কার্যে ভ্রান্ত হইও না। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত হইও না। দেবকার্য ও—পিতৃকার্যে ভ্রান্ত হইও না। মাতা তোমার দেবীরূপিণী হ্উক। পিতা তোমরা দেবতাস্বরূপ হউক। আচার্য্য তোমার দেবতাস্বরূপ হ্উক, অতিথি তোমার দেবতাস্বরূপ হউক অনিন্দিত কর্মসকল অনুষ্ঠান কর, অপরগুলি নহে। যাহা আমাদের সদাচার তাহাই তোমার অনুষ্ঠেয়। অপরগুলি অনুষ্ঠেয় নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ আমাদের হইতে শ্রেষ্ঠতর তুমি তাঁহাদিগকে আসনাদি দিয়া তাঁহাদের শ্রম দূর করিবে। শ্রদ্ধা ঐশ্বর্যানুসারে দান করিবে। বিনম্রভাবে দান করিবে। প্রীতির সহিত দান করিবে।

ইহাই আদেশ, ইহাই উপদেশ ইহাই রহস্য আর ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা। এইভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে আর এই প্রকারেই সব আচরণ করিবে। ত্রিবিধ শান্তি বর্ষিত হউক তোমার জীবনে। ৭

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।

দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে।।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।

সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।।

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।৮

(সংজ্ঞানসূক্তম্)

তোমরা সম্মিলিত হও, একবিধ বাক্য প্রয়োগ কর, তোমাদের মনসমূহ সমানরূপে জ্ঞান হউক। পূর্ববর্ত্তি দেবগণ যেরূপ সমচিত্ত হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তোমরাও সেইরূপ (ধনাদি গ্রহণ কর)।

ইহাদের স্তুতি একরূপ, প্রাপ্তি একবিধ, অন্তঃকরণ একরূপ, বিচারজ জ্ঞান একবিষয়ে একীভূত হউক, আমিও তোমাদেদর তুল্যরূপ মন্ত্রকে (সকলের) ঐক্যবিধানের জন্য সংস্কার করি; হে দেবগণ, তোমাদের সকলকে সাধারণ হবির দ্বারা আহুতি দান করি।

তোমাদের সংকল্প সমান হউক, তোমাদের হৃদয়সমূহ সমান হউক এবং তোমাদের অন্তঃকরণসমূহ সমান হউক। যাহাতে তোমাদের পরম ঐক্য হয় তাহাই হউক। ৮

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।৯

উহা (ঈশ্বর) পূর্ণ, ইহাও (সৃষ্ট জগৎ) পূর্ণ, পূর্ণ, হইতে পূর্ণ উদগত হন। পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। ত্রিবিধ শান্তি বিরাজ করুক। ৯

পুরুষসূক্তম্

তৈত্তিরীয়াণ্যকম্—তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ

ওঁ তচ্ছং যোরাবৃণীমহে। গাতুং যজ্ঞায়। গাতুং যজ্ঞপতয়ে। দৈবী স্বস্তিরস্তু নঃ। স্বস্তির্মানুষেভ্যঃ। ঊর্ধ্বং জিগাতু ভেষজম্। শং নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ। সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা। অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।। ১।। পুরুষ এবেদগ্ং সর্বম্। যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশানঃ। যদন্নেনাতিরোহতি।। ২।। এতাবানস্য মহিমা। অতো জ্যায়াগ্‌শ্চ পরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি। ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ।।৩।।

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎপরুষঃ। পাদোঽস্যেহাঽঽভবাৎপুনঃ। ততো বিশ্বঙব্য-ক্রামৎ। সাশনানশনে অভি।। ৪।। তস্মাদ্বিরাডজায়ত। বিরাজো অধি- পরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত। পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ।। ৫।।

যৎপরুষেণ হবিষা। দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তো অস্যাসীদাজ্যম্। গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ।। ৬।। সপ্তাস্যাসন্পরিধয়ঃ। ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানাঃ। অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।। ৭।। তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্। পুরুষং জাতমগ্রতঃ।

তেন দেবা অযজন্ত।সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।।৮।। তস্মাদ্যজ্ঞাৎ-সর্বহুতঃ। সংভৃতং পৃষদাজ্যম্। পশূগ্ংস্তাগ্ংশ্চক্রে বায়ব্যান্। আরণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে।। ৯।। তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাগ্ংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ। যজুস্তস্মাদজায়ত।। ১০।।

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত। যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ। তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ।। ১১।। যৎপুরুষং ব্যদধুঃ। কতিধা ব্যকল্পয়ন। মুখং কিমস্য কৌ ৰাহূ। কাবূরূ পাদাবুচ্যেতে।।১২।। ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীৎ। ৰাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।

উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ। পদ্ভ্যাগ্ং শূদ্রো অজায়ত।। ১৩।। চন্দ্রমা মনসো জাতঃ। চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত। মখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ। প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।। ১৪।। নাভ্যা আসাদন্তরিক্ষম্। শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ। তথা লোকাগ্ং অকল্পয়ন্।। ১৫।।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্। আদিত্যবর্ণং তমসস্তুপারে। সর্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধারঃ। নামানি কৃত্বাঽভিবদন্, যদাস্তে।। ১৬।। ধাতাপুরস্তাদ্ যমুদাজহার। শক্রঃ প্রবিদ্বান্ প্রদিশশ্চতস্রঃ। তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে।। ১৭।। যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ। তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ

সচন্তে। যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।। ১৮।।

অদ্ভ্যঃ সংভূতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ। বিশ্বকর্মণঃ সমবর্ততাধি। তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি। তৎপুরুষস্য বিশ্বমাজানমগ্রে।। ১৯।। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।। ২০।। প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ। অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।

তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্। মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ।। ২১।। যো দেবেভ্য আতপতি। যো দেবানাং পুরোহিতঃ। পূর্বো যো দেবেভ্যো জাতঃ। নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে।। ২২।। রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তঃ। দেবা অগ্রে তদব্রুবন্। যস্ত্বৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাৎ। তস্য দেবা অসন্ বশে।। ২৩।।

হ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ। অহোরাত্রে পার্শ্বে। নক্ষত্রাণি রূপম্। অশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্টং মনিষাণ। অমুং মনিষাণ। সর্বং মনিষাণ।। ২৪।।

ওঁ তচ্ছং যোরা বৃণীমহে। গাতুং যজ্ঞায়। গাতুং যজ্ঞপতয়ে। দৈবী স্বস্তিরস্তু নঃ। স্বস্তির্মানুষেভ্যঃ। ঊর্ধ্বং জিগাতু ভেষজম্। শং নো অস্তু দ্বিপদে। শং চতুষ্পদে।।

।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

।। নারায়ণসূক্তম্ ।।

তৈত্তিরীয়াণ্যকম্-৪ প্রপাঠকঃ-১০ অনুবাকঃ-১৩

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ওঁ সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবম্। বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং পদম্।। ১।। বিশতঃ পরমানিত্যং বিশ্বং নারায়ণগ্ং হরিম্। বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি ।। ২।। পতিং বিশস্যাত্মেশরগ্ং শাশ্বতগ্ং শিবমচ্যুতম। নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্।। ৩।। নারায়ণপরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ। নারায়ণপরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।। ৪।। নারায়ণপরো ধ্যাতা ধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ। যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎসর্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।

অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।। ৫।। অনন্তমব্যয়ং কবিগ্ং সমুদ্রেঽন্তং বিশশম্ভুবম্। পদ্মকোশপ্রতীকাশগ্ং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্।। ৬।। অধো নিষ্ট্যা বিতস্ত্যান্তে নাভ্যামুপরি তিষ্ঠতি। জ্বালমালাকুলং ভাতি বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।। ৭।। সন্ততগ্ং শিলাভিস্তু লম্বত্যাকোশসন্নিভম্। তস্যান্তে সুষিরগ্ং সূক্ষ্মং তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।। ৮।। তস্য মধ্যে মহানগ্নির্বিশ্বার্চির্বিশ্বতোমুখঃ। সোঽগ্ভুগ্বিভজন্তিষ্ঠন্নাহারমজরঃ কবিঃ।

তির্যগূর্ধ্বমধঃশায়ী রশ্ময়স্তস্য সন্ততা ।।৯।। সন্তাপয়তি স্বং দেহমাপাদতলমস্তকঃ। তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা অণীয়োর্ধ্বা ব্যবস্থিতঃ।।১০।। নীলতোযদমধ্যস্থা-দ্বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা। নীবারশূকবত্তন্বী পীতা ভাস্ত্যণূপমা।। ১১।। তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ। স ব্রহ্ম স শিবঃ স হরিঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।। ১২।।

ঋতগ্ং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্ ।ঊর্ধ্বরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমো নমঃ।। ১৩।।

ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদযাৎ।। ১৪।।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ।।

।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।।

শ্রীগুরু-বন্দনা

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ১

অখন্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ২

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ৩

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।। ৪

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুই দেব মহেশ্বর, গুরুই পরব্রহ্ম; সেই গুরুকে প্রণাম। ১

অখণ্ডরূপী, চরাচর জগৎ যাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত—তাঁহার স্বরূপ যিনি দর্শন করাইয়াছেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম। ২

অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তির চক্ষু যিনি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা সহায়ে উন্মীলিত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম। ৩

যিনি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, পরম সুখদ, নির্লিপ্ত, জ্ঞানমূর্তি, দ্বন্দ্বাতীত, গগনসদৃশ, এক, নিত্য, বিমল, অচল, সকল বুদ্ধির সাক্ষী, ভাবাতীত এবং ত্রিগুণরহিত, সেই সদ্‌গুরুকে আমি প্রণাম করি। ৪

গৌর সারঙ্গ—ত্রিতাল

ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে, রবি-নন্দন-বন্ধন-খন্ডন হে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীতমনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।।

হৃদিকন্দর-তামস-ভাস্কর হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদভনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।।

মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে, নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে,
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।।

কুলকুন্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে, হৃদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে,
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।।

রিপুসূদন মঙ্গল-নায়ক হে, সুখ-শান্তি-বরাভয়-দায়ক হে,
ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।।

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দক হে, গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে,
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।।

তব নাম সদা শুভ-সাধক হে, পতিতাধম-মানব-পাবক হে,
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।।

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে, ভব-রোগ-বিকার-বিনাশক হে,
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

হাম্বীর—ত্রিতাল

নমন করুঁ ম্যায় সদ গুরু চরণা, ভব-ভয়-হরণা বন্দিত-চরণা,
তরণা প্রণত-জন-সুশরণা।।
কলিমল-হরণা সবসুখ-করণা, অভয়-বিতরণা,জগদুদ্ধরণা
পাতক হরণা।।

শ্রীশ্রীসরস্বতী - বন্দনা

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা বীণা-বরদণ্ড-মণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা।।১

যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা।
স্যা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা।।২

ভদ্রংকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।।৩

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বা ভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।৪

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে।।৫

যিনি কুন্দপুষ্প, চন্দ্রমা ও মুক্তামালার ন্যায় শুভ্রা; যিনি শ্বেতাম্বরা, বীণাবর-দণ্ডে শোভিত যাঁহার হস্ত, শ্বেতপদ্মাসীনা এবং যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবগণের দ্বারা সদা বন্দিতা, সেই অশেষ জড়তা-বিনাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী আমায় রক্ষা করুন। ১-২

ভদ্রকালীকে নমস্কার, সরস্বতীকে বারংবার নমস্কার এবং বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত ও বিদ্যাস্থানসমূহকে নমস্কার। ৩

হে দেবী, তুমি মেধারূপা সরস্বতী, সর্বশ্রেষ্ঠা, সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী ও দৈবশক্তিস্বরূপা ঈশ্বরী। তুমি প্রসন্না হও। হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম। ৪

হে মহৈশ্বর্যময়ি, তুমি বিদ্যাস্বরূপা, কমললোচনা, বিশ্বরূপা, বিশালাক্ষী সরস্বতী; তুমি আমায় বিদ্যা দান কর। তোমায় নমস্কার। ৫

মালগুঞ্জ—ত্রিতাল

স্নিগ্ধ-শুভ্র-কমল-দল-বাসিনী (কিবা)।
বীণা করে শোভে বাগ্‌বাদিনী।।
চির সুধাকর নিমেষহারা, ধরণী বুকে ঢালে রজতধারা,
অসীমে মিলায় শত রাগ-রাগিণী।
জ্ঞান বিদ্যা যাচি তব চরণে, গীতি-সুধা আন মর জীবনে,
তোমার আসন তলে লুটাব এ পরাণখানি।।

—নিশিকান্ত চক্রবর্তী

বসন্ত—তেওরা

শ্বেত শতদলে সারদা রাজে।
অতি সুশীতল কান্তি বিমল, নেহারি নয়ন মোহিল রে।।
শ্রবণে কুণ্ডল গলে গজমতি, অচলা দামিনী জিনিয়া মূরতি।
বীণারঞ্জিত পুস্তক করে জয় জয় দেবি প্রণমামি তে।।
অয়ি মা ভারতি, বেদমূরতি পরমা শকতি শিবের কন্যা।
ঋষি-আরাধিতা, অমর-পূজিতা বিশ্ববন্দিতা ত্রিলোকধন্যা।।
অজ্ঞান-নাশিনী, বিজ্ঞান-দায়িনী, তুমি নারায়ণী বাগ্‌বাদিনী।
(যেন) বীণার ঝঙ্কার গুঞ্জে নিরন্তর মোদের অন্তর মাঝে।।

মল্লার—ঢিমা কাওয়ালী

এস, মানস-সরোবর-বাসিনী।
ঢল ঢল নীরে, শতদল-শিরে, সুন্দর সুবিমল-হাসিনী।।
মল্লার সুরে, ঝঙ্কার ধীরে, রুণু রুণু ঝুণু ঝুণু চরণনূপুরে।
এস এস ধীরে, হৃদয়েরি তীরে, বীণা-বিনিন্দিত-ভাষিণী।।

বসন্ত—কাওয়ালী

পীযূষ-সিঞ্চিত সমীর-চঞ্চল কাঞ্চন-অঞ্চল দোলে রে।
সংশয়-শমন স্মৃতি-বিতরণ, চরণে জনমন ভোলে রে।।
চম্পক অঙ্গুলী করুণ পরশে বীণা পঞ্চমে দোলে রে।
জ্যোতিষ, গণিত, বেদ, দরশন শোভে কোমল কোলে রে।।
শুভ্র হিম গিরি কিরণ-বিকিরণে অন্ধ আঁখিযুগ খোলে রে।
মাতিল ত্রিভুবন বাক্য-বিধায়িনী বাণী জয় রব বোলে রে।।

—রজনীকান্ত সেন

মালকোষ—কাওয়ালী

এস মা এস মা বীণাপাণি,
এস মাগো এস, হৃদাসনে বস, জগজন-মনোমোহ-নিবারিণী।
যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত তামস, চরণ পরশে নাশ গো মা নাশ।
হৃদি শতদলে আবার প্রকাশ, সারদে শুভদে মা সিতবরণী।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ইমন-কল্যাণ মিশ্র — একতাল

আবার ভারতে ভারতীর বীণা ঐ শুন গাহে মধুর তান।
মরণ-সুপ্তি-মগন-পরাণে আবার করিছে চেতনা দান।
এস মা ভারতি বরষের পরে, নিরানন্দ এই আঁধার কুটীরে,
অশ্রুসলিল-সিক্ত, রিক্ত, দুরিত-পূরিত শোকেতে ম্লান,
দৈন্যবেদনা আছে শুধু মাগো পূজা উপহার করিতে দান।।
শুভ্র আলোকে পুলকিত করি, নিরাশা জড়তা লহ লহ হরি,
এস মা হৃদয় কমল-আসনে সঁপিনু চরণে এ মনপ্রাণ,
হুঙ্কার রবে ঝঙ্কারি বীণা শঙ্কিতে কর অভয়দান।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরব—একতালা

বাণী-চরণাবিন্দে মজ মজ মজ রে মন।
জ্বালা জুড়াইবে অমৃতত্ব পাবে, হইবে সমূহ বাসনা পূরণ।।
ঢল ঢল সুধাসিন্ধু সলিলে, হেলিছে দুলিছে আনন্দ-হিল্লোলে।
(মায়ের) রাঙ্গা শতদল চরণযুগল, আহা মরি মরি ভুবন মোহন।।
অন্ধ মানস দেখিতে না পাও, কি সুখ লালসে ইতিউতি ধাও।
কর পদ ধ্যান, গাও মার গান, কর মধু পান হইয়ে মগন।।
গর গর ভাবে হয়ে মাতোয়ারা, হের রে অদূরে বাণী বেদধরা।
সৌম্য হ'তে কিবা ছবি সৌম্যতরা আহা মরি মরি দেখিনি এমন।।

—স্বামী তপানন্দ

ইমন-কল্যাণ—একতালা

(অয়ি) উর মা অমল ধবল বরণী হৃদয়-কমল-কাননে।
(মম) মানস-তামস নাশ মা ভারতী, চরণ-নখর-কিরণে।।
মৃন্ময়-মূরতি হেরিয়া নয়নে, কুসুম-চন্দন অর্পিয়া চরণে।
চিন্ময় চরণ পরশ লালসা, জাগিছে সতত পরাণে।।
বিদ্যা বিতরি' অমৃত কর, মরণ শঙ্কা হর মা হর।
সংশয় যত আজি তিরোহিত, হৃদয়-গ্রন্থি ছেদনে।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা

আরাত্রিক ভজন

মিশ্র—তালফেরতা (স্বরলিপি দ্রষ্টব্য)

খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়।।
মোচন-অঘদূষণ জগভূষণ চিদ্ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায়।।
ভাস্বর ভাব-সাগর চির উন্মদ প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জন-যুগলচরণ তারণ-ভব-পার।।
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগসহায়।
নিরোধন সমাহিত-মন নিরখি তব কৃপায়।।
ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন করুণাঘন কর্ম কঠোর।
প্রাণার্পণ জগত-তারণ কৃন্তন কলিডোর।।
বঞ্চন-কামকাঞ্চন-অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর! দেহ পদে অনুরাগ।।
নির্ভয় গতসংশয় দৃঢ়নিশ্চয়-মানসবান্।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ ত্যজি জাতি কুলমান।।
সম্পদ তব শ্রীপদ ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন-দুঃখ যায়।।

মোচন-অঘদূষণ—মানুষকে দূষিত করে এমন যে সকল পাপ, সেগুলি যিনি মোচন করেন।

জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর—যিনি যুগের ঈশ্বররূপে প্রকাশিত।

কৃন্তন কলিডোর—যিনি কলির বন্ধনকে ছেদন করেন।

নিষ্কারণ...কুলমান—জাতি-কুল-মান না দেখিয়া যিনি বিনা কারণে ভক্তকে আশ্রয় দেন।

নমো নমো প্রভু! বাক্যমনাতীত, মনবচনৈকাধার।
জ্যোতির জ্যোতি উজল-হৃদি-কন্দর তুমি তমো-ভঞ্জন-হার।।
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ;
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ আরতি তোমার।।
জয় জয় আরতি তোমার, হর হর আরতি তোমার,
শিব শিব আরতি তোমার।।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র

ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ
ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোhহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।।১
ভ-ক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বম্।
ব-ক্ত্রোদ্ধৃতস্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ *
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।। ২
তে-জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ **
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে। †
ম-র্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।। ৩
কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য ††
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।। ৪

ওঁ হ্রীং, তুমি সত্য, অচল, ত্রিগুণজয়ী ও দিব্য গুণের দ্বারা বন্দনীয়; যেহেতু আমি তোমার মোহবিনাশক পূজনীয় চরণকমল ব্যাকুলভাবে দিবা-রাত্র ভজন করি না, সেইজন্য , হে দীনবন্ধো, তুমি আমার আশ্রয়। ১

সংসারবন্ধন-ছেদনকারী ভক্তি, বৈরাগ্য এবং উপাসনাদি সহায়ে মানব অতি মহান ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছিতে সমর্থ হয়; কিন্তু এইরূপ বাক্য আমার মুখে উচ্চারিত হইলেও হৃদয়ে কিছুমাত্র প্রতিভাত হয় না; অতএব, হে...। ২

হে রামকৃষ্ণ, সত্যের পথস্বরূপ তোমাতে অনুরাগ হইলে মানুষ তোমাকেই পাইয়া পূর্ণকাম হয় এবং শীঘ্র রজোগুণকে অতিক্রম করে; মৃত্যুরূপ-তরঙ্গ-বিনাশকারী তোমার চরণ মর্ত্যজগতে অমৃতস্বরূপ। অতএব, হে...। ৩

হে নাথ, তোমার মায়াসংহারী অতি পবিত্র 'ষ্ণ' এই অক্ষরান্ত (রামকৃষ্ণ) নাম পাপকে পুণ্যে পরিণত করে; তুমি জগতের একমাত্র আশ্রয়; যেহেতু আমি নিরাশ্রয়, অতএব হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয়। ৪

*পাঠান্তর—বক্ত্রোদ্ধৃতোঽপি হৃদয়ে ন মে ভাতি কিঞ্চিৎ।

** পাঠান্তর—তেজস্তরন্তি ত্বরিতং ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ।

✞ পাঠান্তর—রাগং কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।

✞✞ পাঠান্তর—যস্মাদহমশরণো জগদেকগম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণাম

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ।
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ।
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ।।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ধর্মের সংস্থাপক সর্বধর্মস্বরূপ, অবতারশ্রেষ্ঠ হে রামকৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার। ভগবান রামকৃষ্ণকে নমস্কার। (৩ বার)

দেবী-প্রণাম

সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।। ১
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে।। ২
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।। ৩
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে। জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে।
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে। জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।

—শ্রীশ্রীচণ্ডী

হে ত্রিনয়না গৌরি, তুমি সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপিণী, কল্যাণী, সর্বসিদ্ধি-বিধায়িনী, তুমি সকলের শরণ্যা; হে নারায়ণি, তোমায় নমস্কার। ১

তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তিস্বরূপা, তুমি নিত্যা, তুমি ত্রিগুণের আধার ও গুণস্বরূপা; হে নারায়ণি, তোমায় নমস্কার। ২

শরণাগত, দীন ও আর্তজনের পরিত্রাণে সদাই তৎপর তুমি সকলের দুঃখ বিনাশ করিয়া থাক; হে নারায়ণি, তোমায় নমস্কার। ৩

।। শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্ ।।

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ।। ১

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।

গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্।। ২

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব।
শক্তি সমুদ্র সমুত্থতরঙ্গং দর্শিত প্রেম বিজৃম্ভিতরঙ্গম্।
সংশয় রাক্ষস নাশ মহাস্ত্রং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্।
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব।।
অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তম্
কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্।
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব।।

—স্বামী বিবেকানন্দ

।। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র-দশকম্ ।।

ব্রহ্ম-রূপমাদি-মধ্য-শেষ-সর্ব-ভাসকম্,
ভাব-ষট্‌ক-হীন-রূপ-নিত্য-সত্যমদ্বয়ম্।
বাঙ্‌মনোঽতি-গোচরঞ্চ নেহি-নেতি-ভাবিতম্,
ত্বং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্।। ১

আদিতেয়ভীহরং সুরারি-দৈত্য-নাশকম্
সাধু-শিষ্ট-কামদং মহী-সুভার-হারকম্।
স্বাত্মরূপ-তত্ত্বকং যুগে যুগে চ দর্শিতম্, তং নমামি...।। ২

সর্বভূত-সর্গ-কর্ম-সূত্র-বন্ধ-কারণম্
জ্ঞান-কর্ম-পাপ-পুণ্য-তারতম্যসাধনম্।
বুদ্ধি-বাস-সাক্ষি-রূপ-সর্ব-কর্ম-ভাসনম্, তং নমামি...।। ৩

সর্ব-জীব-পাপ-নাশ করাণং ভবেশ্বরম্,
স্বীকৃতঞ্চ গর্ভবাস দেহধানমীদৃশম্।
যাপিতং স্ব-লীলয়া চ যেন দিব্যজীবনম্, তং নমামি...।। ৪

তুল্য-লোষ্ট্র-কাঞ্চনঞ্চ হেয়-নেয়-ধীগতম্,
স্ত্রীষু নিত্য-মাতৃভাব-শক্তিরূপ ভাবুকম্।
জ্ঞান-ভক্তি-ভুক্তি-মুক্তি-শুদ্ধ-বুদ্ধি-দায়কম্, তং নমামি...।। ৫

সর্ব-ধর্ম-গম্য-মূল-সত্য-তত্ত্ব-দেশকম্,
সিদ্ধ-সর্ব-সম্প্রদায়-সম্প্রদায়-বর্জিতম্।
সর্ব-শাস্ত্র-মর্ম-দর্শি-সর্ববিন্নিরক্ষরম্, তং নমামি...।। ৬

চারুদর্শ-কালিকা-সুগীত-চারু গায়কম,
কীর্ত্তনেষু মত্তবচ্চ নিত্য-ভাবহিহ্বলম্।
সূপদেশ-দায়কং হি শোক-তাপ-বারকম্, তং নমামি...।। ৭

পাদপদ্ম-তত্ত্ব-বোধ-শান্তি-সৌখ্য-দায়কম্
সক্ত-চিত্ত ভক্ত-সূনু নিত্য-বিত্ত-বর্ধকম্।
দম্ভি-দর্প-দারণন্তু নির্ভয়ং জগদ্গুরুম্, তং নমামি...।।৮

পঞ্চবর্ষ-বাল-ভাব-যুক্ত-হংস-রূপিণম্,
সর্ব লোকরঞ্জনং ভবাব্ধি-সঙ্গ ভঞ্জনম্।
শান্তি-সৌখ্যসদ্ম-জীব-জন্মভীতি-নাশনম্, তং নমামি...।।৯
ধর্ম-হান-হারকং ত্বধর্ম-কর্ম-বারকম্,
লোক-ধর্ম-চারণঞ্চ সর্ব-ধর্ম-কোবিদম্।

ত্যাগি-গেহি-সেব্য-নিত্য-পানাঙিঘ-পঙ্কজম্, তং ন মামি...।।১০
স্তোত্রশূন্য-সোমকং সদীশ-ভাব-ব্যঞ্জকম্,
নিত্য-পাঠকস্য বৈ বিপত্তি-পুঞ্জ-নাশকম্।

স্যাৎ কদাপি জাপ-যাগ-যোগ-ভোগ-সৌলভম্,
দুর্লভন্তু রামকৃষ্ণ-রাগ-ভক্তি-ভাবনম্।। ১১
ইতি শ্রীবিরজানন্দ-রচিতং ভক্তি-সাধকম।
স্তব-সারং সমাপ্তং বৈ শ্রীরামকৃষ্ণ-তূণকম্।। ১২

।। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণষট্‌কম্ ।।

বিশুদ্ধবিজ্ঞানমগাধসৌখ্যং বিশ্বস্য বীজং করুণাপয়োধিঃ
অনাদ্যনন্তং প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ তত্ত্বমেকং ভুবি রামকৃষ্ণঃ। ১

ন নেতি মত্বা শ্রুতয়ো বদন্তি বদন্তি সাক্ষান্ন চ যং কদাচিৎ
চিদেকরূপঃ শিব ঈশ্বরাণাং মহেশ্বরোঽসৌ ভুবি রামকৃষ্ণঃ।। ২

যং নিত্যমানন্দমনন্তমেকং শিবেতি নাম্না শ্রুতয়ো গৃণন্তি
তস্যাবতারো নররূপধারী কৃপাসুধাব্ধির্ভুবি রামকৃষ্ণঃ। ৩

বিজ্ঞান-পীযূষনিমগ্নমূর্তিঃ পস্পর্শ যান্ যান্ দয়য়া করেণ
তে কামিনীকাঞ্চনরিক্তচিত্তাঃ সদ্যো বভূবুর্ভবি রামকৃষ্ণঃ। ৪

প্রেমাব্ধিগম্ভীর-তরঙ্গ-ভঙ্গৈ- রান্দোলিতো যো ভগবদ্ধিলীনঃ
ভক্তির্বিশুদ্ধা স্বয়মাবিরাসীৎ পুং বিগ্রহোঽহো ভুবি রামকৃষ্ণঃ। ৫

তমদ্ভুতং কঞ্চিদচিন্ত্যশক্তিং বন্দে প্রশান্তং পরিপূর্ণবোধম্
জ্ঞানস্য ভক্তেশ্চ বিশুদ্ধমূর্তিং দ্বিমূর্তিমেকং ভুবি রামকৃষ্ণঃ। ৬

—প্রমদাদাস মিত্র

।। শ্রীরামকৃষ্ণ-সুপ্রভাতম্ ।।

ধর্মস্য হানিমভিতঃ পরিদৃশ্য শীঘ্রং
কামারপুষ্কর ইতি প্রথিতে সমৃদ্ধে।
গ্রামে সুবিপ্রসদনে হ্যভিজাত দেব
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ।।১।।

বাল্যে সমাধ্যনুভবঃ সিতপক্ষিপংক্তিং
সন্দৃশ্য মেঘপটলে সমবাপি যেন।
ঈশৈক্যবেদনসুখং শিবরাত্রিকালে
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ।।২।।

নানাবিধানয়ি সনাতনধর্মমার্গান্
ক্রৈস্তাদিচিত্রনিয়মান্ পরদেশধর্মান্।
আস্থায় চৈক্যমনয়োরনুভূতবাংস্ত্বং
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ।।৩।।

হে কালিকা পদসরোরুহকৃষ্ণভৃঙ্গং
মাতুঃ সমস্তজগতামপি সারদায়াঃ।
ঐক্যং হ্যদর্শি তরসা পরমং ত্বয়ৈব
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ।।৪।।

রাখালতারকহরীংশ্চ নরেন্দ্রনাথম্
অন্যান্ বিশুদ্ধমনসঃ শশিভূষণাদিন্।
সর্বজ্ঞ আত্মবয়ুনং ত্বমিহানুশাস্সি
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ।।৫।।

নিত্যং সমাধিজসুখং নিজবোধরূপম্,
আস্বাদয়ন্ তব পদে শরণাগতাংশ্চ।

আনন্দয়ন্ প্রশময়ন্নুপতিষ্ঠসে ত্বং
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ।।৬।।

স্বীকৃত্য পাপমখিলং শরণাগতৈর্যদ্
আজীবনং বহুকৃতং দয়য়া স্বদেহে।
তজ্জাতখেদনিবহং সহসে স্ম নাথ
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ।।৭।।

প্রাতঃ প্রণামকরণং তব পাদপদ্মে
সংসারদুঃখহরণং সুলভং করোতি।
মত্বেতি ভক্তিভরিতাঃ প্রতিপালয়ন্তি
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ।।৮।।

গাতুং স্তুতীস্তব জনা অমৃতায়মানাঃ
সম্প্রাপ্য দর্শনমিদং তব পাদয়োশ্চ।
ধন্যা নরেশ ভবিতুং মিলিতাঃ সমীপং
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ।।৯।।

সন্দায় দর্শনসুখং শরণাগতেভ্যো
মোহান্ধকারমখিলং ত্বমপাকুরুষ্ব।
জ্ঞানার্ক ভক্তিজলধে সকলার্তিহন্তঃ
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ।।১০।।

অহৈতুকীতি করুণা কিল তে স্বভাবো
দুষ্টাঃ কঠোরহৃদয়া অপি তে ভজন্তে।
ত্বামেব সর্বজগতাং জননি প্রপাত্রি
শ্রীসারদেশ্বরি রমে তব সুপ্রভাতম্ ।।১১।।

সুপ্তাংস্তু ভারতজনান্ স্ববচঃপ্রহারৈ-
রুদ্বোধয়ন্ বিবশয়ন্ নিজধর্মমার্গে।

প্রোত্সাহয়ন্ পরমতাং প্রকটীকরোষি
বীরেশদত্তমহিমন্ তব সুপ্রভাতম্ ।।১২।।

প্রাতরুত্থায় যো দেবং রামকৃষ্ণং স্মরন্ স্মরন্।
স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্ভক্ত্যা সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।।১৩।।

—স্বামী হর্ষানন্দ পুরী

।। শ্রীরামকৃষ্ণ-মঙ্গলশাসনম্ ।।

মঙ্গলং দেশিকেন্দ্রায় যমিনাং চক্রবর্তিনে।
পরাশক্তিস্বরূপিণ্যৈ দেব্যৈ ভবতু মঙ্গলম্ ।।১।।
সত্যসন্ধস্য ভক্তস্য ক্ষুদিরামস্য সূনবে।
গদাধরায় মেদিন্যামবতীর্ণায় মঙ্গলম্ ।।২।।
গদাধরসুনাম্নে চ ভক্ত্যাবেষ্টিতচেতসে।
অনাদৃতান্যবিদ্যায় মঙ্গলং ব্রহ্মচারিণে ।।৩।।
ভবতারণদক্ষায়াঃ সন্নিধৌ দক্ষিণেশ্বরে।
অপূর্বকালিকাপূজানিরতায়াস্তু মঙ্গলম্ ।।৪।।
মথুরানাথবিশ্বাসসেবানির্বৃতচেতসে।
তপশ্চরণশীলায় যোগীশায়াস্তু মঙ্গলম্ ।।৫।।
সাধকব্যাজসন্দিষ্ট সর্বাম্নায় সুবর্ত্মনে।
সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রায় নিত্যসিদ্ধায় মঙ্গলম্ ।।৬।।
তপসি ব্রহ্মচর্যে চ যা স্বস্য সহধর্মিণী
তস্যাঃ শ্রীসারদাদেব্যা ভর্ত্রে ভবতু মঙ্গলম্ ।।৭।।
তোতাপুরিযতিপ্রাপ্তচরমাশ্রমহেতুকে।
সমাধৌ নির্বিকল্পাখ্যে সুদীর্ঘস্থায় মঙ্গলম্ ।।৮।।
স্থিতায় মাতুরাদেশাজ্জগদুদ্ধারকারণাৎ।

পূর্ণাহন্তাস্থিতৌ ভাবমুখে ভবতু মঙ্গলম্ ।।৯।।
পশ্যতে মাতরং স্ত্রীষু মৃৎপিণ্ডং কাঞ্চনং তথা।
সর্বভূতেষু চ ব্রহ্ম মায়াতীতায় মঙ্গলম্ ।।১০।।
সদারোঽপি বিরক্তানাং যতীনাং পুরতস্তু যঃ।
সদাশিবস্বরূপায় তস্মৈ ভবতু মঙ্গলম্ ।।১১।।
ব্রহ্মানন্দাদিসচ্ছিষ্যগণপূজ্যপদায় তে।
তেষূদ্দীপ্তাত্মবোধায় পরমহংসায় মঙ্গলম্ ।।১২।।
গর্জদ্বেদান্তসিংহেন বিবেকানন্দরূপিণা।
অপাস্তনিদ্রা ভূর্যেণ কারিতাঽস্মৈ চ মঙ্গলম্ ।।১৩।।
সংসারসাগরোত্তার সেতুভূতাংঘ্রিরেণবে।
গুরবে সর্বলোকানাং রামকৃষ্ণায় মঙ্গলম্ ।।১৪।।
ওঁ স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় মঙ্গলম্ ।।১৫।।
মঙ্গলং গুরুদেবায় দৈব্যৈ মাত্রে চ মঙ্গলম্।
মঙ্গলং ভক্তবৃন্দেভ্যঃ সর্বলোকায় মঙ্গলম্ ।।১৬।।

—স্বামী অচলানন্দ সরস্বতী

শুক্ল-বিলাবল—কাওয়ালী

রামকৃষ্ণ শরণং রামকৃষ্ণ শরণম্
রামকৃষ্ণ শরণং শরণ্যে।
(প্রভু) কৃপাহি কেবলং কৃপাহি কেবলং
কৃপাহি কেবলং শরণ্যে।
শরণাগতোঽহং শরণাগতোঽহং
শরণাগতোঽহং শরণ্যে।

নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীগুরবে
নমঃ শ্রীগুরবে নমো নমঃ।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় জয় রামকৃষ্ণ।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় জয় রামকৃষ্ণ।।

—অরুণ চট্টোপাধ্যায়

গৌড়সারঙ্গ—ত্রিতাল

ভব-ভয়-ভঞ্জন পুরুষ নিরঞ্জন, রতিপতি-গঞ্জন-কারী।
যতিজন-রঞ্জন মনোমদ-খন্ডন, জয় ভব-বন্ধন-হারী।।
জয় জন-পালক সুরদল-নায়ক, জয় জয় বিশ্ব-বিধাতা।
চির-শুভ-সাধক মতিমল-পাবক, জয় চিত-সংশয়-ত্রাতা।।
সুর-নর-বন্দন বিজর বিবন্ধন, চিত-মন-নন্দন-কারী।
রিপুচয়-মন্থন জয় ভব-তারণ, স্থল-জল-ভূধর-ধারী।।
শম-দম-মণ্ডন অভয় নিকেতন, জয় জয় মঙ্গল-দাতা।
জয় সুখ-সাগর নটবর-নাগর, জয় শরণাগত-পাতা।।
ভ্রম-তম ভাস্কর জয় পরমেশ্বর, সুখকর সুন্দর-ভাষী।
অচল সনাতন জয় ভব-পাবন, জয় বিজয়ী অবিনাশী।।
ভকত-বিমোহন বর-তনু ধারণ, জয় হরি-কীর্তন-ভোলা।
গদ-গদ-ভাষণ, চিত-মন-তোষণ, ঢল-ঢল-নর্তনলীলা।।
মতি-গতি-বর্ধন, কলিবলমর্দন, বিষয়-বিরাগ প্রসারী।
জড়-চিত-চেতক ভব-জল-ভেলক, জয় নরমানসচারী।।
জয় পুরুষোত্তম অনুপম-সংযম জয় জয় অন্তরযামী।
খরতর-সাধন নরদুঃখবারণ, জয় রামকৃষ্ণ নমামি।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ললিত (প্রভাতী)—ত্রিতাল

জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবন-মঙ্গল
জয় মাতা শ্যামাসুতা অতি নিরমল।
জয় বিবেক-আনন্দ পরম দয়াল,
প্রভুর মানস-সুত জয় শ্রীরাখাল।।
জয় প্রেমানন্দ প্রেমময়কলেবর,
জয় শিবানন্দ জয় লীলা-সহচর।
যোগী যোগানন্দ জয় নিত্যনিরঞ্জন,
জয় শশী গুরুপদে গততনুমন।।
সেবাপর যোগিবর অদ্ভুত-আনন্দ,
অভেদ-আনন্দ জয় গত-মোহবন্ধ।
যোগ-রত ত্যাগব্রত তুরীয় আখ্যাত,
শরত সুধীর শান্ত যেন গণনাথ।।
জীবে শিব-সেবাব্রত গঙ্গাধর বীর,
জয় শ্রীবিজ্ঞানানন্দ প্রশান্ত গম্ভীর।
প্রবীণ গোপাল মাতৃসেবা-পরায়ণ,
সারদা সারদাপদে গতপ্রাণমন।।
বালক-চরিত্র জয় সুবোধ সরল,
নাগবর ত্যাগ-বীর বিবেক-সম্বল।
কথামৃত-বরিষণ গৌর জলধর,
গিরিশ ভৈরব জয় বিশ্বাস-আকর।।
রামকৃষ্ণ-দাস-দাস জয় সবাকার,
রামকৃষ্ণ লীলাস্থান জয় বার বার।
রামকৃষ্ণ নাম জয় শ্রবণ-মঙ্গল,
ভকত-বাঞ্ছিত জয় চরণ-কমল।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরবী—ত্রিতাল

ভারত-ভাগ্য-গগনে রাজে নবীন তপন-ভাতিমা।
নবারুণ রাগে দশদিশি ভাতিল, জাগিল পরাণে চেতনা।।
সুপ্ত জনার খুলিল নয়ন, রিক্ত হিয়ায় মৃদু স্পন্দন,
হেরি নিখিল জনগণ আনন্দে মগন।
কোটী কণ্ঠ তুলি গাহিছে জয়, 'রামকৃষ্ণ জয়' 'রামকৃষ্ণ জয়',
(শুনি) আসিছে সকল ভকত দল পায়ে ঢালিতে সঞ্চিত বেদনা।।

—স্বামী পুরুষাত্মানন্দ

কীর্তন—একতাল

জয় 'রামকৃষ্ণ' 'রামকৃষ্ণ' বল আমার মন।
যুগ-অবতার যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।।
জীব-দুঃখেতে কাতর, ধরি নর কলেবর,
বারম্বার অবতার জগৎ-ঈশ্বর;
(এবার) মাধুর্য-ঘন মূরতি জিত-কামিনী-কাঞ্চন;
(ঐশ্বর্য-বিহীন লীলা)।।
পূর্ব পূর্ব অবতার এলো কলাংশে যাঁহার,
স্বয়ং সে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে এবার,
ওরে চক্ষু মেলে চেয়ে দেখ, পাবেরে নব জীবন;
(কত আর ঘুমাবে জীব, কাম-কাঞ্চন-আবেশে)।।
রামকৃষ্ণের কৃপায়, বিবেকানন্দ বিলায়,
ভক্তিমুক্তি বিনামূল্যে কে নিবিরে আয়।
'রামকৃষ্ণ' বলে, নেও রে তুলে, যার যত হয় প্রয়োজন;
(ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ)।।

— শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

খাম্বাজ—চৌতাল

অরূপ সায়রে লীলা-লহরী উঠিল মৃদুল করুণা বায়,
আদি-অন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানব-কায়।।
মনের ওপারে কোথা কোন দেশ, শশী তপনের নাহি পরবেশ,
তব হাসিরাশি কিরণ বরষি, উজলে সেথাও চারু বিভায়।।
প্রেমের এ তনু অতনু-গঞ্জন কি মধুর বিভা বিকাশে নয়ন,
যে হেরে সে জন, তনু-প্রাণ-মন, চরণে অর্পণ করিতে চায়;
তোমারি আশায় কত যুগ গত, সংশয় যত আজি তিরোহিত,
যা আছে আমার লহ উপহার, সঁপিনু জীবন তব সেবায়।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

সাহানা—ঝাঁপতাল

দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো করে,
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে।।
ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে।।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাখা হাস কাঁদ কার তরে।।
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপ-হারী সাধ ধরি হৃদি পরে।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সাহানা—ঝাঁপতাল

তুমি ব্রহ্ম 'রামকৃষ্ণ', তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম।
তুমি-বিষ্ণু তুমি জিষ্ণু প্রভবিষ্ণু প্রাণারাম।।
তুমি আধেয় আধার, তুমি ব্রহ্ম নিরাকার।
তুমি নররূপধর বিজিত-কনক-কাম।।

অপার করুণাসিন্ধু তুমি দেব দীনবন্ধু।
যাচে ইন্দু কৃপাবিন্দু চরণে করি প্রণাম।।

—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

ইমন-পূরবী—একতাল

তুমি কাঙ্গাল বেশে এসেছ হরি কাঙ্গালে করুণা করিতে হে,
প্রেম বিতরিতে মরুসম চিতে, পতিত জনে তারিতে হে।।
রামকৃষ্ণ নামে অমিয় ঢালা, হেরিলে ও-রূপ জুড়ায় জ্বালা,
(তব) চরণ তলে পরাণ সঁপিলে, ভাবনা পলায় দূরেতে হে।।
করি তব কথা অমৃত পান জাগিয়া উঠিছে অবশ পরাণ,
হতাশ হৃদয়ে শত আশা জাগে, তোমার মধুর নামেতে হে।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

পিলুবারোঁয়া—কাহারবা

কে ঐ আসিল রে কামারপুকুরে পুলকে নাচিয়া উঠে প্রাণ।
দুঃখ-নিশা কাটিল সুখ-রবি হাসিল গগনে উঠিল নব গান।।
মানিকরাজার আম্র কাননে, কে ঐ শিশু খেলে ফুল্ল আননে,
লীলা অভিনয় নব নব গানে, হিয়া শিহরিয়া উঠে তান।।
কত গানে গানে অমিয় কথায়, পলকেতে পরাণ মাতায়,
মনপ্রাণারাম লীলা অভিরাম, আঁখি সদা নিরখিতে চায়।
আমারেও নাও তোমার খেলায়, ভাইরে গদাই ধরি দুটি পায়,
যুগে যুগে হরি তোমার লীলায় নিও মোর তনু মন প্রাণ।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কীর্তন-ঝিঁঝিট—একতাল

রামকৃষ্ণ নামের বান ডেকেছে ভাই।
কোথা পাপীতাপী আয়রে ছুটে,
সুখে নাম-তরঙ্গে ভেসে যাই (রামকৃষ্ণ ব'লে)।।
'রামকৃষ্ণ' মধুর নাম, মুখে বলরে অবিরাম,
ভবের কষ্ট নষ্ট হবে পূরবে মনস্কাম
ঐ দেখ নাম শুনে এসেছে ধেয়ে,
ওরে এমন দয়াল আর তো নাই (রামকৃষ্ণের মত)।।
যোগে যাগে কিবা ফল, রামকৃষ্ণ মুখে বল,
অনায়াসে করে পাবি চতুর্বর্গ ফল,
ধরে নামের ভেলা পারে যাবি
(হেসে) যমের মুখে দিয়ে ছাই (রামকৃষ্ণ ব'লে)।।
ও ভাই নামের এমনি বল, প্রাণ করে শীতল,
হয় কি না হয় ডেকে দেখ সত্য কিবা ছল,
ওরে নামের বলে ত'রে গেছে,
কত মহাপাপী শুনতে পাই (আমাদের মত)।।
রামকৃষ্ণ গুণধাম, তোমার পতিত-পাবন নাম,
মোরা ভজনবিহীন, দীন অভাজন, হ'য়ো নাকো বাম,
দাও নামে রতি, পদে মতি, অন্য ধনরত্ন নাহি চাই
(নাথ তোমা বিনে)।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

পিলু-বারোয়াঁ—একতাল

বঙ্গ-হৃদয়-গোমুখী হইতে করুণা-গঙ্গা বহিয়া যায়,
এস ছুটে এস কে আছ মানব শুষ্ক-কণ্ঠ পিপাসায়।।
ব্যর্থ-বাসনা-অনল-দাহন, সহিলে কত না জনম মরণ,
আলেয়ার সাথে ছুটিতে ছুটিতে শ্রমজ-সলিল-সিক্ত কায়;
স্নিগ্ধ সলিলে বারেক ডুবিলে সকল জ্বালা জুড়াবে তায়।।
জাহ্নবী তীরে তৃষ্ণা-কাতর, অন্ধ যে জন খোঁজে সরোবর,
রামকৃষ্ণ-পূত-গঙ্গা ব্রহ্মানন্দ-সাগরে ধায়,
হোক অবসান ব্যর্থ-প্রয়াণ, এস ছুটে এস ধরি গো পায়।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

বাউল—একতাল

এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে,
(তাঁর) বিবেক-বৈরাগ্য-ঝুলি দুই কাঁধে সদা ঝুলে।।
শ্রীবদনে মা মা বাণী পড়ি গঙ্গা সলিলে,
(বলে) ব্রহ্মময়ী, গেল মা দিন দেখা ত নাহি দিলে।।
নাস্তিক অজ্ঞানী নরে সরল কথায় শিখালে,
যেই কালী সেই কৃষ্ণ, নাম ভেদ এক মূলে।।
একোয়া, ওয়াটার, পানি, বারি—নাম দেয় জলে,
আল্লা, গড্, ঈশা, মুশা, কালী—নাম ভেদে বলে।।
দীন, ধনী, মানী, জ্ঞানী বিচার নাই জাতি কুলে,
আপন-হারা পাগল-পারা সরলে নেহারিলে।।
দু'বাহু তুলিয়ে ডাকে, আয়রে তোরা আয় চলে,
তো্দের তরে কৃপা করে বসে আছি বিরলে;
যতন করি পারের তরী বেঁধেছি ভবের কূলে।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ভৈরবী—একতাল

মলয় সমীরে ভেসে আসে কি মধুর গীতি-লহরী।
চল দেখে আসি উজলিছে দিশি কোটি-শশী-রূপমাধুরী।।
তপ-ক্ষীণকায়, ক্ষুদিরাম হায়, সাধনা করি কঠোর,
কোন্ দেবতায় আনিলা ধরায় নন্দন-বন-বিহারী।।
পাপ-তাপ-ভরা, এ মলিন ধরা স্বার্থ-কলুষময়,
এই মরুভূমে বুঝি এল নেমে সিঞ্চিতে প্রেমবারি।।
কে আছ অলস, হৃদয় নীরস স্বার্থ-মোহেতে ভুলিয়া,
(আজি) প্রেমের দীক্ষা, ত্যাগের শিক্ষা, লহ আপনা পাসরি।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ঝিঁঝিট—একতাল

দিবা বিভাবরী ডাক প্রাণ ভরি, 'জয় রামকৃষ্ণ' ব'লে,
পাপতাপ যাবে, প্রাণ জুড়াইবে নামেরি মহিমা বলে।।
তরু-পত্র-প্রান্তে লম্বিত নীহার জান কি পতনে কি বিলম্ব তার,
পদ্মপত্রে জল, জীবন চঞ্চল, কেমনে রয়েছ ভুলে।।
উঠ উঠ ভাই থেক না অলসে, দেখ নাম রসে ধরা যায় ভেসে,
গায় দেশ-বিদেশে 'রামকৃষ্ণ' নাম প্রেমের লহরী তুলে।।
সে নামে থাকে না ভবেরি বন্ধন, ঘুচে যায় মায়া কামিনী-কাঞ্চন,
হয় মৃত্যুঞ্জয়, সদানন্দে রয়, প্রেমানন্দে পড়ে ঢলে।।
আহা মরি হেন 'রামকৃষ্ণ' নাম, নাহি তাহে রুচি
বিধি মোরে বাম,
তুমি গুণধাম হ'য়ো নাক বাম, স্থান দাও পদতলে।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

বাউল—একতাল

কে তুমি এলে এবার, প্রেমিক উদাসীর ভানে
তোমার যমুনা সরযূ কোথা লীলা গঙ্গা-পুলিনে।
গঙ্গাতীরে কাতর স্বরে মা মা বলে বদনে,
(এমন) ব্যাকুলতা মায়ের তরে, কেউ কখনো দেখিনে।।
'টাকা মাটি, মাটি টাকা' নূতন সাধন গোপনে,
(তোমার) অপূর্ব সন্ন্যাস-লীলা নরদেহ ধারণে।।
দীনের বেশে আশে পাশে, খুঁজছে যত দীন জনে,
জীবের তরে ঝর্‌ছে নয়ন, বসে আছ আনমনে।।
তুমি কি চরাতে ধেনু রাখালদল সনে,
যমুনা নাচিত কিহে, তোমার বেণু রব শুনে?
তুমি কি হে বুদ্ধরূপী, পশুবধ-দমনে,
(ছেড়ে) সুখের বাসা সকল আশা, নিয়েছ ডোর-কৌপীনে?
তুমি কি সন্ন্যাসী-গোরা মাতোয়ারা নাম গানে,
ডুবালে তরালে নদে রাধা-প্রেম-বিতরণে?
যে হও তুমি দয়ার খনি, স্থান দিও ঐ চরণে;
(তব) পদ-ভেলা ভাসিয়ে ভবে, পার হয়ে যাই তুফানে।।
(জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলে)।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

কৌমুদী-খাম্বাজ—একতাল

রামকৃষ্ণ-চরণ-সরোজে মজরে মন-মধুপ মোর।
কন্টকে আবৃত বিষয়-কেতকী থেকো না থেকো না তাহে বিভোর।।
জনম-মরণ-বিষম-ব্যাধি নিরবধি কত সহিবে আর।
প্রেম-পীযূষ পিয়রে শ্রীপদে ভবেরি যাতনা রবে না তোর।।

ধর্মাধর্ম-সুখদুঃখ-শান্তিজ্বালা-দ্বন্দ্বখেলা মাঝে নাহি নিস্তার,
জ্ঞান-কৃপাণে পরম যতনে কাটরে কাটরে করম ডোর;
'রামকৃষ্ণ' নাম বলরে বদনে মোহেরি যামিনী হইবে ভোর।
দুঃস্বপন-জ্বালা রবে না রবে না ছুটে যাবে তোর ঘুমেরি ঘোর।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

(বাউল) ঝিঁঝিট-বাহার—একতাল

উথ্‌লেছে প্রেম-পারাবার।
(তোরা) আয় না ছুটে ভবের মুটে, ভাসিয়ে দে না মাথার ভার।।
যার লেগেছে বোঝা, তার হ'য়েছে সোজা,
বোঝাবুঝির বুঁচ্‌কি ফেলে মারছে সে মজা,
(তুই) রইলি বসে বোঝার আশে, করবি শেষে হাহাকার।।
প্রেম-সাগরে ভাসিয়ে দে না গা,—
যাবি ভেসে এমন দেশে যার পাশে নাই গাঁ,
(ওরে) চন্দ্র সূর্য ধ্বংস হলেও হয় না সেথা অন্ধকার (বোকা)।।
সেথায় সবই উল্টা ঢং, সেথায় সবই উল্টা ঢং,
হেথায় কাল সেথায় সাদা বুঝবি কি ভাই রং,
(ও তোর) কার্যকারণ, সব অকারণ, নাই তথায় তার অধিকার।।
গুরুদাস কেঁদে বলে তাই, আর বিচারে কাজ নাই;
বোঝাবুঝি অনেক হল (এখন) সোজায় চল ভাই;
'রামকৃষ্ণ' আমার প্রেমের পাথার,
ডুবলে হবি ভবপার (বোকা)।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।।

নায়েকী কানাড়া—একতাল

আপনি করিলে আপনার পূজা আপনার স্তুতি গান।
ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর তুমি হে আমার প্রাণ।।
কেহ বলে তুমি সাধক-প্রধান, কেহ দেয় তোমায় দেবতার মান,
(আমি) গৌরব সব ত্যজিয়ে দিয়েছি হৃদয়ে আসন দান।।
যবে মনে পড়ে করুণার ছবি, পরদুখে ম্রিয়মাণ,
পর পাপ বহি রোগজ্বালা সহি, তাপিতে করিলে ত্রাণ।
দেব কি মানব পরিচয়ে আজ, হেন প্রেমিকের বল কিবা কাজ
শুধু মনে হয় রাতুল চরণে করিতে জীবন দান।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরবী—দাদরা

আজি প্রেমানন্দে মন রে গাহ রামকৃষ্ণ নাম।
গাহ রামকৃষ্ণ নাম জপ রামকৃষ্ণ নাম
নাম-সুধা পানে রহ মত্ত অবিরাম।।
কামারপুকুর হ'ল পুণ্য ব্রজধাম
সখাগণ লয়ে খেলে লীলা অভিরাম
(যেন) মানস-মুকুরে ভাসে সে ছবি সুঠাম।।
নমো নমো চন্দ্রাদেবী নমো ক্ষুদিরাম
কৃপাময়ী মা জননী লহ গো প্রণাম।
জয়রামবাটীর মাটি চন্দন সমান
আমার মা জননীর জন্মভূমি মহাতীর্থস্থান
মায়ের চরণে শরণ নিলে পূরে মনস্কাম।।

—প্রমথনাথ গাঙ্গুলী

মিশ্র—একতাল

পরম গুরু সিদ্ধ যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার।
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার।।
জাগালে ভারত শ্মশান তীরে, অশিব-নাশিনী মহাকালীরে;
মাতৃনামের অমৃতনীরে ভাসালে নিজ ভারত আবার।।
সত্যযুগের পুণ্যস্মৃতি, আনিলে কলিতে তুমি তাপস,
পাঠালে ভারত দেশে দেশে ঋষি-পুণ্য-তীর্থ-বারি-কলস।
মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়, পূজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায়,
তব নাম মাখা প্রেম নিকেতনে ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার।।

—নজরুল ইসলাম

কাফি-সিন্ধু—কাহারবা

নয়নাভিরাম মোর নয়নাভিরাম
এস রামকৃষ্ণ মোর নয়নাভিরাম।
এস যশোদা দুলাল তুমি রঘুপতি রাম।।
দক্ষিণেশ্বরে তব লীলা কিবা মনোহর
কভু শ্যামা রূপ ধর কভু সাজ শঙ্কর
শ্রীরাধার ভাবে কভু কাঁদে তব অন্তর
ধূলায় লুটায়ে বল কোথা নব ঘনশ্যাম।
পঞ্চবটীর মূলে জাহ্নবী কিনারায়
যেচে প্রেম বিলাইতে ডাক 'ওরে আয় আয়'।
ভকত-কুসুম যত আনিলে আপন সাথ
নন্দন কাননের সুন্দর পারিজাত
সে কুসুমে ভরি সাজি আপনি পূজারী সাজি'
করিলে আপন পূজা ধরি মুখে নিজ নাম।।

—প্রমথনাথ গাঙ্গুলী

ছায়ানট— একতাল

অযুত কণ্ঠে বন্দনা-গীতি ভুবন ভরিয়া উঠিছে।
(তব) অমিয় বারতা দেশ দেশান্তরে, হৃদয়ে হৃদয়ে পশিছে।।
বঙ্গ-হৃদয়-সরসী-সলিলে চারু শতদল ফুটিছে।
বিশ্ব-মানব বিস্ময়ে হেরি রূপে সৌরভে মাতিছে।।
প্রেমের ভূপতি! পতাকা তোমার বিজয়-গরবে ভাতিছে।
ভেদ বিবাদের চির অবসান, হেন আশা মনে জাগিছে।।
ক্ষীণ কণ্ঠ তুলি হীন এ বীণায় 'রামকৃষ্ণ' নাম গাহিছে।
প্রেম রাজ্যে তব দিও তারে স্থান, হেন চিরদাস মাগিছে।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ইমন-কল্যাণ — দাদরা

রামকৃষ্ণের বেদীতলে মোরা মিলিয়াছি এক প্রাণ।
পরা অপরা বিদ্যা সাধিয়া লভিব দিব্যজ্ঞান।।
শৌর্য্যে করিয়া অঙ্গভূষণ সত্যের তরে ধরিব জীবন,
সর্বশক্তি আছে অন্তরে জানিয়াছি সন্ধান।।
'ত্যাগ ও সেবা'র সাধনা সহায়ে মানুষ হইব মোরা,
তা-ই যে মোদের জাতির সাধনা সেই সনাতন ধারা।
বিবেকের সেনা আমরা সবাই, উন্নত শির মোদের সদাই,
উচ্চকণ্ঠে মোরা গেয়ে যাই মহামিলনের গান,
বিবেকের জয়গান;
গাহি আনন্দে 'জয় মহামায়ী' জয় জয় ভগবান,
জয় জয় ভগবান, জয় জয় ভগবান।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বাউল—দাদরা

এসেছে আজ প্রাণের ঠাকুর দেখবি যদি চলে আয়।
পাষাণ গলে তাঁর নামেতে প্রেমে ভুবন ভেসে যায়।।
মরি কি রূপ মাধুরী, মেটেনা সাধ যতই হেরি (গো)।
মনে লয় তায় হৃদে ধরি, পরাণ সঁপি রাঙা পায়।।
সদাই যেন আপন হারা, 'মা' নামেতে মাতোয়ারা (রে)।
হাসে কাঁদে পাগল পারা, ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়।।
মোদের তরে মায়ের কাছে কাতরে করুণা যাচে।
এমন আপন আর কে আছে, আপামরে প্রেম বিলায়।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বেহাগ-খাম্বাজ—একতাল

(আজি) কোকিল-কূজনে, মলয় পবনে, শিহরি' উঠিছে প্রাণ।
(যেন) বিস্মৃত কতক স্বপনেতে শ্রুত, মনে জাগে শত তান।।
দেববালা যত হাত ধরাধরি, নাচিছে গাহিছে ধরা আলো করি,
ঘেরিয়া শিশুরে ক্ষুদিরাম ঘরে-নিরখি চাঁদ বয়ান।।
চাঁদে গড়া তনু প্রেমেরি নয়ন, চন্দ্রামণি কোলে কে শিশু-রতন,
বারেকের তরে এস হৃদি পরে, জুড়াই তাপিত প্রাণ।
হেরি হাসি রাশি ব্যাকুল হৃদয়, বুক চিরে রাখি মনে সাধ হয়,
(পাছে) মর-জগতের মলা-মাটি লাগি' ও হাসি হইবে ম্লান।।
কোটি জনমের যত অশ্রুপাত, সফল করিতে এসেছে কি নাথ?
ভেদ ভুলাইতে প্রেম বিলাইতে জগতে করিতে ত্রাণ,
(যত) দ্বেষ দ্বন্দ্ব মোহবন্ধ হোক চির-অবসান।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

বাহার—কাওয়ালী

তুমি আসিলে তুমি আসিলে হে নাথ, পতিত কাঙ্গালে তারিতে,
শত অপমানে ম্রিয়মান জনে আশার বারতা শুনাতে।।
বিগত-শান্তি-বেদনাদগ্ধ, হেরি জীবকুল দুরাশা মুগ্ধ;
মধুর চরিতে মোহিলে এ চিতে, যেচে দিলে প্রেম-অমৃতে।।
প্রেমের সাগর তুমি প্রভু মোর, মানবের দুঃখ হেরিয়া,
কঠোর সাধনে শীর্ণ শরীর, সুরধুনী-তীরে বসিয়া;
জীব-পাপ-ভার বহি প্রাণপণে, কত রোগ-জ্বালা সহিলে আপনে?
হায়! প্রভু তবু এখনো গেল না দ্বেষ, ভেদ, পাপ জগতে।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ইমন-কল্যাণ—একতাল

ত্রেতাতারী রাম, দ্বাপরের শ্যাম, রামকৃষ্ণ দোঁহে একাধারে,
গৌতমের প্রাণ শঙ্করের জ্ঞান, লয়ে অবতীর্ণ ধরা পরে।।
রামানুজ, গোরা, এক প্রেমে জোড়া, কবীর, নানক এক ডোরে,
যত অবতার সমষ্টি সবার, রামকৃষ্ণ রূপে এইবারে।।
'যত মত তত পথ', সব একমত, রামকৃষ্ণ কয় ভাবভরে,
ইষ্ট আপনার, ইষ্ট সবাকার, ভিন্ন রূপে ভক্ত এক হেরে।।
মহা অবতার রামকৃষ্ণ রায়, নরদেহ ধরি মধুর লীলায়,
জগতের সব ধরম মাতায়, দেখে বুঝ ভারত অন্তরে।।

—স্বামী সুন্দরানন্দ

বাউল

পাখী তুই ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে।
ও তোর, বৃথা উড়া নড়া চড়া কূল পাবি'নে অকূলে।।
(ও) তুই যেদিক যাবি দেখতে পাবি জলে জলাকার।
(ও তার) নাহি অন্ত দিগ্‌দিগন্ত অপার পাথার।
(ও তার) ধরবে ডানা ঘোর যাতনা পড়বি মহা মুস্কিলে।।
(ও সে) অনন্ত অনন্ত ভাবে অন্ত কে করে,
প্রধান গ্রন্থ বের্দ বেদান্ত গেল চুপ মেরে;
পুরাণেরা দিশেহারা সার কৈল নাম শেষকালে।।
এদিকে অবিদ্যা মায়া পিশাচী করাল,
পাতিয়াছে মন মোহিনী রূপ রসাদির জাল।
পাখী তুই পড়বি ফাঁদে মরবি কেঁদে প্রাণ হারাবি বেহালে।।
(ঐ মাস্তুল ছেড়ে চলে এলে)।।

—অক্ষয়কুমার সেন

শ্রীসারদেশ্বরী-বন্দনা

শ্রীসারদাদেবী স্তোত্রম্

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং, নররূপধরাং জনতাপহরাং।
শরণাগত-সেবকতোষকরীং, প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্।। ১

গুণহীন-সুতানপরাধযুতান্, কৃপয়াঽদ্য সমুদ্ধর মোহগতান্।
তরণীং ভবসাগরপারকরীং, প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্।। ২

বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা, চরণাম্বুরুহামৃতশান্তিসুধাং।
পিব ভৃঙ্গমনোভবরোগহরাং, প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্।। ৩

কৃপাং কুরু মহাদেবী সুতেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে।। ৪

পরমাপ্রকৃতি যিনি অভয়া ও বরদা, নরদেহে অবতীর্ণা, যিনি জীবদুঃখহারিণী এবং শরণাগত সেবকের যিনি আনন্দ-বিধায়িনী, সেই সর্বারাধ্যা জগজ্জননীকে প্রণাম করি। ১

অপরাধী, মোহগ্রস্ত, গুণহীন সন্তানদিগকে আজ তুমি কৃপা করিয়া উদ্ধার কর; ভবসাগর পারের তরণীস্বরূপিণী সর্বারাধ্যা জগজ্জননীকে প্রণাম করি। ২

ওহে মনভ্রমর, তুমি বিষয়কুসুম ত্যাগ করিয়া মায়ের চরণকমলের মধুরূপ, ভবরোগনাশক শান্তিসুধা সদাই পান কর; সর্বারাধ্যা জননীকে প্রণাম করি। ৩

হে মহাদেবি, চরণে আশ্রয় দান করিয়া প্রণত সন্তানদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ কর; হে কৃপাময়ি, তোমায় নমস্কার। ৪

লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে।। ৫

রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।। ৬

পবিত্রং চরিতং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা।
পবিত্রতাস্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ কুর্মো নমোনমঃ।। ৭

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীং।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং, দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্।। ৮

স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং, দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্ স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্।। ৯

হে সারদে, তুমি লজ্জারূপ বস্ত্রে সর্বদাই আবৃতা, তুমি জ্ঞানদায়িনী; পাপরাশি হইতে সর্বসময়ে আমাদিগকে রক্ষা কর। কৃপাময়ি, তোমায় নমস্কার। ৫

যিনি রামকৃষ্ণগতপ্রাণ, যিনি রামকৃষ্ণ নাম শ্রবণে আহ্লাদিতা হন এবং তাঁহারই ভাবরাশিতে যাঁহার দেহমন রঞ্জিত, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ৬

যাঁহার স্বভাব পবিত্র, এবং জীবনও তদনুরূপ পবিত্র, সেই পবিত্রতাস্বরূপিণীকে বারংবার প্রণাম করি। ৭

সেই আনন্দময়ী, শরণাগতের বিপদনাশিনী, যোগীন্দ্রপূজ্যা, যুগধর্মপালিকা, ভক্তি-বিজ্ঞানপ্রদায়িনী কৃপারূপিণী সারদাদেবীকে সর্বদা প্রণাম জানাই। ৮

বড়ই বিচিত্র যে তুমি স্নেহের দ্বারা আমাদের মন আবদ্ধ কর, আমাদের অশেষ দোষরাশিকে গুণময় কর এবং দোষযুক্ত আমাদিগকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া অহেতুক কৃপা কর। ৯

প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে, নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে, বিষিঞ্চ্য চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্।। ১০

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।। ১১

—স্বামী অভেদানন্দ

মা, সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্না হও; সন্তানগণের প্রতি নিত্য স্নেহশীলা হও, চিরদগ্ধচিত্তে একবিন্দু স্নেহ সিঞ্চন করিয়া আমাদিগকে প্রশান্ত কর। ১০

জননী সারদাদেবী ও জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণের চরণকমলে আশ্রয় লইয়া তাঁহাদিগকে বারংবার প্রণাম করি। ১১

সারদাস্তবঃ

অনন্তরূপিনি অনন্তগুণবতি
অনন্তনাম্নি গিরিজে মা।
শিবহৃন্মোহিনি বিশ্ববিলাসিনি
রামকৃষ্ণ জয়-দায়িনি মা।।
জগজ্জননি ত্রিলোকপালিনি
বিশ্বসুবাসিনি শুভদে মা।
দুর্গতিনাশিনি সন্মতিদায়িনি
ভোগ-মোক্ষ-সুখকারিণি মা।।
পরমে পার্বতি সুন্দরি ভগবতি
দুর্গে ভামতি ত্বং মে মা।
প্রসীদ মাতঃ নগেন্দ্র নন্দিনি
চিরসুখদায়িনি জয়দে মা।।

ভৈরবী—তেওরা

ধরণীর ভার হরিতে আবার এলে মা আদ্যাশকতি,
নিখিল-মাতৃ-হৃদয়-সাগর-মন্থন-সুধা-মূরতি।।
নিবিড় কাননে বন-ফলাশনে ভূশয়নে নিশি যাপনা,
নিশাচর-দেশে বসি কারাবাসে সহিলে মরণ-বেদনা।।
অমল চরিতা নির্বাসিতা তুমি মা জনক-দুহিতা,
সন্তান তরে মায়া তনু ধ'রে আসিলে বিশ্ব-প্রসূতি।।
গোপনন্দিনী শ্রীরাধারূপিণী কুলমান-তেয়াগিনী,
সঁপি প্রাণ-মন জীবন-যৌবন কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী।
বিরহ-অনলে আপনা দহিলে ভূতলে জীব-মঙ্গলে,
মানব-হৃদয় করি মধুময় বিতরি শুদ্ধা ভকতি।।
ব্রাহ্মণ-সুতা জপে তপে রতা রামকৃষ্ণ পূজিতা,
পাপী-তাপী জনে কৃপা বিতরণে সারদে সদা সম্মতা।
লাজ কুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা করুণা-রসমণ্ডিতা,
(তব) সন্তান কোটি হের ভূমে লুটি জানায় চরণে প্রণতি।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

মিশ্র খাম্বাজ—একতাল

বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো, পৃথিবীর এই মাটিতে, জয়রামবাটীতে।
গ্রামখানি যে ধন্য হোল, মায়ের চরণ ধূলিতে, জয়রামবাটীতে।
বারোশো ষাট আটই পৌষ মায়ের আবির্ভাব
মা এলো রে দূর করিতে ত্রিতাপ শোকতাপ,
দুঃখীর ঘরে জন্ম নিল, ভক্তজন তরাতে, জয়রামবাটীতে।।

পতি পেল জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ নাম
চরণে শরণে যাঁর মেলে পরম ধাম।
রামচন্দ্র পিতা মায়ের শ্যামাদেবী মাতা
আমোদরের তীরে এলো জগতের মাতা
মহামায়া জন্ম নিল, ভক্তি প্রেম বিলাতে, জয়রামবাটীতে।।

—অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৈরবী—ত্রিতাল

বিদ্যা বিতরিতে এলোরে সারদা জ্ঞানদায়িনী।
রূপ আবরি নারীদেহ ধরি এলোরে করুণারূপিণী।।
ধরে না বীণা শ্রীকরে এবার, বীণাবিনিন্দিত বাণী তাঁহার,
বেদবেদান্ত শ্রীবদনে তাঁর।
বিশ্বজনের জীবন-বীণা বাজাল এবার বিরামহীনা
ঝঙ্কারে নিখিলে 'জয় জয় মা'
মানস-শতদল-বাসিনী।।

ভৈরবী—একতাল

বিশ্বজননী সেজে ভিখারিণী জগতে তারিতে এলে মা আবার।
আদ্যা শকতি, দৈন্য-মূরতি, হেরিয়ে চিনিবে হেন সাধ্য কার।।
করুণায় গড়া চিন্ময়ী তনু পদনখে পড়ে শত শশী ভানু,
আঁখি-পঙ্কজে সতত বিরাজে মুনি-মন-লোভা স্নেহের পাথার।।
ভকতের তরে দেহে মন রাখা, দিবানিশি তাই শত কাজে থাকা।
নাহিক বিরাম ভাব অবিরাম, কেমনে করিবে তাপিতে উদ্ধার।।
এত যদি মাগো করুণা এবার, এ দীন সন্তানে কাঁদায়োনা আর।
খুলে দাও দ্বার ভব-কারাগার, মিশে যাক প্রাণ শ্রীপদে তোমার।।

ভৈরবী—তেওরা

আদ্যাশকতি মাতৃ-মূরতি সর্ব অবতার-জননী।
লীলাতে আবার তুমি নাকি সাজ যুগ অবতার-সঙ্গিনী।।
ত্রেতাযুগে তুমি সাজিয়াছ সীতা
দ্বাপরে আবার সেজেছ মা রাধা
এবারে সবার স্নেহময়ী মাতা সারদেশ্বরী-রূপিণী।।
তুমি 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী' সর্বকল্যাণ-কারিণী
তোমার মাতৃ-স্নেহ-সুরধুনী ভাসাল বিশাল ধরণী।
সর্বমঙ্গলা জননী আমার
হৃদয়ে কমলে প্রকাশ এবার
দেবতা-বাঞ্ছিত শ্রীপদ তোমার নেহারি আঁখ ভরি'
দিবস যামিনী।।

ভৈরবী—একতাল

করুণা-পাথার জননী আমার এলে মা করুণা করিতে।
তাপিতের তরে নরদেহ ধরে অশেষ যাতনা সহিতে।।
ত্রিদিব ত্যজিয়া এ ধরায় আসা, সন্তান তরে কত কাঁদাহাসা।
অহেতুক তব এই ভালবাসা, পারি কিগো মোরা বুঝিতে।।
শত জনমের যত পাপ হায়, দিয়াছি ঢালিয়া ঐ রাঙ্গা পায়,
সকলি তো তুমি সহিলে হেলায়, কোল দিতে কত তাপিতে।
ভকতি-বিহীন হৃদয় আমার, কেমনে পূজিব শ্রীপদ তোমার,
নয়ন ভরিয়া দাও প্রেমধার, পদপঙ্কজ ধোয়াতে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বেহাগ-একতাল

পোহাল দুখ রজনী।
গেছে "আমি আমি" ঘোর কুস্বপন, নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ,
হের জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী।।
বরাভয়-করা দিতেছে অভয়,
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়
বাজাও দুন্দুভি, শমন-বিজয়, মার নামে পূর্ণ অবনী।।
কহিছে জননী "কেঁদো না, রামকৃষ্ণ পদ দেখ না।
নাহিক ভাবনা রবে না যাতনা"।
হের মম পাশে করুণায় দুটি আঁখি ভাসে,
ভুবন-তারণ গুণমণি।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ভৈরবী—একতাল

রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর অবাক হয়েছি
হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি।
এতকাল রইলাম কাছে, ফিরলাম পাছে পাছে,
কিছু বুঝতে না পেরে এখন হার মেনেছি।
বিচিত্র তাঁর ভাবের খেলা, ভাঙ্গেন গড়েন দুই বেলা
ঠিক যেন ছেলেখেলা-বুঝতে পেরেছি।।

ইমন-খাম্বাজ-দাদ্‌রা

এলো তোর দুষ্ট ছেলে, তুষ্ট করে নে মা কোলে।
যাব আর কার কাছে মা, বাবা নিদয় গেছেন ফেলে।।
শুনিনি তোমার কথা, বেড়াই খেলে হেথা সেথা,
তাই কি গো মা কও না কথা, পেয়ে ব্যথা হৃদ্‌কমলে।।
তুমি যদি এমন হবে ছেলের কি উপায় তবে,
নামে কলঙ্ক রবে, মরব কেঁদে মা মা বলে।।
সুপুত্রে কুপুত্রে মাতা, প্রসবে পায় সমান ব্যথা,
একি মা দারুণ কথা—নাই ব্যথা কুপুত্র বলে।।
যা হবার হবে রে ভাই, মা বলে ডাকি সবাই,
দেখি মা কেমন ক'রে থাকতে পারে ছেলে ভুলে।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

বাউল—আড়খেম্‌টা

মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই।
ভবের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই।।
মা যে জগত্তারিণী, ভব-ভয় হারিণী,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্বদায়িনী।
(আবার) না চাহিতে সকল দিয়ে সন্তানের মন ভুলায়।।
ওরে কে আছিস কোথায়, সবে আয়রে ছুটে আয়;
এমন সুদিন পেয়ে রে ভাই হারাসনে হেলায়।
(শুধু) জয় মা ব'লে দাঁড়ারে
তুই দেখবি দুখের নামটি নাই।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

জয়জয়ন্তী — কাওয়ালী

সারদা রামকৃষ্ণ নামের বান ডেকেছে রে ভাই,
বিশ্বভুবন ভেসে গেল, আহা বলিহারি যাই।
যুগের হাওয়া লাগলো পালে, জীবনতরী দেনা খুলে,
সারদা রামকৃষ্ণ বলে হেসে খেলে চলে যাই।
(মা মা মা বলে মায়ের কোলে চলে যাই)।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ইমন-কল্যাণ—খেম্‌টা

আমরা মায়ের ছেলে, আমরা মায়ের ছেলে।
আমরা কি কম, আসুক না যম জিনব অবহেলে।।
পথের পরে বিপদ পেলে দলতে পারি পদতলে,
(মোদের) হুঙ্কারেতে সাগর শুকায় পাহাড় পড়ে ঢলে।।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, মায়ের কথায় ঘুরছে তারা,
এমন মায়ের ছেলে মোরা দুর্বল কে বলে।।
মোদের আবার পাপ কোথায়, স্বর্গ নরক কে বল চায়,
কাজ ফুরালে সন্ধ্যাবেলায় মা করিবে কোলে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

গৌড় সারঙ্গ —ত্রিতাল

জয় জয় জননী জয় শ্রীসারদামণি করুণারূপিণী জয় মা।
আদ্যা শকতি পরমা প্রকৃতি অশরণ-গতি তুমি মা।।
জয় জগতারিণী ভবভয়-হারিণী দুর্গতি নিবারিণী মা।
সিদ্ধি-প্রদায়িণী, মুক্তি-বিধায়িণী জীব-গতিদায়িণী মা।।
নিখিল জগতমাতা জীবকল্যাণরতা, লজ্জাপটাবৃতা মা।
দুর্জ্জন-সজ্জন সন্তান অগণন পালনকারিণী মা।।
জয় সারদেশ্বরী সীতারাধামাতামেরী যশোধরা বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যুগদেব-বন্দিতা সুরনর-সেবিতা নমো নারায়ণি মা।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কালেংড়া—তিনতাল

মঙ্গলমূরতি মঙ্গলা আসিল ভুবন ভরিল সুখে।
দুখনিশা কাটিল সুখরবি হাসিল উৎসব ধরণীবুকে।।
অমঙ্গল যত হলো আজি অবসান, মঙ্গলমন্ত্রে জাগিল অবশ প্রাণ,
মঙ্গলশঙ্খ মঙ্গল করে গান, অন্তর নাচে পুলকে।।
মঙ্গল বরষিল মঙ্গলা মা আমার, হৃদি শতদলে আসন কররে তাঁর,
পাদ্য-অর্ঘ্য দাও পদে উপহার, বন্দনা কররে মাকে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

দরবারী-কানাড়া—ঝাঁপতাল

সবারি মা হয়ে আজি, কে তুমি ধরাতে এলে।
সবারি দুঃখেতে সদা, ভাসিছ নয়ন জলে।।
দেশ জাতি ভেদ নাই, শ্রীপদে সবারি ঠাঁই,
পাপী তাপী সবে তুমি, 'বাছা' বলে কর কোলে।।
সব দেশসব জাতি, 'মা' নামে উঠিছে মাতি,
তোমারে করি' প্রণতি, সব দুখ যায় ভুলে।
'মা' নাম শিখাতে সবে, মা হয়ে এসেছ ভবে,
মোরেও শিখাও তবে, আমি যে তোমারি ছেলে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—দাদরা

মা আমাদের মানুষ কর, এ মিনতি তোমার পায়।
তোমার ছেলে হয়ে যেন দিন কাটে না ধুলো খেলায়।।
মিথ্যা যতই মোহন বেশে, মন ভুলাতে আসুক হেসে।
আমরা যেন অচল থাকি তোমারি চরণ সেবায়।।
তুমি মোদের প্রাণের প্রাণ তুমি মোদের ধ্যান জ্ঞান।
তোমার তরে গেয়ে গান যেন মোদের জীবন যায়।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

শ্রীবিবেকানন্দ-বন্দনা

বিবেকানন্দপঞ্চকম্

অনিত্যদৃশ্যেষু বিবিচ্য নিত্যং তস্মিন্ সমাধত্ত ইহ স্ম লীলয়া।
বিবেকবৈরাগ্যবিশুদ্ধচিত্তং যোঽসৌ বিবেকী তমহং নমামি।। ১
বিবেকজানন্দনিমগ্নচিত্তং বিবেকদানৈকবিনোদশীলম্।
বিবেকভাসা কমনীয়কান্তিং বিবেকিনং তং সততং নমামি।। ২
ঋতঞ্চ বিজ্ঞানমধিশ্রয়ৎ যৎ নিরন্তরং চাদিমধ্যান্তহীনম্।
সুখং সুরূপং প্রকরোতি যস্য আনন্দমূর্তিং তমহং নমামি।। ৩
সূর্যো যথান্ধং হি তমো নিহন্তি বিষ্ণুর্যথা দুষ্টজনান্ ছিনত্তি।
তথৈব যস্যাখিলনেত্রলোভং রূপং ত্রিতাপং বিমুখীকরোতি।। ৪

এই জগতে অনিত্য বস্তুরাজি হইতে নিত্যবস্তুকে পৃথক করিয়া যে বিবেকী লীলাচ্ছলে সেই নিত্যবস্তুতে বিবেক ও বৈরাগ্যপ্রভাবে পবিত্র চিত্তকে সমাহিত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। ১

বিবেকসম্ভূত আনন্দে যাঁহার চিত্ত নিমগ্ন, যিনি বিবেকদানেই আনন্দিত, বিবেকজ্যোতিতে যিনি রমণীয়রূপশালী, সেই বিবেকীকে আমি সর্বদা নমস্কার করি। ২

যাঁহার স্বরূপ সত্য ও বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া নিরবকাশ নিত্য সুখ প্রদান করে, সেই আনন্দস্বরূপ মূর্তিধারীকে আমি নমস্কার করি। ৩

সূর্য যেরূপ গভীর অন্ধকার নিঃশেষে নাশ করেন, বিষ্ণু যেরূপ দুর্বৃত্তদিগকে বিনাশ করেন, সেইরূপ যাঁহার নয়নাভিরাম রূপ বিশ্বজনের ত্রিতাপ বিদূরিত করে—। ৪

তং দেশিকেন্দ্রং পরমং পবিত্রং বিশ্বস্য পালং মধুরং যতীন্দ্রম্।
হিতায় নৃণাং নরমূর্তিমন্তং বিবেক-আনন্দমহং নমামি।। ৫

নরহিতার্থ অবতীর্ণ সেই আচার্যপ্রবর, পরম পবিত্র, জগৎপালক, আনন্দময়, যোগিশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দকে আমি নমস্কার করি। ৫

প্রণাম-মন্ত্রঃ

ওঁ নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দ সূরয়ে।
সচ্চিৎ সুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে।।

—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

শ্রীমান্ সন্ন্যাসিরাজ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ত্রিতাপহারী, সর্বজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দকে নমস্কার।

মূর্তমহেশ্বরস্তোত্রম্

মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বল-ভাস্করমিষ্টমমর-নরবন্দ্যম্।
বন্দে বেদতনুমুজ্ঝিত-গর্হিত-কাঞ্চন-কামিনী-বন্ধম্।। ১
কোটীভানুকরদীপ্তসিংহমহো! কটিতটকৌপীনবন্তম্,
অভীরভীঃহুঙ্কার-নাদিত-দিঙ্-মুখ-প্রচণ্ড-তাণ্ডব-নৃত্যম্।। ২

যিনি সূর্যসদৃশ প্রদীপ্ত এবং দেব ও মনুষ্যের বন্দনীয়, কাম কাঞ্চনের হীন বন্ধন যিনি ত্যাগ করিয়াছেন সেই দেবতনু মূর্তিমান মহেশ্বর আমার ইষ্ট বিবেকানন্দকে বন্দনা করি। ১

অহো! কোটী ভাস্করের কিরণে মন্ডিত সিংহসদৃশ, কটিতে কৌপীনমাত্রধারী এবং যিনি অভিঃ অভিঃ রবে দিক্সমূহ নিনাদিত করিয়া প্রচন্ড তান্ডব নৃত্য করেন—। ২

ভুক্তি-মুক্তি-কৃপা-কটাক্ষ-প্রেক্ষণমঘদল-বিদলন-দক্ষং,
বালচন্দ্রধরমিন্দুবন্দ্যমিহ নৌমি গুরুবিবেকানন্দম্।। ৩

—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

যাঁহার কৃপাকটাক্ষে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সম্ভব, যিনি পাপরাশি দলনে সমর্থ শশিকলাধারী, শিবস্বরূপ, সেই ইন্দুর আরাধ্য গুরুরূপী বিবেকানন্দকে প্রণাম। ৩

বাগেশ্রী—আড়া

স্তিমিত-চিৎ-সিন্ধুভেদি উঠিল কি জ্যোতি ঘন,
কোটী সূর্য গলাইয়ে, ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন।
মায়া-খন্ডিত অখন্ড বারি, বুঝে লীলা কেবা হেন।।
উজল বালক বেশে, অখন্ড ঘর প্রবেশে,
প্রেমঘন বাহুপাশে কাহারে করে ধারণ।।
উঠ বীর আঁখি মেলি, ছাড় ধ্যান চল চলি,
ধরণী ডুবাল বুঝি অবিদ্যা কাম কাঞ্চন।।
সুধীর ধীর পরশে, যোগী চায় সহরষে,
কন্টকিত তনুমন, নীরবে ভাসে বয়ান;
তারা জ্বলি ছায়া পথে স্পর্শে ধরা আচম্বিতে,
পুণ্যভূমি উদে আজি পুনঃ নর নারায়ণ।।

—স্বামী সারদানন্দ

খাম্বাজ—একতাল

কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ-বীণা।
মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ জগত চকিতে গাহে বন্দনা।।
ললিত ছন্দে গভীর মন্দ্রে, পশিল সে তান রন্ধ্রে রন্ধ্রে;
জাগিল সুপ্ত লুপ্ত-গৌরব ভারতবর্ষ দীনা।।
হিমাদ্রি-শিখরে জলনিধি-তীরে, প্রাচ্যে প্রতীচ্যে দিগদিগন্তরে,
বেদান্ত-মহিমা কে বল প্রচারে বর্ণিতে নারি সীমা।।
(করি) গুরুপদে মন-প্রাণ সমর্পণ, মহাযোগী-বেশ করিলে ধারণ
জ্ঞান-ভক্তি-যোগ জীব-সেবাব্রত করিলে উদ্দীপনা।।

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

আড়ানা—একতলা

কে রে পদ্ম-পলাশ-লোচন।
কে রে শারদ-ইন্দু-নিন্দিত-চারু-ভুবন-মোহন-আনন।।
শ্মশান-আলয় সন্ন্যাসী বেশ, নাহিক অন্তরে বাসনার লেশ,
নির্ভীক চিতে ভ্রম ধরণীতে, মরণ-ভীতি-বারণ।।
জ্ঞান-ঘন-তনু শুক হেন বাসি, অখণ্ড-বিলাসী তুমি ব্রহ্মঋষি,
বিষাণ বাদনে 'অভীরভীঃ' স্বনে মোহ-বন্ধন-খণ্ডন।
জড়-বিজ্ঞান-কৌরব রণে, পার্থ কি এলে বাসুদেব সনে,
রাম-গত-প্রাণ বীর হনুমান লবণাম্বুধি-লঙঘন।
জ্ঞান-প্রেম-কর্ম ত্রিশূল ধারী, নররূপ ধরি এলে ত্রিপুরারি,
প্রেমরস পানে হরিগুণ গানে নারদ বীণা-বাদন।।
শরণাগত চরণে তোমার 'বিবেকানন্দ' বীর অবতার,
কিবা পরিচয়, রামকৃষ্ণ-ময় মম মানস রঞ্জন।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরবী—ঠুংরী

এস ভুবনপাবন-নারায়ণ।
এস আর্ত-পতিত-চিতে, শান্তি বিতরিতে, ত্রিভুবন-তারণ-কারণ।।
দ্বেষ হিংসা হেরি ঝরিত নয়নবারি,
সাম্য প্রচারিলে দেশে দেশে ঘুরি,
লাঞ্ছনা সহিলে, সাধি' শিখাইলে জীবহিতে জীবনধারণ।।
হের ঘোর তম, স্বার্থ সে নির্মম ছাইছে ভুবন কালমেঘ-সম,
শোণিতে রঞ্জিত, রোদনে পূরিত, কলুষিত ধরণী গগন।।
(এস) হৃদয়ে হৃদয়ে, অন্তরযামী হয়ে
স্বার্থবন্ধ কাট প্রেম-অসি দিয়ে,
খুলিয়ে দাও ঠুলি, হেরি নয়ন মেলি, ঘটে ঘটে সেই নিরঞ্জন।।
বিজ্ঞান-ভাস্কর, এস হে শঙ্কর, ভৈরব 'অভীঃ' রবে মোহধ্বান্ত হর,
বিবেক আনন্দ দেহ বিবেকানন্দ! নন্দিত কর ত্রিভুবন।।
—স্বামী প্রেমেশানন্দ

মালকোষ—দাদ্‌রা

ক্ষাত্রবীর্য ব্রহ্মতেজ মূর্তি ধরিয়া এল এবার।
গগনে পবনে উঠিল রে ঐ "মাভৈঃ মাভৈঃ" হুহুঙ্কার।।
আশ্বাস দিল শঙ্কিত জনে, পুলক জাগাল হতাশ জীবনে,
'উত্তিষ্ঠত' গরজি সঘনে সুপ্তি নাশিল এ বসুধার।।
'অমৃতস্য পুত্র' আমরা, মৃত্যু মোদের নাহিক আর,
কার ভয়ে তবু কেঁদে দিশেহারা উঠে দাঁড়া মিছে স্বপ্ন ছাড়।
ত্যাগ ও সেবার বিজয় কেতন, নির্ভয়ে চল বিদরি গগন,
ধন্য হইবে বিশ্বভুবন সাথে আছে সদা আশিস্ তাঁর।।
—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মালকোষ—যৎ

তারা উজ্জ্বল পশিল ধরাপর, নির্মল গগন বিকাশি।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল, বিভোর বাল সন্ন্যাসী।।
রবিকর-কর্ষিত কুজ্ঝটিকা-ঘন, আবরে দিনকর কান্তি,
মায়াবলম্বন কায়া প্রকটন, লীলা আবরণ ভ্রান্তি।।
গুরুপদ ধারণ, আত্মসমর্পণ মহাহ্রদে নদ মহাসম্মিলন,
দয়া উচ্ছ্বসিত স্রোত মহান, দুরিত-অশান্তি-বিধৌত মেদিনী,
জনমন-মার্জিত শান্তি প্রদান, সশিষ্য গুরুপদ হৃদে সাধে ধরি
গায় অকিঞ্চন গান, কৃপাকণা অভিলাষী।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ভৈরবী—একতাল

ধরম ভেদ-ভঞ্জন বন্দি জগত-বন্দন।
জ্ঞান ভকতি বিতরণে নর শরীর ধারণ।।
বিগত গেহ বন্দন, বিজিত-মীন কেতন
রূপে কাম গঞ্জন, বাণী বীণা নিন্দন।।
প্রেমমত্ত নর্তন, অভীরভীঃ গর্জন
ভূধর সাগর লঙঘন, জীব তারণ-কারণ।।
কূট-কপটী মর্দন, সজ্জন-মনোমোহন
বিশ্বমানব বন্দে তোমায় রামকৃষ্ণ-নন্দন।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

আড়ানা—দেওয়া

বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ঐ যে ডাকিছে 'আয়রে আয়'।
আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায়।।
আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে নবীন তন্ত্রে।
ভোগবাদ-জাত-দৈত্য দলিতে আপনা সঁপিতে কে যাবি আয়।।
স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-ভোগ-কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল,
নিভাতে আজিকে এই দাবানল প্রেমবারি সে যে এনেছে হায়।
এস দেব এস করুণা নিধান, লহ আজি মম তনুমনপ্রাণ,
কৃপা করি কর এ আশিস্ দান তব কাজে যেন জীবন যায়।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আড়ানা মিশ্র—তেওরা

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চীর-গৈরিক-ধারী
জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী।
যজ্ঞাহুতির হোম শিখাসম, তুমি তেজস্বী তাপস পরম।
ভারত অরিন্দম, নমো নমঃ বিশ্ব-মঠ-বিহারী।।
মদগর্বিত বল-দর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী
শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি।
নব ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ, মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ;
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি।।

—নজরুল ইসলাম

ছায়ানট—একতাল

বলগো ঠাকুর! বলনা আমারে আনিলে এ কারে সাথে তোমার
ব্রহ্মতেজোদীপ্ত আনন পুরুষসিংহ কে এ কুমার।।
বীরেশ্বর অমিতবীর্য
সুর-সেনাপতি জিনিয়া শৌর্য,
জ্ঞানে গরীয়ান, তাপস প্রধান, প্রেমে ভাসমান নয়ন তাঁর।।
ত্যাগে শুকদেব, প্রেমেতে নারদ, বুদ্ধের মত হৃদয় যাঁর,
জ্ঞানে শিবগুরু শঙ্কর সম, সে কেন লুটায় পদে তোমার?
হুঙ্কারে যাঁর কাঁপে ত্রিভুবন
সে কেন মাগিছে তোমার শরণ?
তোমারি আশিস্ করিয়া ধারণ সে কি ধরিবে ধরার ভার।।
—স্বামী চন্ডিকানন্দ

শিবরঞ্জনী—ত্রিতাল

জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর জয় জয় শ্রীবিবেকানন্দ।
ইন্দু নিভানন সুন্দর লোচন বিশ্বমানব চিরবন্দ্য।।
প্রেম ঢল ঢল কান্তি সুবিমল অধিগত বেদ-বেদান্ত।
ত্যাগ তিতিক্ষা তপস্যা উজ্জ্বল চিত্ত নিরমল শান্ত।।
কর্ম-ভক্তি-জ্ঞান ত্রিশূল ধারণ ছেদন জীবমোহ বন্ধ।
ব্রহ্ম পরায়ণ নমো নারায়ণ দেহি দেহি চরণারবিন্দ।।
—স্বামী চন্ডিকানন্দ

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে"

সুর — একতাল

যে দিন বিশ্বমানব-সভায় দাঁড়ালে হে বীর বিবেকানন্দ,
ঘোষিলে নবীন যুগের বার্তা, উঠিল জগতে উদার ছন্দ।
ত্যাগের গৈরিক প্রভায় সেদিন, ফুটিল কি এক মহান্ দৃশ্য,
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে তোমার ঢালিছে অর্ঘ্য নিখিল বিশ্ব।
মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গেল সব ধরম-দ্বন্দ্ব,
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে — ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ।।
শীর্ষে ভাতিছে বেদান্ত-কিরীট, শোভিছে অদ্বৈত-হীরক দীপ্ত,
তপোদ্ভাসিত অমল অঙ্গে, যোগের দিব্য বিভূতি বক্ষে,
প্রেম পীযূষে পূরিত হৃদয়, করুণা পদ্মপলাশ চক্ষে।
মুছে গলে আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গলে সব ধরম দ্বন্দ্ব;
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে — ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ।।
ভুবন বিজয়ী প্রতিভা আননে, কণ্ঠে 'মাভৈঃ' 'মাভৈঃ' উক্তি,
হস্তে তোমার বিবেক্-কৃপাণ, চরণে তোমার বিহরে মুক্তি।
ধর্মে বিজ্ঞানে বাঁধি একতানে, দিয়াছ খুলিয়া মানব নেত্র,
পুণ্য পরশে রচিয়া দিয়াছ, প্রাচী প্রতীচীর মিলন ক্ষেত্র।
মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গেল সব ধরম দ্বন্দ্ব;
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে — ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ।।
সুপ্ত ভারতে জাগায়ে চেতনা, দিয়াছ বীরের ধর্ম শিক্ষা,
ত্যাগের মন্ত্রে হে জগদ্গুরু, নবীন ভারতে দিয়াছ দীক্ষা,
সৃজিলে তুমি হে মূর্ত ভারত, ত্যাগীর নব আদর্শ উচ্চ,
নারায়ণ জ্ঞানে জীব সেবা লাগি, আপন মুক্তি করিতে তুচ্ছ।
মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গলে সব ধরম দ্বন্দ্ব;
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে — ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ।।

তিমির-মুক্ত সুনীল গগনে, হাসিছে আবার ধরম চন্দ্র।
নিখিল মানস-জলধি আবার, পুলকে করিছে প্রণব মন্ত্র।
স্বামীজী, তোমার মহাবীরবাণী, ভাবের গরিমা উজ্জ্বলকান্তি,
তাপক্লিষ্টা বসুধা-পরাণে, বর্ষিবে সদা পরমা শান্তি।
মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গেল সব ধরম দ্বন্দ্ব,
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে — ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ।

— কর্ণাটকুমার চৌধুরী

ইমন-কল্যাণ—একতাল

স্বদেশ বিদেশ উছলি উঠিছে তোমার নবীন তন্ত্র,
আকাশ বাতাস ধ্বনিয়া তুলিছে তোমার মোহন মন্ত্র,
নন্দিত-ধরা-মন্দির মাঝে ধর্মের স্রক গন্ধ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ।।
অরুণ কিরণ উছলি উঠিল উদিলে যে দিন বঙ্গে,
স্বরগ করিল সুরভি বৃষ্টি বরষি আশিস্ সঙ্গে
প্রেমের পুণ্য-প্রবাহে সাজিলে গৌর নিত্যানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ।।
দ্যুলোকের ছবি হেরিলে পুলকে গুরুর চরণ তলে,
আর্তের সেবা মর্ত্যে আনিলে ভাসিয়া নয়ন জলে;
বিশ্বপ্রেমের বিকশিত খনি — চিত্তে হরষানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ।।
ভূধরে সাগরে গহনে কাননে যাপিলে কত না নিশি,
তুষার হিমানী গিরিকন্দর ভ্রমিলে কত না দিশি;
অঙ্কুর পুনঃ শঙ্কর-জ্ঞান শাক্যের ত্যাগানন্দ
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ।।

জ্ঞানের গরিমা গৌরব গান ভারত-মর্মবাণী,
পাশ্চাত্য সেথা বেদান্ত গাথা শুনি বিস্ময় মানি।
স্নিগ্ধ ভাবের শক্তি মাধুরী মুগ্ধ নূতন ছন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ।।
শিকাগো সঙেঘ সঙ্গীত তব শীর্ষে উঠিল ভাসি,
শুনিল বিশ্ব, শুনিল নিঃস্ব, শুনিল প্রাসাদবাসী;
সৃজিলে "শ্রীমঠ" কুঞ্জকুটির তীর্থ মুখরানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ।।

—স্বামী অভেদানন্দ

মিশ্র—কাহারবা

আজি জাগ্রত জীবনে উদ্দাম তান নির্মল উচ্ছল প্রাণ
গাহি বিবেকানন্দের জয়গান।।

ওই হাঁকে বীর আমি তৈয়ার ঊর্ধ্বে ঝলসে খোলা তলোয়ার,
ওই আসে ধীর শান্তি অপার হৃদয়ে ধরিয়া প্রেম-পাথার।।

বলে বীর বলে ধীর আমরা সবাই বিবেকানন্দের সন্তান ভাই,
আমাদের মহাগান, আগুয়ান বলিদান
আমরা গাহি আজি জয়গান।।

শঙ্কা নাহিরে নাহি ওরে নিরানন্দ ওই
শোন ডাকিতেছে বিবেকানন্দ;
দাও দাও দাও আর ফিরে নাহি চাও
গাও গাও সত্যের জয়গান গাও
ধর্মের জয়গান গাও, কর্মের জয়গান গাও
ধাও ঊর্ধ্বে তুলিয়া রুদ্র বিষাণ।।

— শঙ্করীপ্রসাদ বসু

শিব-বন্দনা

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।। ১

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্।
বন্দে সূর্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্।। ২

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুন্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি
সোঽয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা।। ৩

যিনি রজতগিরিসদৃশ, যিনি সুন্দর চন্দ্রকে ভূষণরূপে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার দেহ রত্নালঙ্কার দ্বারা উজ্জ্বল, চারি হস্তে যিনি কুঠার, মৃগ, বর ও অভয় ধারণ করেন, যিনি প্রসন্ন ও পদ্মাসীন, দেবগণ যাঁহাকে চারিদিক হইতে বন্দনা করিয়া থাকেন, ব্যাঘ্রচর্মধারী, বিশ্বের আদিভূত, বিশ্বের কারণ, সর্বভয়হারী, পঞ্চবদন, ত্রিনয়ন—সেই মহেশকে নিত্য ধ্যান করিবে।১

যিনি স্বপ্রকাশ, উমাপতি, সুরগুরু ও জগৎকারণ, যিনি সর্পভূষণ, মৃগধর ও পশুপতি, যিনি চন্দ্রসূর্যবহ্নিরূপ-ত্রিনয়নধারী, যিনি বিষ্ণুপ্রিয়, ভক্তজনের আশ্রয় ও বরদাতা, সেই মঙ্গলময় শঙ্করকে বন্দনা করি।২

যে পশুপতির গাত্র ভস্মদ্বারা শুভ্র, যাঁহার হাস্য শুভ্র, যাঁহার হস্তের নরকপাল ও খট্বাঙ্গ শুভ্র, যাঁহার বৃষ ও কর্ণকুণ্ডলদ্বয় শুভ্র, যাঁহার জটা

করচরণকৃতং বাক্‌-কায়জং কর্মজং বা
শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাhপরাধম্।
বিহিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো।। ৪
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।। ৫

গঙ্গার ফেনসমূহদ্বারা শুভ্র, মস্তকে শুভ্রচন্দ্রধারী সেই সর্বশুভ্র আমায় সর্বদা পাপক্ষয় ঐশ্বর্য প্রদান করুন।৩

আমার এই জন্মে হস্তপদদ্বারা কৃত অপরাধ, বাক্যজ, শরীরজ, কর্মজ, শ্রবণজ, নয়নজ কিংবা মানস অপরাধ অথবা জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত অপরাধ সকলই তুমি ক্ষমা কর। হে করুণাসাগর শ্রীমহাদেব শম্ভু, তোমার জয় হউক, জয় হউক।৪

শিব, শান্ত ও সৃষ্টিস্থিতিলয়ের হেতুরূপীকে নমস্কার এবং তাঁহার নিকট আমি নিজেকে নিবেদন করিতেছি। হে পরমেশ্বর, তুমিই আমার গতি।৫

শিবাষ্টক স্তোত্রম্

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং গুণহীনমহীশগরাভরণম্।
রণনির্জিতদুর্জয়দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।১
গিরিরাজসুতান্বিতবামতনুং তনুনিন্দিতরাজিতকোটিবিধুম।
বিধিবিষ্ণুশিরোধৃতপাদযুগং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।২
শশলাঞ্ছিতরঞ্জিতসন্মুকুটং কটিলম্বিতসুন্দরকৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনীকৃতপূতজটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।৩

নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং মুখপদ্মপরাজিত-কোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিতভালতটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।। ৪
বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং গরলাশনমাজিবিষাণধরম্।
প্রমথাধিপসেবকরঞ্জনকং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।। ৫
মকরধ্বজমত্তমাতঙ্গহরং করিচর্মগনাগবিবোধকরম্।
বরমার্গণশূলবিষাণধরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।। ৬
জগদুদ্ভবপালননাশকরং ত্রিদিবেশশিরোমণিঘৃষ্টপদম্।
প্রিয়মানবসাধুজনৈকগতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।। ৭
অনাথং সুদীনং বিভো বিশ্বনাথ পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিলদুঃখসমূহহরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।। ৮

—শ্রীশঙ্করাচার্য

ভৈরব—ঝাপতাল

শশধর-তিলকভাল গঙ্গা জটাপর,
করে লিয়ে ত্রিশূল রুদ্র বিরাজে।
ভস্ম অঙ্গ ছায়ি গলে রুন্ডমালা,
ভৈরব ত্রিলোচন হর যোগী সাজে।।
আসন বাহন-বৃষ বসন মৃগছালে,
কালকূট কণ্ঠেভরা, তিমির লাজে।
গাবত হরিগুণ শ্রবণে অতি মধুর,
ধ্যাবত তানরাগে সদা হৃদি মাঝে।।

—যদুনাথ ভট্ট

সাহানা-কানাড়া—সুরফাঁকতাল

হর হর ভূতনাথ পশুপতি,
যোগীশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি।
উর্ধ্ব জ্বলত জটা-জাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল
সপ্ত-ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মালকোষ — কাওয়ালী

ডিমিকি ডিমিকি ডিমি, ডিমিকি ডিমিকি ডিমি
নাচে ভোলানাথ। নাচে ভোলানাথ (৪)।।
মৃদঙ্গ বোলে শিব শিব শিব ওম্,
ডমরু বোলে হর হর বোম্ বোম্;
বীণা বোলে হরি ওম্ হরি ওম্—
নাচে ভোলানাথ (৪)।।

—অজ্ঞাত

ভৈরব—ঝাঁপতাল

যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগীবর,
অনন্ত তুষারে যেন অনন্ত শেখর।।
প্রলয় নীরব মাঝে একাকী পুরুষ রাজে
ভয়ে অগ্নি ভস্ম মাঝে ঢাকে কলেবর।।
শিশু শশী নাহি আর, অন্ধকার নিরাকার,
এক, নাই দুই আর, প্রকৃতি নিথর।
কালবদ্ধ বর্তমানে ব্যোমকেশ ব্যোম পানে,
নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ মহেশ্বর।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ভৈরবী—দাদ্‌রা

নাচে পাগলা ভোলা বাজে বম্ বম্ বম্;
শিঙ্গা বাজিছে ভোঁ ভোঁ ভম্ ভম্ ভম্।।
শিরে করিছে গঙ্গা কল্ কল্ কল্,
চরণ চাপেতে ধরা টল্ টল্ টল্
মৃদঙ্গ ধরে তাল তাথম্ তাথম্।
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে,
ফন্ ফন্ ফন্ ফন্ ফণী গরজে,
নাদ উঠিছে সোঽহং সোঽহং।

—স্বামী তপানন্দ

বসন্ত—তেওরা

ডমরু হরকরে বাজে বাজে
ত্রিশূলধর অঙ্গ ভসম-ভূষণ ব্যালমাল গলে বিরাজে।।
পঞ্চবদন পিনাকধর, শিব, বৃষভবাহন ভূতনাথ,
রুণ্ড মুণ্ড গলে বিরাজিত অজর অমর দিগম্বর রে।।

—বিহারীলাল দুবে

ঝিঁঝিট—একতাল

ভাঙ্গ খেয়ে বিভোর ভূতগণ ভোলানাথ সঙ্গে নাচিছে।
(সদা) কালী কালী কালী ব'লে মধুর ডমরু বাজিছে।।
শিরেতে শোভিছে জটাজুটফণী, ললাটে শোভিছে দেবী মন্দাকিনী,
চরণ প্লাবিয়া ভূধর ধরণী, কুলুকুলু ধ্বনি করিছে।।

বামেতে শোভিছে ভুবনমাতা, কি কব রূপ কি কব কথা,
চারিপাশে হেমলতা তড়িত জড়িত রয়েছে।।
কর্ণেতে শোভিছে ধুতুরার ফুল, ধুতুরা পানে আঁখি ঢুলু ঢুলু,
কালী ধ্যানে ব্যাঘ্রচর্ম খসিয়া খসিয়া পড়িছে।।

—প্যারীমোহন কবিরত্ন

কর্ণাটী—একতাল

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল-মাল।।
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে।
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্কভাল।

—স্বামী বিবেকানন্দ

কেদারা—কাওয়ালা

জয় শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি, পাশী পশুপতি পিনাকধারী।
শিরে জটাজুট কণ্ঠে কালকুট, সাধকজনগণ মানস-বিহারী।।
ত্রিলোকপালক ত্রিলোকনাশক পরাৎপর প্রভু মোক্ষবিধায়ক।
করুণা নয়নে হের ভকতজনে লয়েছি শরণ চরণে তোমারি।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ছায়ানট মিশ্র—কাওয়ালী

বেলপাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুশী।
মান অপমান সমান তো তার, তার কাছে নয় কেউ দোষী।।
এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে,
'বম্ ভোলা' বোল বলে কেন লওনা যেচে যা খুসী;
যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে, ভালমন্দ নাই হুঁশই।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ভীমপলশ্রী—একতাল

বিশ্বেশ্বর বিশ্বপাবন ভব ভব-ভয়-ভঞ্জন
মৃত্যুঞ্জয় মদন-দমন মরণ-জনম-নিবারণ।।
চরণ-সরোজে নবারুণ ছটা তাহে বিল্বদল চন্দনের ছিটা
শার্দুলছালে কটিতট আঁটা, যোগিজন-মনোমোহন।।
গলে হাড়মালা দল দল দোলে, বব বব বম্ বাজে ঘন গালে,
বাজায়ে ডমরু নাচে তালে তালে, নাচে সাথে ভূত অগণন।।
পন্নগভূষা পিনাকপাণি ঝলমল ভালে জ্বলে নিশামণি,
কুলু কুলু শিরে বহে মন্দাকিনী, ঢুল ঢুলু প্রেমে দু'নয়ন।।
সৃষ্টিলয়কারী জগতপিতা, জ্ঞানময় প্রেম ভকতিদাতা,
এ দীন সন্তানে ভুলে আছ কোথা, নিজগুণে দাও দরশন।।

—স্বামী তপানন্দ

ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালী

আশুতোষ শিব শঙ্কর ভোলা।
আধ চাঁদ ভালে, কপোলে কুণ্ডল কণ্ঠে হলাহল ফণীন্দ্র দোলা।।
বিভূতিভূষণ বৃষভবাহন, বাঘাম্বরধর ডমরুবাদন,
বববম্ বববম্ উথলে ঘন রোল, ফণীমণিউজল জটা জলদজাল,
কল কল খল খল উথলে গঙ্গা।।

—অজ্ঞাত

বাউল-আড়খেমটা

শিব ঘুচাও আমার মনের ভ্রম,বম্ বম্ বম্ ববম্ বম্।
আমি তোমা বিনে হ'য়ে আছি বাঁশ বাগানের কানা ডোম।।
শিরে ঢালি গঙ্গা বারি, খুশি হবেন ত্রিপুরারি,
ঘুচিবে ভববারি, ঘোড়ার ডিম করবে যম।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

রামকেলী—দাদরা

হর হর হর বম্ বম্ বম্ বামে শোভে গৌরী।
বাবা পাগলা ভোলা ত্রিপুরারি।।
আনিগে জবা তুলে, মাকে সাজাব ফুলে
বাবাকে পূজবো দু'টো বিল্বদলে;
বাবা ভক্তিতে ভোলে — মা ভক্ত নেহারে।।

— গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মাতৃ-বন্দনা

ইন্দ্রাদিকৃত দেবী স্তুতিঃ

দেবী প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ, প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং, ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।। ১
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা, মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাঽসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদ্ আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলংঘ্যবীর্যে।। ২
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাঽসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।। ৩
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ, কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাঽপরোক্তিঃ।। ৪
—শ্রীশ্রীচণ্ডী

হে ভক্ত দুঃখহারিণী দেবী, তুমি প্রসন্না হও; হে অখিল বিশ্বজননী, তুমি প্রসন্না হও; হে বিশ্বেশ্বরী, তুমি প্রসন্না হইয়া এই জগৎ পালন কর। হে দেবী, তুমিই চরাচর জগতের অধীশ্বরী। ১

হে অলঙঘ্যবীর্যা, তুমি ধরিত্রীরূপে বিরাজিতা বলিয়া একাকিনীই জগতের আশ্রয়স্বরূপা। তুমি জলরাশিরূপে অবস্থিতা হইয়া সমগ্র জগতের পরিপুষ্টি বিধান করিয়া থাক। ২

তুমিই বিশ্বের মূল কারণ; অনন্তশক্তিময়ী পরমা বৈষ্ণবী মায়াও তুমি। হে দেবী, তুমি সমগ্র সংসারকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছ, আবার তুমিই প্রসন্না হইয়া সকলের মুক্তির কারণ হও। ৩

হে দেবী, নিখিল জগতের সমস্ত বিদ্যা এবং পাতিব্রত্য, সৌন্দর্য ও তারুণ্যাদি চতুঃষষ্টিকলামণ্ডিতা সকল নারী তোমারই বিবিধ রূপ। জননীরূপা একমাত্র তোমাকর্তৃক এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত;—স্তুতিতে প্রযোজ্য বাক্যাবলীও তুমি—সুতরাং তোমার স্তুতি আর কি প্রকারে হইতে পারে? ৪

অম্বা-স্তোত্রম্

কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্মিভঙ্গৈঃ।
শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাং
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে।।১

সম্পাদয়ন্ত্যবিরতং ত্ববিরামবৃত্তা
যা বৈ স্থিতা কৃতফলং ত্বকৃতস্য নেত্রী।
সা মে ভবত্বনুদিনং বরদা ভবানী
জানাম্যহং ধ্রুবমিয়ং ধৃতকর্মপাশা।।২

কিং বা কৃতং কিমকৃতং ক্ব কপাললেখঃ
কিং কর্ম বা ফলমিহাস্তি হি যাং বিনা ভোঃ।
ইচ্ছাগুণৈর্নিয়মিতা নিয়মাঃ স্বতন্ত্রৈ-
র্যস্যাঃ সদা ভবতু সা শরণং মমাদ্যা।।৩

সন্তানয়ন্তি জলধিং জনিমৃত্যুজালং
সম্ভাবয়ন্ত্যবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্।
যস্যা বিভূতয় ইহামিতশক্তিপালাঃ
নাশ্রিত্য তাং বদ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ।।৪

মিত্রে রিপৌ ত্ববিষমং তবপদ্মনেত্রং
স্বস্থেঽসুখে ত্ববিতথস্তব হস্তপাতঃ।
ছায়া মৃতেস্তব দয়া ত্বমৃতঞ্চ মাতঃ
মুঞ্চন্তু মাং ন পরমে শুভদৃষ্টায়স্তে।।৫

কাম্বা শিবা ক্ব গৃণনং মমহীনবুদ্ধেঃ
দোর্ভ্যাং বিধর্তুমিব যামি জগদ্বিধাত্রীম্।
চিন্ত্যং শ্রিয়া সুচরণং ত্বভয়প্রতিষ্ঠং
সেবাপরৈরভিনুতং শরণং প্রপদ্যে।। ৬

যা মাং চিরায় বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
আসিদ্ধিতঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ।
যা মে মতিং সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা শিবা মম গতিঃ সফলেhফলে বা।। ৭
—স্বামী বিবেকানন্দ

মনোহরসাহী—একতাল

গিরি গণেশ আমার শুভকারী।
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি।।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চন্ডী, কর্ণে শুনব চন্ডী, আসবে কত দন্ডী জটাজুটধারী
মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী, লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী,
সুরেশকুমার, গণেশ আমার, তাদের না দেখিলে ঝরে নয়নবারি।।
—দাশরথি রায়

সাহানা—যৎ

কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই,
কত লোকে কতই বলে, শুনে প্রাণে মরে যাই।।
মার প্রাণে কি ধৈর্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে পরে, (বলব) উমা আমার ঘরে নাই।।
চিতাভস্ম মাখি অঙ্গে, জামাই ফিরে নানা রঙ্গে
তুই নাকি মা, তারি সঙ্গে (তোর) সোনার অঙ্গে মাখিস্ ছাই।।
—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

আশোয়ারী—একতাল

এলি কিগো উমা, হর-মনোরমা, কৈলাস চন্দ্রমা হলি কি উদয়।
মা বলে একবার, আয় কোলে আমার,
না হেরে সংসার হেরি শূন্যময়।।
প্রাণের প্রাণ উমা, তুই যে প্রাণপাখী,
না হেরিলে তোরে ঝরে দুটি আঁখি।
একবার আয় আয় দেখি, উমা চন্দ্রমুখি!
তুই যে আমার সর্বসুখের নিলয়।।
নৈশ নীলাম্বরে নিরখি যখন, চন্দ্রমার ছবি ভুবন-মোহন।
মনে পড়ে মা, তোর ও চন্দ্রবদন, শতধারে চক্ষে বারিধারা বয়।।

—দীনেশশরণ বসু

মিশ্র আশোয়ারী—একতাল

(আজ) শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।
সপ্তসিন্ধু-কল্লোল রোল বেজেছে সপ্ত তারে।।
সুরসপ্তকে তুলেছে তান সপ্ত ঋষির গানে,
সপ্তস্বর্গে দুন্দুভি ঘোষে সপ্ত গ্রহের টানে,
অন্তরে আজ সপ্ত সুরের নবজাগরণ গড়ে ।।
সাতরাঙ্গা রবি রামধনু হাতে মরণের বাণ হানে,
সপ্তকোটি সুসন্তান বিজয়মাল্য আনে;
সপ্ততীর্থ একসাথ হয় হৃদি-মন্দির দ্বারে,
তুলে নাও বুকে তারে।।

—হীরেন্দ্র কুমার বসু

বেহাগ-খাম্বাজ—তেতালা

দিন গণি গণি বরষ যাপিনু কত আর সহে মায়ের প্রাণে,
কিরূপে আছ হরে সঁপি সে গৌরীরে নিশ্চিন্ত অন্তরে এ হিমভবনে।।
যুগে যুগে কত ঘোর তপফলে ত্রিলোক ধন্যা কন্যা পেনু কোলে
কিসে হেন ধনে রহি বল ভুলে সদা হৃদি জ্বলে সে মুখ স্মরণে।।
কিভাবে কৈলাসে আছে উমা-জামাই, বহু দিন গত তত্ত্ব নাহি পাই
আনিতে প্রের দূত নতুবা নিজে যাই, করহে অনুমতি মিনতি চরণে।।

—স্বামী তপানন্দ

গুণকিরি—একতাল

যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা নাকি বড় কেঁদেছে।
দেখেছি স্বপন, নারদ বচন, উমা মা মা বলে কেঁদেছে।।
সোনার বরণী গৌরী আমার, ভাঙ্গড় ভিখারী জামাই তোমার,
মায়ের বসন ভূষণ সব আভরণ তাও বেচে নাকি ভাঙ্গ খেয়েছে।

— অজ্ঞাত

পিলু-বাহার—যৎ

(গিরি) এবার আমার উমা এলে, আর উমায় পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
মায়ে ঝিয়ে ক'রব ঝগড়া, (তারে) জামাই বলে মান্‌ব না।।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
(জামাই শিব) শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না।।

—রামপ্রসাদ

ভূপালি—একতাল

করী অরি পরে আনিলে হে কারে, কৈ গিরি মন নন্দিনী,
আমার অম্বিকা দ্বিভুজা বালিকা, এ যে দশভুজা ভুবন মোহিনী।
কিবা সে দক্ষিণে গজেন্দ্র-বদন, প্রকাশিত যেন প্রভাতী তপন,
ষড়ানন স্ববামেতে সুশোভন, কমলা ভারতী সহকারিণী।
দক্ষিণাঙ্গ রাখি মৃগেন্দ্র পরেতে আর পদ আরোপিয়ে অসুরেতে,
দাঁড়িয়ে আছেন কিবা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে জ্ঞান হয় পূর্ণ ব্রহ্মসনাতনী।
শুনেছি পুরাণে ওহে গিরিবর, এই রূপ আরাধিয়ে রঘুবর,
বরদার বরে জয়ী লঙ্কেশ্বর, উদ্ধারিয়েছিলেন জনকনন্দিনী।
তারাচাঁদ কহে শুন গিরিরাণী, এই সেই তোমার পরাণ ঈশানী।
নাশিতে ভূতার দশভুজাকার মহিতে মহিষাসুরমর্দিনী।

—তারাচাঁদ

ভীমপলশ্রী—দাদরা

আজ আগমনীর আবাহনে কি সুর উঠেছে বেজে।
দোয়েল শ্যামা ডাক দিল তাই বরণের এয়ো সেজে।।
ভরা ভাদরের ভরা নদী কুলু কুলু ছোটে নিরবধি।
সে সুর গীতালি দেয় করতালি, নাচে তরঙ্গ দোলনে যে।।
পূরব দীপক আরতির দীপ শত ছটা মেঘ জালে,
দিক্‌বালা তায় আলতা গুলেছে রক্ত আকাশ থালে।
ঘাসের বুকেতে শিশির নীর ধোয়াবে ও রাঙ্গা চরণ ধীর,
সবুজ আঁচলে মুছে নেবে বলে ধরণী শ্যামলা সেজেছে যে।।

—হীরেন্দ্রকুমার বসু

ভৈরবী—একতাল

মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি গো ও দীনদয়াময়ি, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা।
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি আদ্যমূলে গো মা,
আছ সর্বঘটে অর্ঘ্যপুটে সাকার আকার নিরাকারা।।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,
অকূলের ত্রাণকর্ত্রী সদা শিবের মনোহরা।।

ইমন-কল্যাণ—দাদ্‌রা

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর সন্তানে তব আজ,
আশীর্বাদের বর্ম পরাও ঘুচায়ে দৈন্য সাজ।।
তপ্ত কর মা হৃদয়রুধির, দূর করে দাও ভীতি অশ্রুনীর,
দাঁড়াই আমরা মা তোরে ঘিরিয়া বিশ্বসভার মাঝ।।
মানুষ আমরা, ন'হিত মা হীন, তুই যার মা সে কি কভু দীন,
তবে কেন মিছে, পড়ে থাকা পিছে কেন এ অলীক লাজ?
এসো এসো এসো, এসো মা আমার, দশপ্রহরণ-ধারিণী,
হাস মা অট্ট অট্ট হাস্য ভূলোক-দ্যুলোক-নাদিনী,
(মোরা) করি বিদূরিত স্বার্থ-দ্বন্দ্ব সাধিয়া তোমার কাজ।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বাউল—একতাল

মা আছেন আর আমি আছি ভাবনা কি আছে আমার,
মায়ের হাতে খাই পরি মা নিয়েছেন আমার ভার।।
(পড়ে) সংসার পাকে ঘোর বিপাকে যখন দেখ্‌বি অন্ধকার,
(দেখবি) অন্ধকারের বিপদ হতে মা যে-করেছেন উদ্ধার।।
ভুলেও থাকি তবুও দেখি ভোলেও না মা একটি বার,
(বড়) স্নেহের আধার, মা যে আমার, আমি যে মা'র মা আমার।।

—মনোমোহন চক্রবর্তী

প্রসাদী—একতাল

মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা।।
কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁষে না।।
অদ্য কিংবা শতাব্দান্তে বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একতারে, (মনরে) চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।।
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি সেঁচে দে না।
একা যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।।

—রামপ্রসাদ সেন

ছায়ানট—কাওয়ালী

আর কিছু নাই সংসারের মাঝে কেবল শ্যামা সার রে।
ধ্যান কালী জ্ঞান কালী প্রাণ কালী আমার রে।।
আসিয়ে ভুবনে এ তনু ধারণে যাতনা না হয় কার রে।
(একবার) হেরিলে ও কায়, সব দুঃখ যায়, এই গুণ শ্যামা মার রে।।
এ ভবে এসেছে, কেহ সুখে আছে, পেয়ে শিরে রাজ্যভার রে।
(আমার) দরিদ্রের ধন, ও রাঙ্গা চরণ, গলায় করেছি হার রে।।
কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত, যাওয়া আসা বারম্বার রে।
(মায়ের) অভয় চরণ, লহরে শরণ, অনায়াসে পাবি পার রে।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

গৌড়সারঙ্গ—ঝাঁপতাল

অভয়ার অভয়পদ কর মন সার,
ভবভয় সব দূরে যাবে রে তোমার;
অকর্মজনিত ভয় যদি ভোগাধীন হয়,
ভয়হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার।।

ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তিহীন, হেলায় হারালে দিন,
এখনো কর বিধান মনরে আমার;
আদিভূতা সনাতনী চরণ কররে ধ্যান,
না হইও অকিঞ্চন আকিঞ্চনে বদ্ধ আর।।

—রঘুনাথ রায়

সুরট-মল্লার—তেওরা

বড় ধূম লেগেছে, হৃদিকমলে।
মজা দেখিছে আমার মন-পাগলে।।
হতেছে পাগলের মেলা ক্ষেপাতে ক্ষেপিতে মিলে,
আনন্দেতে সদানন্দে আনন্দময়ী পড়ছে ঢলে।।
দেখে অবাক লেগেছে তাক ইন্দ্রিয় আর রিপুদলে,
পেয়ে সুযোগ এই গোলযোগ জ্ঞানের কপাট গেছে খুলে।।
প্রেমিক পাগল, বলে সকল, তা ব'লে আমার মন কি টলে,
(যার) পিতামাতা বদ্ধ পাগল, ভাল হয় কি তাদের ছেলে।।
শোন্ মা তারা ভূভারহরা এই বেলা মা রাখছি বলে,
(যখন) ভাসব জলে অন্তকালে তনয় বলে করিস কোলে।।

—প্রেমিক

সুবট-মল্লার—তেওরা

শ্যামা, মন-ছাঁচে তোমাকে ফেলে,
মনোময়ী মূর্তি আজ ল'ব তুলে।।
মন যে আমার খাদে ভরা, তোমার ভাবে কৈ মা গলে,
ভবরূপিণী হও তারিণী, গ'লে আমার ভাব-অনলে।।
দেখিব রূপ, তোমার স্বরূপ, যে রূপেতে ভোলা ভোলে,
পুরাও আশা কৃত্তিবাসা, দিয়ে দেখা হৃদি কমলে।।
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা, কি হবে মা বনফুলে

কি দিয়ে পূজিব তোমায় ভাবছি ব'সে তাই বিরলে।।
আমি আমার নই জননী, আমার নাই কিছুই ভূতলে,
এ ব্রহ্মান্ড তোমার সৃষ্টি, দৃষ্টিহীনে আমার বলে।।
প্রেমিক বলে শোন্‌রে যুক্তি যথাশক্তি ভক্তিজলে,
ধুয়ে দে মা'র রাঙ্গা চরণ, মনফুলে দে পদতলে।।

—প্রেমিক

মিশ্র দেশ—দাদ্‌রা

বলরে জবা বল—
কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল?
মায়া তরুর বাঁধন টুটে, মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দবিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা জীবন হোক সফল।।
কোটি গন্ধে কুসুম ফুটে বনে মনোলোভা—
কেমনে মার চরণ পেলি তুই তামসী জবা;
তোর মত মার পায়ে রাতুল হব কবে প্রসাদী ফুল
কবে উঠবে রেঙে ওরে মায়ের পায়ে ছোঁয়া লেগে,
কবে তোরই মত রাঙবে রে মোর মলিন চিত্তদল।।

—নজরুল ইসলাম

বাগেশ্রী—দাদ্‌রা

(আর) লুকাবি কোথা মা কালী।
বিশ্বভুবন আঁধার ক'রে তোর রূপে মা সব ডুবালি।।
সুখের গৃহ শ্মশান ক'রে বেড়াস মা তুই আগুন জ্বালি।
(আমায়) দুঃখ দেওয়ার ছলে মা, তোর ভুবনভরা রূপ দেখালি।।
পূজা ক'রে পাইনি তোরে (মাগো) এবার চোখের জলে এলি।
বুকের ব্যাথায় আসন পাতা বস মা সেথা দুখ-দুলালী।।

—নজরুল ইসলাম

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী

মাকে দেখব বলে ভাবনা কেউ ক'রো না আর।
সে যে তোমার আমার মা শুধু নয় জগতের মা সবাকার।।
মা যদি নিদয়া হ'ত তবে কি আর প্রসবিত
পৃথিবী শুকায়ে যেত, অন্ন বিনা হাহাকার।।
অস্পৃশ্য চন্ডাল হতে, ব্রাহ্মণাদি সকল জেতে,
মা বলে ডাকিলে কভু হয় না নিষ্ফল তায়।
অঙ্গে দরদর ধারে, যবে স্বেদবিন্দু ঝরে,
বায়ুরূপে কে তোমারে বাতাস করে অনিবার।।
ছেলের মুখে 'মা', 'মা' বাণী শুনবেন বলে ভবরানী,
আড়াল থেকে শুনেন পাছে দেখিলে না ডাকে আর।।

কীর্তন—একতাল

একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে।
তোমার ভুবন-ভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে।।
তুমি অন্নপূর্ণা মা শ্মশানে শ্যামা,
কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠে রমা,
ধর বিরিঞ্চি-শিব-বিষ্ণুরূপ সৃজন-লয়-পালনে।।
তুমি পুরুষ কি নারী, বুঝিতে নারি।
স্বয়ং না বুঝালে তা কি বুঝিতে পারি।
তুমি আধা-রাধা আধা-কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে।।
তুমি জগতের মাতা, যোগিজনানুগতা অনুগতজনে কৃপা কল্পলতা
তোমায় মা বলে ডাকিলে নাকি কোলে নাও ভকতজনে।।
দুঃখ-দৈন্যহারিণী, চৈতন্যকারিণী,
অন্য কিছুই চাই না বিনা চরণ দু'খানি,

আমি প্রেম-সরোজে সাজাব পদ বাসনা মনে মনে।।
পরিব্রাজক ভিখারী সাধ মনেতে ভারী,
মধুর হাসিমাখা মার মুখখানি হেরি,
বসে মায়ের কোলে মা মা বলে মাতিব যোগধ্যানে।।

—স্বামী কৃষ্ণানন্দ

কানাড়া—একতাল

শ্রীদুর্গা নাম ভুল' না-ভুল' না ভুল' না ভুল' না।
শ্রীদুর্গা স্মরণে সমুদ্র মন্থনে, বিষ পানে বিশ্বনাথ ম'ল না।।
যদ্যপি কখনও বিপদ ঘটে, শ্রীদুর্গা স্মরণ করিও সঙ্কটে,
তারায় দিয়ে ভার সুরথরাজার লক্ষ অসি-ঘাতে প্রাণ গেল না।।
বিভু নামে এক রাজার ছেলে, যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা বলে,
আসিবার কালে সমুদ্রের জলে ডুবেছিল তবু মরণ হ'ল না।।

—রামপ্রসাদ সেন

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী।।
অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্বাণ হিল্লোলে,
চির শান্তি-পরিমল অবিরল যায় ভাসি।।
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার-বসন পরি,
সমাধি-মন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বসি।।
অভয়-পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী খেলে,
চিন্ময়-মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি।।

—ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল

আশোয়ারী—ঝাঁপতাল

তারা তরণী নাম জগমে তরয় কো।
য়া জগমে জপু মূঢ় হরে তাপ তন কো।।
আগম নিগম বেদ ব্রহ্মা বাখানত।
সংকটহরণি মাত হরে পাপ জনকো।।
জোই জোই ধ্যাবত ইচ্ছাফল পাবত।
আবত না এহি জগমে পুনারগমন কো।।
তানতরঙ্গ তুয়া ঘট ঘট বিরাজত।
য়্যাসী অরী মাত কৃপা করন কো।।

ভীমপলশ্রী—একতাল

আমি 'দুর্গা' 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে যদি মা মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি।।

ভৈরবী—একতাল

জয় জয় জগবন্দিনী।
দেখি দুঃখহারিণী তারিণী মহেশ-হৃদয়বাসিনী।।
সুরাসুরনর সবার পূজিতা আগম নিগমে সৃজনকারিণী,
জ্ঞানদা বরদা সুখদা মোক্ষদা, তুমি মা অন্নদা জয়পরায়ণী।।
ভৈরবী ভবানী নগেন্দ্রনন্দিনী নাগ-নাগ-পাশা ঘোরনিনাদিনী,
জ্ঞানেন্দ্র উপেন্দ্র যোগেন্দ্রাদি কত চরণে পড়িয়া দিবস রজনী।।
গুরুমুখে শুনি তুমি মা ভবানী আদ্যাশক্তি শিবে সবার জননী,
মা মা বলে ডাকে মা তোমারে তাই মা তোমারে মা বলিয়ে জানি।।

—রামলাল দাস দত্ত

পিলু—যৎ

উঠ গো করুণাময়ি খোল গো কুটীর দ্বার,
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার।।
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় কতই বার,
দয়াময়ী হয়ে আজি একি হেরি ব্যবহার।।
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ শুয়ে অন্তঃপুরে,
'মা' 'মা' বলে ডেকে মোর অস্থি চর্ম হ'ল সার।।
ধ্বনি-বর্ণ-তালে-লয়ে তিন গ্রাম বসাইয়ে,
এত ডাকি তবু নিদ্রা ভাঙ্গে না কি মা তোমার।।
খেলায় মত্ত ছিলেম বলে, বুঝি মুখ বাঁকাইলে,
একবার চাও মা বদন তুলে, খেলিতে যাব না আর।।
দীন রাম বলে ওমা, কার কাছে যাব আর,
মা বিনে কে লবে অকৃতি অধমের ভার।।

—রামলাল দাস দত্ত

(প্রসাদী) লুম-ঝিঁঝিট—একতাল

কে গো আমার মা কি এলি।
আয় মা মনের কথা বলি (ওমা শোন মা, দুটি কথা)।।
এত দুঃখ দিয়ে শ্যামা যদি দয়া প্রকাশিলি,
তবে মা হয়ে মা মায়ের মত ছেলের কথা শোন মা কালী।।
দাঁড়া গো মা হৃদ্‌কমলে, পূজি মানস-কুসুম তুলি,
ভক্তি-চন্দন মাখাইয়ে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।।
করিব সুমহৎ হোম চিৎকুণ্ডে অনল জ্বালি,
পূর্ণাহুতি দিব তাহে 'জয় কালী জয় কালী' বলি।।
প্রাণান্ত এ দক্ষিণান্ত কর্মফল মা তুই সকলি,
মায়ের ছেলে প্রেমিক এখন, যার কাছে কাল কৃতাঞ্জলি।

—প্রেমিক

পিলুবাহার—যৎ

মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে,
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে।।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।।
যত শোন কর্ণপূটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।।
চর্বচোষ্য লেহ্য পেয়, যত রস এ সংসারে
আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে।।
আনন্দে রামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজেন সর্বঘটে,
রূপে রূপে যতরূপ, মা আমার সে-রূপ ধরে।।

—রামপ্রসাদ সেন

খাম্বাজ—আদ্ধা-কাওয়ালী

সমরে নাচেরে কার এ রমণী।
নাশিছে তিমিরে তিমিরবরণী।।
হুহুঙ্কার রবে মগনা তাণ্ডবে,
চমকে দমকে যেন রে দামিনী।।
অট্ট অট্ট হাসি সমর উল্লাসি,
দিতিসুত নাশে দনুজদলনী।।
অসুর সংহারে অসির প্রহারে,
বরাভয় করে সৃজন-পালিনী।।
বামা ভয়ঙ্করা ভীষণ মধুরা,
হরমনোহরা মানস মোহিনী।।
সংসার-অরণ্যে অনন্যশরণ্যে
শ্রীরামপ্রসন্নে শরণদায়িনী।।

বারোঁয়া—খেম্‌টা

নব-সজল-জলধর-কায়
শ্যামারূপ হেরিলে, কালীরূপ হেরিলে, প্রাণ গলে যায়।।
কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন-নূপুর পায় (মায়ের);
হাসিতে হাসিতে, দানব নাশিতে রুধির লেগেছে গায় (মায়ের)
চরণ যুগল, অতি সুশীতল, প্রফুল্ল কমল প্রায় (আ মরি);
কমলাকান্তের মন নিরন্তর, ভ্রমর হইতে চায় (ও পদে)।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

পরজ-বাহার—ঝাঁপতাল

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়,
কালী কালী কালী বলে, অজপা যদি ফুরায়।।
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায়।।
জপ যজ্ঞ পূজা হোম আর কিছু না মনে লয়;
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়।।
কালী নামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়,
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়।।

—মদন মাস্টার

পরজ বাহার—সুরফাঁক্তা

দয়াময়ী হ'য়ে গো মা নিদয়া হ'য়ো না শ্যামা।
ও হরললনা, বুঝিতে পারি না, এ কেমন তোমার ছলনা।।
ভেবেছিলাম ভবে ভবজায়া ভেবে করব ভবব্যাধি সান্ত্বনা,
আমার আশা সকল করিলি বিফল সফল ভ্রমণ হ'ল না।।
প্রপঞ্চ জগতে পরিজন ভূতে লঙঘাইয়া দিচ্ছে যাতনা,

খেতে শুতে যেতে ফেরাস তাদের মতে
স্বাধীনতা প্রেমিক পেলে না;
এত যে চাতুরী করিবি শঙ্করী, স্বপনেও তা জানি না,
(এখন) কর মা উপায় দিয়ে স্থান ও পায় বৃথা জনম যেন যায় না।।
—প্রেমিক

আড়ানা—তাল ফেরতা
(চৌতাল, সঞ্চারী—ধামার)

দুরিতবারিণি ও মা হররানি ডাকিছে কাতরে এ দীন সন্তান,
করিয়া যতন কমল আসন পেতেছি হৃদয়ে কর অধিষ্ঠান।।
শিখাইয়া দাও তুমি মা ভবানি, কেমনে পূজিব চরণ দু'খানি,
ভজন পূজন কিছুই না জানি, তাই ভাবি কিসে পাব পদে স্থান।।
ভরসা কেবল করুণা তোমার তাই এ সন্তান ডাকে বার বার,
নাশ মা তাহার অজ্ঞান-আঁধার তনয়ে তোমার দাও দিব্য জ্ঞান;
যেন নাহি ভুলি চরণ দু'খানি এই মতি দাও তনয়ে জননি,
অকূল পাথার কিসে হই পার, ভব দুঃখ যেন হয় অবসান।।
—অজ্ঞাত

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল

অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরযামিনী,
কোলে করে আছ মোরে, দিবস যামিনী।।
অধম সুতের প্রতি, কেন এত স্নেহ প্রীতি,
প্রেমে আহা! একেবারে যেন পাগলিনী।।
কখনো আদর করি, কখনো সবলে ধরি
পিয়াও অমৃত, শুনাও মধুর কাহিনী;
নিরবধি অবিকারে কত ভালবাস আমারে,
উদ্ধারিছ বারে বারে, পতিতোদ্ধারিণী।।

বুঝেছি এবার সার, মা আমার আমি মার,
চলিব সুপথে সদা শুনি তব বাণী;
করি মাতৃস্তন্য পান, হব বীর বলবান,
আনন্দে গাহিব জয় ব্রহ্মসনাতনী।।

— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

মনোহরসাহী—ঝাঁপতাল

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙঘাও গিরি।
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ কারে কর অধোগামী।।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী।
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি।।
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন তুই কারে করিস ভয়।
এ তনু দক্ষিণা কালীর পদে করেছি বিক্রয় (আমি)

— রামপ্রসাদ

মিশ্র বেহাগ—কাওয়ালী

রণবেশে হেসে হেসে ঐ বামা এসেছে।
করে অসি পদে শশী কি রূপসী সেজেছে।।
নয়নে অনল জ্বলে, নরশির শোভে গলে,
দলিতে দনুজদলে ঢলে ঢলে চলেছে।।
রুধির লেগেছে গায়, নীল জলে জবা প্রায়,
আঁখি না ফিরিতে চায়, কি সুখেতে মজেছে।
আ মরি কি রূপ হায়, অরূপ উথলে তায়,
সাধে কিরে ঐ পায় পশুপতি পড়েছে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

প্রসাদী — একতাল

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল (মায়ের)।
(যাঁর) নামে হরে কাল, পদে মহাকাল তাঁর কেন কাল রূপ হল।।
কাল রূপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য কাল,
(যাঁরে) হৃদ্‌মাঝারে রাখলে পরে হৃদয়পদ্ম করে আলো।।
নামে কালী রূপে কালী, কাল হতেও অধিক কালো,
(ও রূপ) যে দেখেছে সেই মজেছে অন্যরূপ লাগেনা ভাল।।
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
(যাঁরে) না দেখে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হল।।

—রামপ্রসাদ

বাউল — দাদরা

আমায় দে মা পাগল করে (ব্রহ্মময়ী)
আর কাজ নেই মা জ্ঞান-বিচারে।।
(ওমা) তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা।
ওমা ভক্ত-চিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে।।
তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে;
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, (ওমা) প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে।।
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে;
তুমি প্রেমে উন্মাদিনী, (ওমা) পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী কাঙাল প্রেমদাসেরে।।

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

দুর্গা—তেওরা

মহাকালের কোলে এসে গৌরী হ'ল মহাকালী।
শ্মশান চিতার ভস্ম মেখে ম্লান হ'ল মার রূপের ডালি।।
তবু মায়ের রূপ কি হারায়।
(সে যে) ছড়িয়ে আছে চন্দ্রতারায়।
মায়ের রূপের আরতি হয় নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি।।
উমা' হ'ল ভৈরবী হায়, বরণ করে ভৈরবেরে,
হেরি শিবের শিরে জাহ্নবীরে শ্মশানে মশানে ফেরে;
অন্ন দিতে ত্রিজগতে,
অন্নদা মোর বেড়ায় পথে,
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে ভিক্ষা মাগে রাজদুলালী।।

— নজরুল ইসলাম

—

এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্‌বোধন।
নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে হবে না তোর বিসর্জন।।
সকল জাতির পুরুষ নারীর প্রাণ
সেই হবে তোর পূজা বেদী মা তোর পীঠস্থান
(সেথা) শক্তি দিয়ে ভক্তি দিয়ে পাতব মা তোর সিংহাসন।।
(সেথা) রইবে নাকো ছোঁওয়াছুঁয়ি উচ্চনীচের ভেদ,
সবাই মিলে উচ্চারিব মাতৃনামের বেদ।
(মোরা) এক জননীর সন্তান সব জানি
ভাঙব দেয়াল ভুলব হানাহানি।
দীন-দরিদ্র রইবে না কেউ সমান হবে সর্বজন।
বিশ্ব হবে মহাভারত নিত্য প্রেমের বৃন্দাবন।।

— নজরুল ইসলাম

শ্রীরামচন্দ্র বন্দনা

লোকাভিরামং রণশূরধীরং রাজীবনেত্রং রঘুবংশনাথম্।
কারুণ্যরূপং করুণাকরং তং শ্রীরামচন্দ্র শরণং প্রপদ্যে।।

যিনি সর্বজীবের আনন্দবর্ধক, যুদ্ধে বীর, কমলনেত্র, রঘুকূলপতি করুণার ঘনীভূতমূর্তি এবং যিনি সকলকে দাক্ষিণ্য প্রদান করেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রের শরণ লইতেছি।

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালী

ইতনি মিনতি রঘুনন্দনসে দুঃখদ্বন্দ্ব হামারা মিটাও জী।।
আপনে পদ-পঙ্কজ-পিঞ্জরমে চিতহংস হামারা বৈঠাওজী।।
তুলসীদাস কহে কর জোড়ি ভবসাগর পার উতারজী।।

—তুলসীদাস

মিশ্র জৌনপুরী—দাদ্‌রা

প্রেম মুদিত মন সে কহ্‌ রাম রাম রাম।
শ্রীরাম রাম রাম শ্রীরাম রাম রাম।।
পাপ কাটে দুখভি মিটে লেত রাম নাম।
ভব সমুদ্র সুখদায়ক এক রাম নাম।।
পরম শান্তি সুখ নিদান দিব্য রাম নাম।
নিরাধার কো আধার এক রাম নাম।।
পরমগোপ্য পরম ইষ্ট মন্ত্র রাম নাম।
সন্ত হৃদয় সদা বস্‌ত এক রাম নাম।।
মহাদেব সতত জপত মন্ত্র রাম নাম।
কাশী মরত মুক্ত করত কহ্‌ত রাম নাম।।
মাতা পিতা বন্ধু সখা সবহি রাম নাম।
ভকত জনন জীবন ধন এক রাম নাম।।

দুর্গা—ঝাঁপতাল

ভজ মন রাম নাম।
সুন্দর শ্যামলরূপ মনোহর গুণধাম।
সকল রিপু-নাশন, ধনুর্ধারী নারায়ণ
যোগী ভোলা নৃত্য করে গাহে রাম নাম।।

কীর্তন (ঝুমুর)—গড়খেমটা

জয় জয় রাম সিয়া রাম সিয়া রাম।।
সিয়া রামহী আধার জানে-সারা সংসার
দেখা দিলমে বিচার।।
উনকী মহিমা অপার কোই পাবে না পার
গুণ গাবে হাজার।
হরণ ধরণীকে ভার লিয়ে নরকে অবতার
নমো দশরথকুমার।।
কানে কুন্ডল বিশাল তিলক শোভে জাকে ভাল,
লটপট পাগিয়া রসাল।
শ্রীদশরথকে লাল কোশল-পালক কৃপাল,
রাজীব লোচন বিশাল।।

ঝিঁঝিট—একতাল

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই,
ভজলে অযোধ্যানাথ দুস্‌রা না কোই।।
রসনা রস নাম লেত সন্তানকো দরশ দেত,
ঈষৎ মুখচন্দ্রবিন্দু সুন্দর সুখদাই।।
হসন বোলন চতুর চাল, অয়ন বয়ান দৃগ্ বিশাল,
ভ্রূকুটি কুটিল তিলকভাল নাসিকা সুহাই।।
কেশরকো তিলকভাল, মানো রবি প্রাতঃকাল
মানো গিরি শিখর ফোড়ি সুরসরি বহিয়াই।।
মোতিনকো কণ্ঠমাল তারাগণ উর বিশাল,
শ্রবণ কুন্ডল ঝলমলাত রতিপতি ছবি ছাই।।
সখা সহিত সরযুতীর বিহরে রঘুবংশবীর,
তুলসীদাস হরষ নিরখি চরণরজ পাই।।

—তুলসীদাস

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতাল

ঠুমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পৈঁজনিয়াঁ।
কিলকিলাই উঠত ধায়, গিরত ভূমি লটপটায়;
ধায়ী মাতু গোদ লেত দশরথকী রাণীয়াঁ।।
অঙ্গরজঃ অঙ্গলাই বিবিধ ভাঁতি সোঁ দুলার,
তনমন ধন বার বার কহত মৃদু বাণিয়াঁ।।
তুলসীদাস অতি আনন্দ, হেরত মুখারবিন্দ,
রঘুবরকী ছবি সমান রঘুবর ছবি বাণিয়াঁ;

—তুলসীদাস

মিশ্র তিলক-কামোদ—কাহারবা

জপ মন রামনাম প্রাণারাম।
রাম রাম রাম রাম জপ মন অবিরাম
রাম রাম সীতারাম জপ মন অবিরাম
পুলকে পূরিবে মন প্রাণ।।
সুর-নর-বানর বন্দিত রঘুবর চরাচর পালনকারী,
নীলকমলদল নয়ন যুগল আর্ত-তাপিত-দুখহারী।
দশরথ-নন্দন সীতাপতি রাম,
পতিত পাবন অশরণগতি রাম,
বিঘন-বিনাশন দয়াঘন গুণধাম
মুণিমনোরঞ্জন রাম।
মুণিমনোরঞ্জন রাম, মুণিমনোরঞ্জন রাম,
মুণিমনোরঞ্জন রাম।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

পিলু-বারোঁয়া—পোস্তা

চল ভাই ভার ল'য়ে যাই অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তাঁর চরণে ভার, রাম বিনে ভার কে আর লবে।।
দিয়ে ভার লয়ে শরণ, বলব তাঁর ধরে চরণ,
এবার ভার লইলাম হরি আর ভার দিওনা ভবে।।
পাপেতে হয়েছি ভারি, আর ভার সইতে নারি,
না ভজে ভূতারহারী, ভাল হ'ল ভার বইতে ভবে।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা

নবীন-মেঘ-সন্নিভং সুনীল-কমলচ্ছবিম্।
সুহাসরঞ্জিতাধরং নমামি কৃষ্ণ-সুন্দরম্।। ১
যশোদানন্দনন্দনং সুরেন্দ্রপাদবন্দনম্।
সুবর্ণরত্নমণ্ডনং নমামি কৃষ্ণ-সুন্দরম্।। ২
ভবাব্ধিকর্ণধারকং ভয়ার্তিনাশকারকম্।
মুমুক্ষু-মুক্তি-দায়কং নমামি কৃষ্ণ-সুন্দরম্।। ৩

নবীন মেঘ ও নীলপদ্মসদৃশ কান্তি এবং সদাহাস্যোজ্জ্বল-অধর চিরসুন্দর কৃষ্ণকে প্রণাম করি। ১

যশোদা-নন্দ-দুলাল, দেবরাজ কর্তৃক পূজিত ও সুবর্ণ-রত্নমণ্ডিত চিরসুন্দর কৃষ্ণকে প্রণাম করি। ২

ভবসাগর-কাণ্ডারী, শঙ্কা ও সন্তাপহারী এবং মুক্তিসাধকের মুক্তিদাতা চিরসুন্দর কৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৩

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ। ১

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র ও বায়ু যাঁহাকে স্তবগাথাদ্বারা বন্দনা করিয়া থাকেন; সামগায়কেরা বেদ, বেদান্ত, পদ, ক্রম ও উপনিষদ্‌রাজিদ্বারা যাঁহার স্তুতিগান করেন; যোগিগণ যাঁহাকে ধ্যান সহায়ে তদ্‌গতচিত্তে দর্শন করেন, দেবাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই দেবকে প্রণাম করি। ১

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।। ২

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।। ৩
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।। ৪

ইমন-কল্যাণ — ত্রিতাল

জয় শঙ্খগদাধর নীলকলেবর পীতপটাম্বর দেহিপদম্।
জয় চন্দনচর্চিত কুণ্ডলমণ্ডিত কৌস্তভ শোভিত দেহিপদম্।।
জয় পঙ্কজলোচন মারবিমোহন পাপবিখণ্ডন দেহিপদম্।
জয় বেণুনিনাদক রাসবিহারক বঙ্কিমসুন্দর দেহিপদম্।।
জয় ধীরধুরন্ধর অদ্ভুতসুন্দর দৈবতসেবিত দেহিপদম্।
জয় বিশ্ববিমোহন মানসমোহন সংস্থিতিকারণ দেহিপদম্।।
জয় ভক্তজনাশ্রয় নিত্যসুখালয় অন্তিমবান্ধব দেহিপদম্।
জয় দুর্জয়শাসন কেলিপরায়ণ কালিয়মর্দন দেহিপদম্।।
জয় নিত্যনিরাময় দীনদয়াময় চিন্ময় মাধব দেহিপদম্।
জয় পামরপাবন ধর্মপরায়ণ দানবসূদন দেহিপদম্।।
জয় বেদবিদাম্বর গোপবধূপ্রিয় বৃন্দাবনধন দেহিপদম্।
জয় সত্যসনাতন দুর্গতিভঞ্জন সজ্জনরঞ্জন দেহিপদম্।।
জয় দেবকীবৎসল করুণাসাগর বাঞ্ছিতপূরক দেহিপদম্।
জয় পূতধরাতল দেবপরাৎপর সত্ত্বগুণাকর দেহিপদম্।।
জয় গোকুলভূষণ কংসনিষূদন সাত্বতজীবন দেহিপদম্।
জয় যোগপরায়ণ সংসৃতিবারণ ব্রহ্মনিরঞ্জন দেহিপদম্।।

মূলতান—ঢিমা ত্রিতাল

মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া জানেকো দে।
জানেকো দে রে সেঁইয়া, জানেকো দে (আজু ভালা)।।
মেরা বনোয়ারী, বাঁদি তুহারি, ছোড়ি চতুরাই সেঁইয়া
জানেকো দে (আজু ভালা), মোরে সেঁইয়া।
যমুনাকি নীরে, ভরোঁ গাগরিয়া, জোড়ি কহত সেঁইয়া
জানেকো দে।।

—স্বামী বিবেকানন্দ

কীর্তন—একতাল

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।
কিবা অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।।
নব রাগে রঞ্জিত, কোটী-শশী-বিনিন্দিত,
কিবা বিজলী চমকে, অরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।।
হৃদি কমলাসনে, ভাব তাঁর শ্রীচরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম-নয়নে অপরূপ প্রিয় দর্শন।
চিদানন্দরসে ভক্তিযোগাবেশে হওরে চির মগন।।

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

মিশ্র—ত্রিতাল

জগজন মোহন সঙ্কট-হারী কৃষ্ণ মুরারী শ্রীকৃষ্ণ মুরারী।
রাস রচায়ত শ্যাম বিহারী পরম যোগী প্রভু ভবভয়হারী।।
গোপীজন-রঞ্জন ব্রজ ভয়হারী, পুরুষোত্তম প্রভু গোলোকচারী।।
বন্‌শী বাজাওত বন-বন-চারী, ত্রিভুবন-পালক ভক্ত-ভিখারী।।
রাধাকান্ত হরি শিখি-পাখা-ধারী, কমলাপতি জয় গোপীমনহারী।।

—নজরুল

মিশ্র-কাওয়ালী

সুন্দর লালা নন্দদুলালা নাচত শ্রীবৃন্দাবন মে।
ভালে চন্দন-তিলক মনোহর অলকা শোভে কপোলন মে।।
শিরে চূড়া নয়ন বিশালা কুন্দমালা হিয়াপর দোলে।
পহিরণ পীত পটাম্বর বোলে রুনুঝুনু নূপুর চরণ মে।।
কোই গাওয়ত পঞ্চম তান বংশী পুকারো রাধা নাম।
মঙ্গল তাল মৃদঙ্গ রসাল বাজাওত কোই রঙ্গন মে।।
রাধা কৃষ্ণ একতনু হোয়, নিধুবন মে যো রঙ্গ মচাই।
বিশ্বরূপ যো ভগবান সোহি লীলা করত বৃন্দাবন মে।।

—বিশ্বরূপ গোস্বামী

দেশমিশ্র—একতাল

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী।।
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার)
ব্রজকিশোর, কালীয়হর, কাতর-ভয়-ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন,
গোবর্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী।
শ্যাম রাস-রসবিহারী (হরিবোল, হরিবোল...)।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ঝিঁঝিট—একতাল

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুস্‌রো ন কোই।
যাকে সির মৌর মুকুট মেরে পতি সোই;
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল হোই।।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোই।
অবতো বাত ফৈল গয়ী জানে সব কোই।।
সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোই।
ছাঁড় দই কুল কী কান ক্যা করেগা কোই।।
অঁসুঅন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম বীজ বোই।
মীরা প্রভু লগন লাগি, জো হোয় সো হোই।।

—মীরাবাঈ

ভৈরবী—কাহারবা

সাধন কর্‌না চাহিয়ে মনবাঁ ভজন করনা চাই।
প্রেম লাগানা চাহিয়ে মনবাঁ প্রীত করনা চাই।।
নিত্‌ লাহন্‌সে হরি মিলে তো জলজন্তু হ্যায়।
ফল মূল খাকে হরি মিলে তো বাদুর বাঁদরায়।।
তুল্‌সী পূজন্‌সে হরি মিলে তো ম্যাঁয় পূঁজু পাহাড়।।
তিরণ ভখন্‌সে হরি মিলে তো বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়ন্‌সে হরি মিলে তো বহুৎ রহে হ্যায় খোজা।।
দুধ পিনেসে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে মিলেনহী নন্দলালা।।

—মীরাবাঈ

শ্রীবুদ্ধ-বন্দনা

ধানি-মিশ্র—একতাল

জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই, কুহকে যেন!
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর, অধীর-অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।
জানি না কে বা, এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কে বা নিয়ে যায়।
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, ওঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায় এই আছে আর তখনি নাই!
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,
কে-জানে কেমন, কি খেলা হল
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি যাই যাই কোথা কূল কি নাই?
করহে চেতন,—কে আছ চেতন, কতদিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন?
যে আছ চেতন ঘুমায়ো না আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তমঃ নাশ, হও হে প্রকাশ—তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ভীমপলশ্রী—একতাল

ধ্যাম-স্তিমিতলোচন যোগী কে তুমি বসি তরুতলে।
তপের তাপেতে শীর্ণ শরীর, শ্রীমুখেতে তবু জ্যোতি খেলে।।
হেরি রাজটীকা ভালেতে তোমার, মনে হয় বুঝি রাজার কুমার,
প্রাসাদ কাহার করি অন্ধকার, যৌবনে যোগী সাজিলে।।
তুমি কি হে আজি করিয়াছ পণ,
"জ্ঞানলাভ কিংবা শরীর পাতন,"
নেহারিয়া তব ত্যাগ অতুলন, পাষাণ-হৃদয় যায় গলে।
ত্রিতাপ-তাপিত জীবের উদ্ধার, করিতে তুমি কি আসিলে আবার,
"প্রেম-মৈত্রী" করিতে প্রচার সব সুখ আশ তেয়াগিলে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—দাদরা

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর সব প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চির মধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।
এস দানবীর দাও ত্যাগ-কঠিন দীক্ষা
মহাভিক্ষু লও সবার অহংকার ভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক খন্ডন কর মোহ,
উজ্জ্বল হ'ক জ্ঞান-সূর্য উদয় সমারোহ,
প্রাণ লভুক সকল ভুবন নয়ন লভুক অন্ধ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।
ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়-বিষ বিকারজীর্ণ দীর্ণ অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভসঙ্গীতরাগ তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৈরবী—একতাল

কপিলাবস্তু নগরে শাক্য বুদ্ধ তনু ধরিলে নারায়ণ।
যজ্ঞ পশুর কাতর স্বর পশিল শ্রবণে টলিল আসন।।
"মা হিংসঃ সর্বভূতানি"
সর্বভূতে বিভু এক জানি,
বেদ মর্ম বুঝালে, প্রদানি পশু বিনিময়ে নিজের জীবন।
জরা, মৃত্যু, ব্যাধি করিতে নিরাস,
ত্যজি ভার্যা, পুত্র, রাজ্যগৃহবাস
সুতীব্র বৈরাগ্যে লইয়া সন্ন্যাস কত ঘোর তপ করি আচরণ;
স্বস্থ সুজাতার পায়স ভোজনে,
বৈশাখী শুভ পূর্ণিমা দিনে,
ল'ভি বোধিসুধা সম সর্বজনে সমগ্র ভুবনে করিলে বন্টন।।

—স্বামী তপানন্দ

খ্রীষ্ট-বন্দনা

ক্রুশ যাহার সুপরিচয় সত্য সাধনা যার,
প্রেমের যীশু, ত্যাগের গুরু বন্ধু এই যাত্রার।
অঙ্গে যাহার রিক্ত পথিক চিরদৈন্য বেশ
দীনের সেবায় বিলাল তাই ভুলে দুঃখ ক্লেশ,
সদাই সে যে ব্যাকুল রে ভাই লইতে বোঝার ভার।।
অন্তর যার পূর্ণ সুধায় পুণ্য পরশ গন্ধ
সুন্দর তার শ্রীমুখখানি ধেয়ানে আনন্দ,
জীবন-মরণ সার্থক ভাই সঙ্গ লভি তার।।

—সন্তোষকুমার পাত্র

শ্রীশঙ্কর-বন্দনা

গান্ধার—একতাল

ভারতগগনে জ্ঞান-ভাস্কর কে তুমি হে চীরধারী।
ফুল্ল-আনন রাজীবলোচন মুনিগণ-মনোহারী।।
বিবেক উজল প্রেম ঢল ঢল, বিষয় বিরাগী চিত্তকোমল,
বিগত-সংশয় হত রিপুছয় তুমি কিগো ত্রিপুরারি।।
ধর্মের যবে বন্দনদশা কর্মের নাগপাশে,
অমিতবীর্য! জ্ঞান-অসি নিয়া মুক্ত করিলে এসে।।
শুনি তব মুখে বেদ-হুঙ্কার জনম মরণ ঘুচে সবাকার,
শঙ্কর! মম শঙ্কা হরণ কর মোহ অপসারি'।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

শ্রীচৈতন্য-বন্দনা

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

ভজ রাধাকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মুখে।
নামে বুক ভরে যায় অভাব মিটায়, স্বভাব জাগায় মহাসুখে।।
হরি দীনবন্ধু, চিরদিন বন্ধু, জীবের চির সুখে দুখে,
ভজরে অন্ধ চরণারবিন্দ, দুস্তর এ মায়া বিপাকে।।
ভজ মূঢ়মতি, তব চিরসাথী, যাঁহার,করুণা লোকে লোকে।
লীলাময় হরি এসেছে নদীয়াপুরী, রাধার পিরীতি ল'য়ে বুকে।।

—ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কীর্তন-সুহই—দোলন

(ঐ যে ঐ) সুরধুনী তীরে ও কে হরি ব'লে নেচে চায়।
যায় রে কাঁচা-সোনার-বরণ, চাঁদের কিরণ মাখা গায়।।
শিরে চূড়া শিখিপাখা, রাধানাম সর্বাঙ্গে লেখা,
(ও তাঁর) নয়ন বাঁকা, ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা নূপুর রাঙ্গা পায়।।
একি নয় দেখেছি যা' রে, বিমল যমুনার তীরে,
(সে তো) এমনি ক'রে বাঁশী ধ'রে মজাইত গোপিকায়।।
বিশ্বরূপ কহে ফুকারি, (তাঁরে) চিনি চিনি মনে করি,
বরণ দেখে চিনতে নারি, স্বভাবে পাই পরিচয়।।

—বিশ্বরূপ গোস্বামী

কীর্তন—একতাল

এমন মধুমাখা হরিনাম নিমাই কোথা হ'তে এনেছে,
নাম একবার শুনে হৃদয়বীণে ওমনি বেজে উঠেছে।।
বহুদিন শ্রবণে শুনেছি ঐ নাম, কভু ত এমন করেনি পরাণ,
আজ কি যেন কি এক নবভাবোদয়, হৃদয় মাঝারে হতেছে।।
কেটে গেছে বিষম নয়নের ঘোর, গলে গেছে কঠিন হৃদয় মোর,
আজ কি যেন কি এক উজল জগতে, আমায় নিয়ে চলেছে।।
আজ হ'তে নিমাই তোর সঙ্গে রব, জ্ঞানের গরব আর না করিব,
আজ সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি বলে, নাচিতে বাসনা হতেছে।।
কে যেন কহিছে মোর কানে কানে, পারের উপায় হল এতদিনে,
আজ প্রেমের পসরা ধরি নিজ শিরে, প্রেমের ঠাকুর এসেছে।।

—স্বামী সচ্চিদানন্দ

কানাড়া—তেওরা

ধরা ধন্য পদ পরশে।

নীলাচলে গৌরচন্দ্র নাচে প্রেমাবেশে।।
হেমগিরি-সমকায় পুলক বৈবর্ণ্য তায়
'রাধা রাধা' জপে সদা অস্ফুট ভাষে।।
ভাবে মত্ত নৃত্যপর সহ নিজ পরিকর
ঢাকি কম কলেবর সন্ন্যাসী বেশে।
ভূমে গড়াগড়ি যায় যোগী ঋষি যাঁরে চায়
জপে তপে ক্ষীণকায় চরণ-আশে।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

বিবিধ সঙ্গীত

মিশ্র ভৈরবী

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিঽমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।
এতজ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ
সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মনো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তমেব বিদিত্বাতিঽমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।
যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূতঃ,
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ,
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

—উপনিষদ

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

অনুপম-মহিমাপূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান,
নিরমল পবিত্র ঊষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেমমুখ-ছায়া,
দেখ ঐ উদয়গিরি-শুভ্রভালে।
মধু সমীরণ ঐ যে বহিছে শুভদিনে,
তাঁর গুণ গান করি অমৃত ঢালে।
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত-নিকেতনে,
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে।।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেহাগ—একতাল

তোমারি নাম ব'লবো আমি বল'বো নানা ছলে।
ব'লবো একা বসে, আপন মনের ছায়া তলে।।
ব'লবো বিনা ভাষায়, ব'লবো বিনা আশায়,
ব'লবো মুখের হাসি দিয়ে ব'লবো চোখের-জলে।।
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকবো তোমার নাম।
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পূরবে মনস্কাম!
শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খট্‌ভৈরবী—কাওয়ালী

দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী?
সুখে দুঃখে সম বন্ধু এমন কে, শোকতাপভয়হারী?
সঙ্কটপূরিত ঘোর ভবার্ণব, তারে কোন্ কাণ্ডারী;
কার প্রসাদে দূর-পরাহত রিপুদল-বিপ্লবকারী?
পাপদহন-পরিতাপ নিবারি, কে দেয় শান্তির বারি;
ত্যজিলে সকলে অন্তিমকালে কে লয় ক্রোড় প্রসারি।।

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতাল

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি কত আশা ক'রে বসে আছি, পাব জীবনে, না হয় মরণে।
আহা তাই যদি নাহি হবে গো—
পাতকী-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো;
হয়ে পথের ধূলায় অন্ধ, এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?

তবে পারে ব'সে 'পার কর' বলে পাপী কেন ডাকে দীন-শরণে?
আমি শুনেছি হে তৃষাহারী!
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি;
তুমি আপন হইতে হও আপনার, যার কেহ নাই তুমি আছ তার;
একি সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে প্রভু, মরমে।।
—রজনীকান্ত সেন

ইমন কল্যাণ—তেওরা

সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ, দুঃখ জ্বালা সেই পাসরে।।
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী।
যেই ভকত সেই জানে (প্রভু) তুমি জানাও যারে সেই জানে।।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৈরবী—একতাল

তুমি নির্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্ মোর, মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা, ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন, ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল পাথারে।
প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোরে মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ, অনল অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধর সলিলে, গহনে,
আছ, বিটপি-লতায়, জলদের গায়, শশী, তারকায় তপনে;
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, ব'সে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া;
আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।।
—রজনীকান্ত সেন

মিশ্র কানাড়া—একতাল

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ;
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
চির আদরের বিনিময়ে, সখা, চির-অবহেলা পেয়েছ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দুহাত পসারি,
ধরে টেনে কোলে নিয়েছ।।
ও পথে যেওনা ফিরে এস, ব'লে কানে কানে কত কয়েছ;
(আমি) তবু চলে গেছি; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।।
(এই) চির অপরাধী পাতকের বোঝা হাসি মুখে তুমি বয়েছ;
(আমায়) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে
বুকে করে নিয়ে রয়েছ।।

—রজনীকান্ত সেন

ইমন কল্যাণ—একতাল

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার, ডুবাও চোখের জলে।।
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।।
আমারে না যেন করি প্রচার, আমার আপন কাজে,
তোমারই ইচ্ছা কর হে পূর্ণ আমার জীবন-মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও, হৃদয়-পদ্মদলে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাফি-সিন্ধু— তেওরা

(তুই) পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস্ হৃদয়-দেউল মাঝে।
ভক্তি প্রেমের ধূপটি জ্বালিস্, নিত্য সকাল সাঁঝে।।
পাবি যে দিন দুঃখ ব্যথা, দেবতারি পায় নোয়াস্ মাথা,
বলিস্ "তোমার ইচ্ছা ফলুক, আমার জীবন মাঝে' ।।
আপনাকে তাঁর ভৃত্য রাখিস্, তাঁরে করিস্ রাজা,
তাঁর তরে তুই আসন পাতিস্ ফুলের মালা সাজা।
তবু যদি দেখা না পাস্, চোখের জলে বেদন জানাস্,
বলিস্ "প্রিয়! তোমার তরে, এ দেহে প্রাণ আছে" ।।

—রজনীকান্ত সেন

কাফি— ত্রিতাল

রাজ রাজেশ্বর দেখা দাও।
করুণা-ভিখারী আমি, করুণা-নয়নে চাও।
চরণে উৎসর্গ দান, করিয়াছি এই প্রাণ
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।।
কলুষ-কলঙ্কে ভরা আবরিত এ হৃদয়,
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
মৃতসঞ্জীবনী দানে শোধন করিয়া লও।।

—স্বর্ণকুমারী ঘোষাল

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

তুমি নাহি দিলে দেখা, কে তোমায় দেখিতে পায়?
তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায়?
তুমি পূর্ণ পরাৎপর, তুমি অগম্য অপার,
ওহে নাথ, সাধ্য কার, ধ্যানেতে ধরে তোমায়।।
মনেরে বুঝাই এত, তুমি বাক্যমনাতীত,
তবু প্রাণ ব্যাকুলিত, তোমারে দেখিতে চায়।।

দিয়ে দীনে দরশন, কর হে দুঃখ মোচন,
ওহে লজ্জানিবারণ শীতল কর হৃদয়।।
—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

আলাইয়া—ঝাঁপতাল

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।।
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়নজলে ঢাল গো কিরণধারা।।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল কিনারা।।
কখনও বিপথে যতি, ভ্রমিতে চাহে এ-হৃদি
অমনি ও-মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা ব'সে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।
পরম ধন ঐ পরশ মণি যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।।
তীর্থগমন দুঃখভ্রমণ মনউচাটন করো না রে,
(তুমি) আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে শীতল হও না মূলাধারে।
কী দেখ কমলাকান্ত মিছে বাজী এ সংসারে,
(তুমি) বাজীকরে চিনলে নারে, (সে যে)
ঘটে-ঘটে বিরাজ করে।।
—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

সুরটমল্লার—একতাল

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।।
বিষয়পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন,
পরপ্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে।।
সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন গোপনে অতি যতনে;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগম, পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী শম দম দুই জনে।।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিবে বিশ্রাম।
পথভ্রান্ত হলে শুধাইবে পথ সে পান্থনিবাসিগণে;
যদি দেখ পথে ভয়েরি আগার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে।।

—অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

মূলতান—একতাল

যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ, দিবানিশি, আশাপথ নিরখিয়ে।।
তুমি ত্রিভুবন-নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় 'এস হে মম হৃদয়ে'।
হৃদয়-কুটির দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে।।

—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

ভৈরবী—যৎ

প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো।
সমদরশী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো।।
ইক লোহা পূজা মে রাখত, ইক রহত ব্যাধ-ঘর পরো,
পারস কে মন দ্বিধা নহী হৈ, দুহুঁ এক কাঞ্চন করো।।
ইক নদিয়া ইক নার কহাবত মৈলো নীর ভরো;
জব্ মিলি দোনো এক বরণ ভয়ে সুরসুরি নাম পরো।।
ইক জীব ইক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।।

—সুরদাস

খাম্বাজ—যৎ

পীলেরে অবধূত হো মত্‌বারা, প্যালা প্রেম হরিরস কা রে।
বাল অবস্থা খেল গঁবাই, তরুণ ভয়ে নারী বশ কা রে।
বৃদ্ধা ভয়ো কফ বায়ুনে ঘেরা, খাটপড়া রহে,
নাহি জায় বসকারে মস্‌কা রে।।
নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী, ক্যায়সা ভরম মিটে পশুকা রে।
বিনা সৎগুরু নর য়্যাসাহি ঢুঁঢ়ে, জ্যায়সা মৃগ্ ফিরে বন্‌কা রে।।

আশাবরী—একতাল

প্রভু ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা।।
দো রোটি, এক লঙ্গোটি তেরে পাস ম্যয় পায়া।
ভগতি ভাব্ আউর দে নাম তেরা গাঁবা।।
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা মীরাঁ;
অব্ কি বার দে দীদার মেহর কর ফকীরাঁ।

তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরো বারয়া;
দাস কবীর শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া।।

—কবীর

ইমন-কল্যাণ—আদ্ধা

লক্ষ প্রাণের দুঃখ যদি বক্ষে রে তোর বাজে।
মূর্ত ক'রে তোল্‌রে তারে সকল কাজের মাঝে।।
যা ছুটে যা ওরে পাগল, বজ্র-রোলে সবারে বল,
ওঠরে তোরা, মোছ আঁখিজল, ভোলরে অলীক লাজে।।
প্রাণ দিয়ে তোর জ্বেলে আগুন জ্বালা সকল ঘরে;
স্বার্থ দ্বন্দ্ব মৃত্যুভীতি ছাই হয়ে যাক্ পুড়ে।
আবার চেয়ে দেখুক জগৎ, তোরাও মানুষ তোরাও মহৎ
আজও তোদের শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত আছে।

—স্বামী চন্ডিকানন্দ

ভৈরব—দাদরা (জলদ)

শৌর্য দাও—

শৌর্য দাও বীর্য দাও নবীন জীবন দাও
পরা অপরা বিদ্যা দাও দিব্য চেতন দাও।।
কর্মে শক্তি দাও, হৃদয়ে ভকতি দাও।
নির্মল শুভ বুদ্ধি দাও, জ্ঞান গরিমা দাও।।
'ত্যাগে'-তে মতি দাও, 'সেবা'-তে প্রীতি দাও
স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-ভেদ বুদ্ধি চিরতরে মুছে দাও।।
এ নবযুগের নবীন তন্ত্রে, দীক্ষিত কর মিলন মন্ত্রে
সার্থক কর জীবন মোদের চরণে শরণ দাও।।

—স্বামী চন্ডিকানন্দ

বাউল—দাদ্‌রা

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে এক্‌লা চলো রে।
এক্‌লা চলো, এক্‌লা চলো, এক্‌লা চলো রে।।
যদি কেউ কথা না কয়—(ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে,
ও তুই মুখ ফুটে, তোর মনের কথা, এক্‌লা বলো রে।।
যদি সবাই ফিরে যায়—(ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে এক্‌লা দলো রে।।
যদি আলো না ধরে—(ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে এক্‌লা জ্বলো রে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়হংস সারঙ্গ—চৌতাল

(তারে) আরতি করে চন্দ্র তপন, দেবমানব বন্দে চরণ
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ, তাঁর জগত-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন, সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে।।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি, পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি
কতই বরণ কতই গন্ধ, কতই গীতি, কত ছন্দরে।।
বিহগ গীত গগন ছায়, জলদ গায়, জলধি গায়,
মহাপবন হরষে ধায়, গাহে গিরি কন্দরে।

কত কত শত ভকত-প্রাণ, হেরিছে পুলকে গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ছুটিছে প্রেম; টুটিছে মোহবন্ধরে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাগেশ্রী—আড়া

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর।।
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর।।
ধীরে ধীরে ছায়াদলে, মহালয়ে প্রবেশিল
বলে মাত্র 'আমি', 'আমি', এই ধারা অনুক্ষণ,
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল;
'অবাঙ্মনসোগোচরম্', বোঝে— প্রাণ বোঝে যার।

—স্বামী বিবেকানন্দ

খাম্বাজ—চৌতাল

একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কালহীন,
দেশহীন, সর্বহীন "নেতি নেতি" বিরাম যথায়।
সেথা হ'তে বহে কারণ-ধারা, ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি, "অহমহমিতি" সর্বক্ষণ।।
সে অপার ইচ্ছা-সাগরমাঝে, অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে।
কতই রূপ, কতই শকতি, কত গতি-স্থিতি কে করে গণন।।
কোটি চন্দ্র কোটি তপন, লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন, করি দশদিক জ্যোতিঃ মগন।
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী, সুখদুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য, তারি কিরণ, যেই সূর্য সেই কিরণ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বেহাগ—কাওয়ালী

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে, যতদূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ, আপনার পানে চাই।।
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু
সব আছে আছে আছে,
নাই-নাই-ভয়, সে শুধু আমারি, নিশিদিন কাঁদি তাই।।
অন্তর-গ্লানি সংসার ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৈরবী—একতাল

সবারে বাসরে ভাল নইলে (মনের) কালো ঘুচ্‌বে না রে!
আছে তোর যাহা ভাল, ফুলের মত দে সবারে।
করি তুই আপন আপন, হারালি যা ছিল আপন;
এবার তোর ভরা আপন, বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।
যারে তুই ভাবিস্‌ ফণী, তারো মাথায় আছে মণি;
বাজা তোর প্রেমের বাঁশী—ভবের বনে ভয় বা কারে!
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে; রাখবি কারে কারে ফেলে?
একই নায়ে সকল ভায়ে যেতে হবে রে ওপারে।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

বাউল—একতাল

আর কেন মন এ-সংসারে, যাই চল সেই নগরে।
যেথা দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে।।
পক্ষ ভেদে ক্ষয় উদয়—নাইকো চাঁদের সে পুরে।
নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ পিপাসা, পূর্ণানন্দ বিহরে।।

সুধাকরে সুধাক্ষরে রবি বিষ বিতরে।
মনের মতন চকোর বিনা চাঁদের সুধা চাঁদ হরে।।
(ও মন) তোমার মতন হয় যে জনা, সেই ত গরল পান করে।
(আবার) জ্ঞান হারায়ে বিষের জ্বালায়, কেবল গতায়াত করে।
সেই নগরে বাস করে যে প্রেমিক ধন্য কয় তারে।
(তারা) সাকারকে করে নিরাকার, নিরাকার সাকার করে।

—প্রেমিক

বাউল—আড়খেমটা

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে, আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে, পাবিরে প্রেম রত্নধন।।
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি; জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ।।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন্ জন,
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন ভাব গুরুর শ্রীচরণ।।

—কবীর

সিন্ধু বিজয়—তেওরা

ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম;
অপূর্ব শোভন ভব-জলধির পারে, জ্যোতির্ময়।
শোক-তাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে প্রেম জাগিবে অন্তরে।।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত-লোচন কি অমৃতরস পানে ভুলিল চরাচর;
কি সুধাময় গান গাহিছে সুরগণ, বিমল বিভুগুণ-বন্দন।
কোটি চন্দ্র তারা উলসিত নৃত্য করিছে অবিরাম।।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাউল—একতাল

তুমি যত ভার দিয়েছ সে-ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলি হয়েছে বোঝা। (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও,
ভারের বেগেতে চলেছি কোথায় এ যাত্রা তুমি থামাও।। (বন্ধু)
আপনি যে-দুখ ডেকে আনি সে যে জ্বালায় বজ্রানলে—
অঙ্গার করে রেখে যায় সেথা কোন ফল নাহি ফলে—(বন্ধু)
তুমি যাহা দাও সে যে দুঃখের দান
শ্রাবণ ধারায় বেদনার রসে সার্থক করে প্রাণ।। (বন্ধু)
যেখানে যা কিছু পেয়েছি কেবলি সকলি করেছি জমা।
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব কেহ নাহি করে ক্ষমা (বন্ধু)।।
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও,
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি এ যাত্রা মোরে থামাও।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশ্র-বেহাগ—একতাল

আদর্শ তব শঙ্কর সীতা ভুলিও না তুমি ভুলিও না।
ভুলিও না তুমি মহা পবিত্র এই ভারতের ধূলিকণা।।
ভারত সন্তান দেবতা তোমার, খুঁজিতে ঈশ্বর কোথা যাবে আর?
মহা উপচারে ত্যাগ ও সেবার, কর কর তার আরাধনা।।
উচ্চ কণ্ঠে বল বল তুমি, 'ভারত-সন্তান আমার ভাই,
মূর্খ কাঙ্গাল দ্বিজ চন্ডাল, দেবতা আমার এঁরা সবাই।'
প্রাণপণে তুমি বলো দিনরাত, 'ওমা জগদম্বা, ওগো উমানাথ,
মানুষ করিয়া দাও গো আমায়, আর কিছু আমি চাহিব না।'

—স্বামী চন্ডিকানন্দ

গৌড়সারং—দাদ্‌রা

আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর।।
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহা-গগন মাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে।।
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুতবেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে।।
ধরণী'-পরে ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা,
ফুল পল্লব গীতগন্ধ সুন্দর বরণে।।
বহে জীবন রজনী দিন চির নূতন ধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে।।
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ;
কত সান্ত্বন করো বর্ষণ সন্তাপ হরণে।।
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাফি—ঝাঁপতাল

সুন্দর তোমারি নাম দীনশরণ হে।
বরষে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ, হে প্রাণরমণ হে।।
এক তব নাম ধন, অমৃত-ভবন হে
অমর হয় সেইজন, যে করে কীর্তন হে।।
গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নামসুধা শ্রবণে পরশে;
হৃদয় মধুময় তব নাম গানে, হয় হে হৃদয়নাথ চিদানন্দঘন হে।।

—পুন্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়

দেশ-বন্দনা

বন্দেমাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্য-শ্যামলং মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং সুখদাং বরদাং মাতরম্।
ত্রিংশ-কোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,
দ্বিত্রিংশ-কোটি-ভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণীং রিপুদলবারিণীং মাতরম্।।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে
ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণধারিণী, কমলা কমলদল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাম্।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্।।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা।

জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী,
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী,
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশ্র দাদরা—একতাল

ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা;
(ওযে) স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা কোথায় উজল এমন ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!
সেথা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।।
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
(তারা) ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে!
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।।
ভায়ের, মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ?
ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি!
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মিশ্র—ত্রিতাল

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নত শির, নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান, সাথে আছে ভগবান,—
হবে জয়।
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান;
দেখিয়া ভারতে মহা-জাতির উত্থান—জগজন মানিবে বিস্ময়!
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন!
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন—ঐ দেখ প্রভাত উদয়!
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে,
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে—সত্যের নাহি পরাজয়।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতাল

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে
বাজায় বাঁশি।।
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি।।
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কি মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ওমা,
আমি নয়ন জলে ভাসি।।
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে, ওমা, তোমার কোলে ছুটে আসি।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশ্র—ত্রিতাল

উঠগো, ভারতলক্ষ্মী! উঠ আদি জগত-জন-পূজ্যা।
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল কনক ধন-ধান্যে।
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বনা-বাস দেহ তুলে চক্ষে;

কাঁদিছে তব চরণ-তলে ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো।
কান্ডারী নাহিক কমলা, দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন দর্শে,
তোমার অভয় পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বনা-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণ-তলে ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো।
ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে
দূরিত করি পাপ-পুঞ্জে, তপঃ-তুঞ্জে,
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে।।
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বনা-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণ-তলে ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

ইমন-ভূপালী — দাদরা

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সে দিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রী!"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনী! জগজ্জননী! ভারতবর্ষ!"
সদ্য স্নান-সিক্ত-বসনা চিকুর সিন্ধু-শীকরলিপ্ত;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা, চন্দ্র;
মন্ত্র-মুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ মন্দ্র।।

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ;
শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট, সাগর ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার, — পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখনো মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখনো শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ;
উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত।
লুটায়ে পড়িছে পিক কলরবে চুম্বি' তোমার চরণ-প্রান্ত;
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয় সলিল বৃষ্টি,
চরণে তোমার কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি।।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ;
জননি! তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
জননী! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ;
জগৎপালিনি! জগত্তারিণি জগজ্জননি! জগন্মোহিনি!
ভারতবর্ষ।।

— —দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দেশভক্তি-গীত — কাহরবা

সারে জহাঁ সে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা।
হম বুলবুলে হ্যঁয় ইসকী য়হ গুলসিতাঁ হমারা।।
গুরবত মেঁ হো অগর হম রহতা হ্যয় দিল বর্তন মেঁ।
সমঝো ওহী হমেঁ ভী দিল হো জহাঁ হমারা।।
পরবত ওঅহ সবসে উঁচা হমসায়া আসমাঁকা।
ওঅহ সন্তরী হমারা ওঅহ পাসবাঁ হমারা।।
গোদী মেঁ খেলতী হ্যঁয় জিসকী হজারো নদীয়াঁ

গুলশন হ্যয় জিনকে দম সে রশ্‌কেজিনী হমারা।।
অ্যায় আবেরোদ গঙ্গা! ওঅহ দিন হ্যয় য়াদ তুঝকো।
উৎরা তেরে কিনারে জব কারওয়াঁ হমারা।।
মজ্‌হব নহী সিখাতা আপস মেঁ বৈরখানা।
হিন্দবী হ্যয় হম ওঅতন হ্যয় হিন্দোস্তাঁ হমারা।।

— মঃ ইকবাল

মিশ্র-খাম্বাজ — তিনতাল

বলো, বলো, বলো সবে, শত-বীণা- বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান হবে,
নবদিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে।।
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী, ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী, এখনও অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,
প্রতি জন-পদ, তীর্থ অগণন, কহিছে গৌরব-কাহিনী।
বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী, সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি, আমরা তাঁদেরই সন্ততি।।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতিপুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ, — আমরা তাঁদেরই সন্ততি।।
ভোলে নি ভারত, ভোলে নি সে কথা, অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা,
নানক নিমাই করেছিল ভাই সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি অভিমান,
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক প্রাণ, একজাতি প্রেম-বন্ধনে।।
মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে, ঋষি-রাজকুল জন্মে নি মিছে,

দুদিনের তরে হীনতা সহিছে, জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য, আসিবে আবার আসিবে।।
এসো হে কৃষক কুটির-নিবাসী, এস অনার্য গিরি-বনবাসী,
এসো হে সংসারী, এসো হে সন্ন্যাসী, — মিল' হে মায়ের চরণে।
এসো অবনত, এসা হে শিক্ষিত,
পরহিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত, — মিল হে মায়ের চরণে।
এসো হে হিন্দু, এসো মুসলমান,
এসো হে পারসী, বৌদ্ধ, খৃস্টীয়ান্ — মিল হে মায়ের চরণে।।

— অতুলপ্রসাদ সেন

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার হে
লঙিঘতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।।
তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী শান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি পণ!
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।।

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি নিয়াছ যে মহাভার।।

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর।
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

— নজরুল ইসলাম

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি'।।
গাজনের বাজ্‌না বাজা!
কে মালিক? কে সে রাজা?
কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি,
ভগবান পরবে ফাঁসি?
সর্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?
ওরে ও পাগ্‌লা ভোলা,
দে রে দে প্রলয়-দোলা

গারদগুলো জোর্‌সে ধ'রে হেঁচকা টানে।
মার হাঁক হৈদরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক,
ডাক্ ওরে ডাক্ মৃত্যুকে ডাক্ জীবন পানে!
নাচে ঐ কাল-বোশেখী,
কাটাবি কাল ব'সে কি?
দে রে দেখি ভীম-কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি'!
লাথি মার, ভাঙ্ রে তালা!
যত সব বন্দিশালায়
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি'।।

— নজরুল ইসলাম

চল্ রে চল্ সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান।
বীরদর্পে পৌরুষ গর্বে
সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ।।
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য
কে করে মোচন?
উঠ, জাগো, সবে বলো—মাগো!
তব পদে সঁপিনু পরান।।
এক তন্ত্রে করো তপ,এক মন্ত্রে জপ
শিক্ষা দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক,
এক সুরে গাও সবে গান।

দেশ দেশান্তে যাও রে আনতে
নব-নব জ্ঞান।
নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো
উঠাও রে নবতর তান।।
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন
না করি দৃকপাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব ন্যায়
তাহাতে জীবন করো দান।
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান
এক পথে এক সাথে চলো
উড়াইয়ে একতা-নিশান।।

— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাল — দাদরা

ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো
তোমাতে আমরা লভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো।
কিরীট ধারিণী তুষার শৃঙ্গে সবুজে সাজোনো তোমার দেশ
তোমার উপমা তুমি তো মা তোমার রূপের নাই তো শেষ।
সঘন গহন তমসা সহসা আসে যদি নেমে আকাশে ঘোর
হাতে হাত রেখে মিল এক সাথে আমরা আনিব নতুন ভোর।
শক্তিদায়িনী দাও মা শক্তি ঘুচাও দীনতা ভরে আবেশ
আঁধার রজনী ভয় কি জননী আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ
রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বীর সুভাষের মহান দেশ
নাহি তো ভাবনা করি না চিন্তা হৃদয়ে নাহি তো ভয়ের লেশ।।

— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে।
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দীশালার ঐ শিকল ভাঙা,
তারা কি ফিরিবে আজ তারা কি ফিরিবে আজ সুপ্রভাতে?
যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে।
যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি,
এসো স্বদেশব্রতে মহা দীক্ষা লভি সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি।
যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা, মৌন মলিন মুখে জাগালো ভাষা,
আজ রক্ত কমল গাথা আজ রক্ত কমল গাথা মাল্যখানি
বিজয়লক্ষ্মী দেবে তাদেরি গলে।

— মোহিনী চৌধুরী

বিবিধ স্তব

নির্বাণষট্‌কম্ (আত্মষট্‌কম্)

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্নতেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।। ১
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু-
র্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ-।
ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ূ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।। ২
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম।। ৩

আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নহি; কর্ণ ও জিহ্বা নহি, নাসিকা ও চক্ষু নহি, আকাশ ও ক্ষিতি নহি, অগ্নি নহি, বায়ুও নহি; আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব, আমি শিব। ১

আমি পঞ্চপ্রাণ নহি, পঞ্চবায়ু নহি, সপ্তধাতু নহি, পঞ্চকোষ নহি, বাগিন্দ্রিয়, হস্ত ও পাদ নহি, উপস্থ ও পায়ু নহি; আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব, আমি শিব। ২

আমার অনুরাগ ও বিরাগ নাই; আমার লোভ ও মোহ নাই; আমার অহঙ্কার ও মাৎসর্য নাই; ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নাই; আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব, আমি শিব। ৩

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।। ৪
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম।। ৫
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভূত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।। ৬

—শঙ্করাচার্য

(আমার) পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখ, মন্ত্র, তীর্থ, বেদপাঠ ও যজ্ঞ নাই; আমি ভোজন, ভোজ্য বা ভোক্তা নহি; আমি চিদানন্দরূপ শিব, আমি শিব। ৪

আমার মৃত্যু, ভয় ও জাতিভেদ নাই; আমার পিতা, মাতা ও জন্ম নাই; আমার বন্ধু, মিত্র, গুরু ও শিষ্য নাই; আমি চিদানন্দরূপ শিব, আমি শিব। ৫

আমি নির্বিকল্প, নিরাকারস্বরূপ এবং সর্বব্যাপী বলিয়া সর্বত্র বিদ্যমান; আমি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহি, আমি মুক্তি নহি, জ্ঞেয়ও নহি; আমি চিদানন্দরূপ শিব, আমি শিব। ৬

দশাবতার-স্তোত্রম্

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।। ১
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।। ২
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না, শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।। ৩
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং, দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।। ৪
ছলয়সি বিক্রমেণ বলিমদ্ভুতবামন, পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।। ৫
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং, স্নপয়সি পয়সি শমিতবভতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।। ৬
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং, দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরঘুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।। ৭
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং, হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।। ৮
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং, সদয়হৃদয়-দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।। ৯
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং, ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।।১০
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং, শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।।

—শ্রীজয়দেব

গঙ্গাস্তোত্রম্

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।। ১
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্।। ২
হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্।। ৩
তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ।। ৪
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে, পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে।। ৫
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে, বিবুধবধূকৃততরলাপাঙ্গে।। ৬
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে।। ৭
পরিলসঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, সুখদে শুভদে সেবকচরণে।।৮
রোগং শোকং পাপং তাপং, হর মে ভগবতি কুমতিকলাপং।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে।। ৯
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য হি বাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।। ১০
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীনঃ।
অহ্ন গব্যূতৌ শ্বপচো দীনো, ন পুর্নদূরে নৃপতিকুলীনঃ।।১১
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিমমমলং নিত্যং পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্।। ১২
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ, তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুরমনোহরপজ্ঝটিকাভিঃ পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ।। ১৩
গঙ্গা-স্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিতফলদং বিদিতমুদারং।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং, পঠতু চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্।। ১৪

—শঙ্করাচার্য

শ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তনম্

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।। ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

স্তবঃ

বর্ণানামর্থসঙঘানাং রসানাং ছন্দসামপি।
মঙ্গলানাঞ্চ কর্তারৌ বন্দে বাণীবিনায়কৌ।। ১
ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ।
যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তঃস্থমীশ্বরম্।। ২
বন্দে বোধময়ং নিত্যং গুরুং শঙ্কররূপিণম্।
যমাশ্রিতো হি বক্রোঽপি চন্দ্রঃ সর্বত্র বন্দ্যতে।। ৩
সীতারামগুণগ্রাম-পুণ্যারণ্যবিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বরকপীশ্বরৌ।। ৪
উদ্ভবস্থিতি-সংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্।। ৫
যন্মায়াবশবর্তি-বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরা
যৎসত্ত্বাদমৃষৈব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ।
যৎপাদঃ প্লবমিব ভাতি হি ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাম্
বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্।। ৬

বর্ণ, অর্থ, রস, ছন্দসমূহের প্রণেত্রী সরস্বতী এবং সমুদয় মঙ্গলবিধায়ক গণেশকে বন্দনা করি। ১

যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ব্যতিরেকে সিদ্ধগণ স্বীয় অন্তঃকরণস্থিত ঈশ্বরের দর্শনলাভে সমর্থ হন না, সেই শ্রদ্ধারূপিণী ভবানী এবং বিশ্বাসরূপী শঙ্করকে বন্দনা করি। ২

যাঁহাকে আশ্রয় করাতে চন্দ্র কুটিলাকৃতি হইয়াও সর্বত্র বন্দনীয়, সেই শঙ্কররূপী জ্ঞানময় সনাতন গুরুকে বন্দনা করি। ৩

প্রসন্নতাং যা ন গতাভিষেকত-স্তথা ন মম্লৌ বনবাসদুঃখতঃ।
মুখাম্বুজশ্রী রঘুনন্দনস্য মে সদাস্তু সা মঞ্জুলমঙ্গলপ্রদা।। ৭
নীলাম্বুজশ্যামলকোমলাঙ্গং সীতাসমারোপিতবামভাগম্।
পাণৌ মহাসায়কচারুচাপং নমামি রামং রঘুবংশনাথম্।। ৮
মূলং ধর্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদম্
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং ত্বঘহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্।
মোহাম্ভোধরপুঞ্জপাটনবিধৌ খে সম্ভবং শঙ্করং
বন্দে ব্রহ্মকুলকলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ং।। ৯
সান্দ্রানন্দপয়োদসৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরং
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসৎতূণীরভারং বরম্।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজুটেন সংশোভিতং
সীতালক্ষ্মণসংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভজে।। ১০

সীতা ও রামচন্দ্রের গুণাবলীরূপ পুণ্যারণ্যে বিহরণকারী বিশুদ্ধবিজ্ঞানসম্পন্ন কবিশ্রেষ্ঠ, (বাল্মীকি), ও কপিশ্রেষ্ঠ (হনুমান)-কে বন্দনা করি। ৪

(প্রকৃতিরূপে জগতের) উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, ক্লেশ-হারিণী, সমূহকল্যাণবিধায়িনী রামবল্লভা, সীতাকে নমস্কার করি। ৫

সমস্ত জগৎ, ব্রহ্মাদি দেবতা ও অসুরগণ যাঁহার মায়ার অধীন, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় (অর্থাৎ আছে বলিয়াই যেমন তাহাতে ভ্রান্তিকল্পিত সর্পও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ) সমুদয় (জীব ও জগৎ) মিথ্যা হইলেও যাঁহার সত্তায় সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, ভবসাগর পারেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম তরণীস্বরূপ প্রতীত হয়, সেই সর্বকারণাতীত রামনামধারী ঈশ্বর হরিকে বন্দনা করি। ৬

রঘুনন্দনের বদনকমলের যে শ্রী রাজ্যাভিষেকেও প্রফুল্ল ভাব ধারণ

কুন্দেন্দীবরসুন্দরাবতিবলৌ বিজ্ঞানধামাবুভৌ
শোভাঢ্যৌ বরধন্বিনৌ শ্রুতিনুতৌ গোবিপ্রবৃন্দপ্রিয়ৌ।
মায়ামানুষরূপিণৌ রঘুবরৌ সদ্ধর্মবন্তৌ হিতৌ
সীতান্বেষণতৎপরৌ পথিগতৌ ভক্তিপ্রদৌ তৌ হি নঃ।। ১১

ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভবং কলিমলপ্রধ্বংসনং চাব্যয়ং
শ্রীমচ্ছম্ভুমুখেন্দুসুন্দরবরে সংশোভিতং সর্বদা
সংসারাময়ভেষজং সুমধুরং শ্রীজানকীজাবনং
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতম্।। ১২
শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্বাণশান্তিপ্রদং
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্।
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিং
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্।। ১৩

করে নাই এবং বনবাসের দুঃখেও ম্লান হয় নাই, সেই সুন্দর মুখশ্রী আমাকে সর্বদা মঙ্গল দান করুক। ৭

যাঁহার অঙ্গ নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও কোমল, যাঁহার বামভাগে সীতা অবস্থিত এবং যাঁহার হস্তে মহাশরযুক্ত সুন্দর ধনু, সেই রঘুবংশনাথ রামচন্দ্রকে নমস্কার।। ৮

ধর্মরূপ বৃক্ষের মূলস্বরূপ, বিবেকরূপ সমুদ্রের আনন্দদায়ী, পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ বৈরাগ্য-কমলের (বিকাশক) সূর্যস্বরূপ, পাপরূপ ঘোর অন্ধকারের বিনাশক, ত্রিতাপহারী, মোহরূপ মেঘপুঞ্জকে বিচ্ছিন্নকারী পবনস্বরূপ, ব্রহ্মকুলের কলঙ্করূপী দক্ষের শাসক এবং রাজা শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় মহাদেবকে বন্দনা করি। ৯

যাঁহার অঙ্গ আনন্দবারি বর্ষণকারী ঘন মেঘের ন্যায় কমনীয়, যিনি পীত বসন-পরিহিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত, যাঁহার হস্তে ধনুর্বাণ এবং কটিদেশে

কেকিকণ্ঠাভনীলং সুরবরবিলসদ্বিপ্রপাদাব্জচিহ্নং
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনয়নং সর্বদা সুপ্রসন্নম্।
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধুনা সেব্যমানং
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনিশং পুষ্পকারূঢ়রামম্।। ১৪

আর্তানামার্তিহন্তারং ভীতানাং ভয়নাশনম্।
দ্বিষতাং কালদন্ডং তং রামচন্দ্রং নমাম্যহম্।। ১৫

তূণীরভার শোভিত, যাঁহার নয়ন নীলকমলের ন্যায় বিস্তৃত, যিনি জটাজুট ধারণপূর্বক শোভান্বিত, যিনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পথচারী, সেই বরেণ্য হৃদয়ানন্দক রামচন্দ্রকে বন্দনা করি। ১০

যাঁহার নীলকমল ও কুন্দফুলের ন্যায় সুন্দর, অতিশয় বলশালী, বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, লাবণ্যমন্ডিত, শ্রেষ্ঠধনুর্ধারী, বেদবন্দ্য, গোব্রাহ্মণবৎসল, মায়াতে মানুষ রূপধারী, রঘুকুলশ্রেষ্ঠ, সদ্ধর্মপরায়ণ (ভক্তদের) হিতকর এবং সীতান্বেষণে তৎপর হইয়া পথচারী, সেই রামচন্দ্র ও লক্ষণ উভয়ে আমাদিগকে ভক্তি প্রদান করুন। ১১

ব্রহ্মরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ভুত, কলির কলুষবিনাশী, অবিনশ্বর, ভগবান শঙ্করের সুন্দর মুখচন্দ্রে সর্বদা বিরাজিত, ভবব্যাধির ঔষধরূপ এবং জানকীর জীবনসদৃশ সুমধুর শ্রীরামনামরূপ অমৃত যে সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ সর্বদা পান করেন, তাঁহারাই ধন্য। ১২

নির্বাণরূপ শান্তিদাতা, ব্রহ্মা, শিব ও অনন্তনাগদ্বারা অহর্নিশ সেব্যমান, বেদান্তবেদ্য, সর্বব্যাপী, রামনামধারী, জগদীশ্বর, সুরগুরু, মায়াতে মনুষ্যরূপধারী, করুণাকর এবং নৃপতিগণের অগ্রগণ্য রঘুবর শ্রীহরিকে বন্দনা করি। ১৩

যাঁহার অঙ্গ ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় নীলাভ, যিনি সুরশ্রেষ্ঠ, যাঁহার বক্ষঃস্থল ব্রাহ্মণের (ভৃগুর) পদচিহ্নদ্বারা শোভিত, যিনি সৌন্দর্যমন্ডিত,

শ্রীরাঘবং দশরথাত্মজমপ্রমেয়ং
সীতাপতিং রঘুকুলান্বয়রত্নদীপম্।
আজানুবাহুমরবিন্দদলায়তাক্ষং
রামং নিশাচরবিনাশকরং নমামি।। ১৬
বৈদেহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামন্ডপে
মধ্যে পুষ্পক-আসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্।
অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনীন্দ্রৈঃ পরম্
ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্।। ১৭

পীতবসনধারী, কমললোচন, সর্বদা সুপ্রসন্ন, যাঁহার হস্তে ধনুর্বাণ, যিনি বানরগণপরিবেষ্টিত, বন্ধুসেবিত এবং পুষ্পকরথে আরূঢ়, সেই পূজ্য রঘুকুলশ্রেষ্ঠ সীতাপতি রামচন্দ্রকে নমস্কার করি। ১৪

আর্তদিগের ক্লেশহারী, ভীতগণের ভয়হারী এবং শত্রুগণের যমদন্ডতুল্য সেই রামচন্দ্রকে নমস্কার করি। ১৫

যিনি রঘুবংশের রত্নদীপস্বরূপ, যাঁহার বাহু আজনুলম্বিত এবং নয়ন পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত, সেই রাক্ষসনিধনকারী, দশরথতনয়, সীতাপতি, অপ্রমেয় শ্রীরাঘব রামচন্দ্রকে নমস্কার করি। ১৬

যিনি কল্পবৃক্ষমূলে স্বর্ণময় বৃহৎ মন্ডপের মধ্যস্থিত রত্নখচিত পুষ্পাকীর্ণ সিংহাসনে সীতার সহিত বীরাসনে উপবিষ্ট যাঁহার সম্মুখে হনুমানের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষিগণ পরম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, ভরতাদিদ্বারা পরিবৃত, সেই শ্যাম রামচন্দ্রকে ভজনা করি। ১৭

প্রার্থনা

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ।।

ওঁ শ্রীসীতালক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্নহনুমৎসমেত শ্রীরামচন্দ্রপরব্রহ্মণে নমঃ।

হে রঘুনাথ! আমি সত্য বলিতেছি এবং আপনিও সকলের অন্তরাত্মা বলিয়া ইহা অবগত আছেন—আমার হৃদয়ে অন্য কোন বাসনা নাই। হে রঘুশ্রেষ্ঠ, আমাকে কেবল আপনার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ভক্তিপ্রদান করুন, এবং আমার মনকে কামাদিদোষশূন্য করুন।

ওঁ শ্রীসীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও হনুমানের সহিত পরমব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করি।

বালকাণ্ডঃ

১।	শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর	রাম	২।	কালাত্মকপরমেশ্বর	রাম
৩।	শেষতল্পসুখনিদ্রিত	রাম	৪।	ব্রহ্মাদ্যমর প্রার্থিত	রাম
৫।	চন্ডকিরণকুলমন্ডন	রাম	৬।	শ্রীমদ্দশরথনন্দন	রাম
৭।	কৌশল্যাসুখবর্ধন	রাম	৮।	বিশ্বামিত্রপ্রিয়ধন	রাম
৯।	ঘোরতাটকাঘাতক	রাম	১০।	মারীচাদিনিপাতক	রাম
১১।	কৌশিকমখসংরক্ষক	রাম	১২।	শ্রীমদহল্যোদ্ধারক	রাম
১৩।	গৌতমমুনিসংপূজিত	রাম	১৪।	সুরমুনিবরগণসংস্তুত	রাম
১৫।	নাবিকধাবিতমৃদুপদ	রাম	১৬।	মিথিলাপুরজনমোহক	রাম
১৭।	বিদেহমানসরঞ্জক	রাম	১৮।	ত্র্যম্বককার্মুকভঞ্জক	রাম
১৯।	সীতার্পিতবরমালিক	রাম	২০।	কৃতবৈবাহিককৌতুক	রাম
২১।	ভার্গবদর্পবিনাশক	রাম	২২।	শ্রীমদযোধ্যাপালক	রাম

অযোধ্যাকাণ্ডঃ

২৩।	অগণিতগুণগণভূষিত	রাম	২৪।	অবনীতনয়াকামিত	রাম
২৫।	রাকাচন্দ্রসমানন	রাম	২৬।	পিতৃবাক্যাশ্রিতকানন	রাম
২৭।	প্রিয়গুহবিনিবেদিতপদ	রাম	২৮।	তৎক্ষালিতনিজমৃদুপদ	রাম
২৯।	ভরদ্বাজমুখানন্দক	রাম	৩০।	চিত্রকূটাদ্রিনিকেতন	রাম

৩১। দশরথসন্ততচিন্তিত	রাম	৩২। কৈকেয়ীতনয়ার্থিত	রাম
৩৩। বিরচিতনিজপিতৃকর্মক	রাম	৩৪। ভরতার্পিতনিজপাদুক	রাম

অরণ্যকাণ্ডঃ

৩৫। দণ্ডকবনজনপাবন	রাম	৩৬। দুষ্টবিরাধবিনাশন	রাম
৩৭। শরভঙ্গসুতীক্ষ্ণার্চিত	রাম	৩৮। অগস্ত্যানুগ্রহবর্ধিত	রাম
৩৯। গৃধ্রাধিপসংসেবিত	রাম	৪০। পঞ্চবটিতটসুস্থিত	রাম
৪১। শূর্পণখার্তিবিধায়ক	রাম	৪২। খরদূষণমুখসূদক	রাম
৪৩। সীতাপ্রিয়হরিণানুগ	রাম	৪৪। মারীচার্তিকৃদাশুগ	রাম
৪৫। বিনষ্টসীতান্বেষক	রাম	৪৬। গৃধ্রাধিপগতিদায়ক	রাম
৪৭। শবরীদত্তফলাশন	রাম	৪৮। কবন্ধবাহুচ্ছেদন	রাম

কিষ্কিন্ধাকাণ্ডঃ

৪৯। হনুমৎসেবিতনিজপদ	রাম	৫০। নতসুগ্রীবাভীষ্টদ	রাম
৫১। গর্বিতবালিসংহারক	রাম	৫২। বানরদূতপ্রেষক	রাম

৫৩। হিতকরলক্ষ্মণসংযুত রাম

সুন্দরকাণ্ডঃ

৫৪। কপিবরসন্ততসংস্মৃত	রাম	৫৫। তদ্গতিবিঘ্নধ্বংসক	রাম
৫৬। সীতাপ্রাণাধারক	রাম	৫৭। দুষ্টদশাননদূষিত	রাম
৫৮। শিষ্টহনুমদ্ভূষিত	রাম	৫৯। সীতাবেদিতকাকাবন	রাম
৬০। কৃতচূড়ামণিদর্শন	রাম	৬১। কপিবরবচনাশ্বাসিত	রাম

লঙ্কাকাণ্ডঃ

৬২। রাবণনিধনপ্রস্থিত রাম

৬৩। বানরসৈন্যসমাবৃত	রাম	৬৪। শোষিতসরিদীশার্থিত	রাম
৬৫। বিভীষণাভয়দায়ক	রাম	৬৬। পর্বতসেতুনিবন্ধক	রাম
৬৭। কুম্ভকর্ণশিরশ্ছেদক	রাম	৬৮। রাক্ষসসংঘবিমর্দক	রাম
৬৯। অহিমহিরাবণচারণ	রাম	৭০। সংহৃতদশমুখরাবণ	রাম

৭১। বিধিভবমুখসুরসংস্তুত	রাম	৭২। খস্থিতদশরথবীক্ষিত	রাম
৭৩। সীতাদর্শনমোদিত	রাম	৭৪। অভিষিক্তবিভীষণনত	রাম
৭৫। পুষ্পকযানারোহণ	রাম	৭৬। ভরদ্বাজাভিষেবণ	রাম
৭৭। ভরতপ্রাণপ্রিয়কর	রাম	৭৮। সাকেতপুরীভূষণ	রাম
৭৯। সকলস্বীয়সমানত	রাম	৮০। রত্নলসৎপীঠাস্থিত	রাম
৮১। পট্টাভিষেকালঙ্কৃত	রাম	৮২। পার্থিবকুলসম্মানিত	রাম
৮৩। বিভীষণার্পিতরঙ্গক	রাম	৮৪। কীশকুলানুগ্রহকর	রাম
৮৫। সকলজীবসংরক্ষক	রাম	৮৬। সমস্তলোকাধারক	রাম

উত্তরকাণ্ডঃ

৮৭। আগতমুনিগণসংস্তুত	রাম	৮৮। বিশ্রুতদশকণ্ঠোদ্ভব	রাম
৮৯। সীতালিঙ্গননির্বৃত	রাম	৯০। নীতিসুরক্ষিতজনপদ	রাম
৯১। বিপিনত্যাজিতজনকজ	রাম	৯২। কারিতলবণাসুরবধ	রাম
৯৩। স্বর্গতশম্বুকসংস্তুত	রাম	৯৪। স্বতনয়কুশলবনন্দিত	রাম
৯৫। অশ্বমেধক্রতুদীক্ষিত	রাম	৯৬। কালাবেদিতসুরপদ	রাম
৯৭। আযোধ্যকজনমুক্তিদ	রাম	৯৮। বিধিমুখবিবুধানন্দক	রাম
৯৯। তেজোময়নিজরূপক	রাম	১০০। সংসৃতিবন্ধবিমোচক	রাম
১০১। ধর্মস্থাপনতৎপর	রাম	১০২। ভক্তিপরায়ণমুক্তিদ	রাম
১০৩। সর্বচরাচরপালক	রাম	১০৪। সর্বভবাময়বারক	রাম
১০৫। বৈকুণ্ঠালয়সংস্থিত	রাম	১০৬। নিত্যানন্দপদস্থিত	রাম
১০৭। রাম রাম রাম জয় রাজা	রাম	১০৮। রাম রাম রাম জয় সীতা	রাম

প্রার্থনা

ভয়হর মঙ্গল দশরথ রাম
জয় জয় মঙ্গল সীতা রাম
মঙ্গলকর জয় মঙ্গল রাম
সঙ্গতশুভবিভবোদয় রাম

আনন্দামৃতবর্ষক রাম
আশ্রিতবৎসল জয় জয় রাম
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিতপাবন সীতা রাম

স্তবঃ

কনকাম্বর কমলাসনজনকাখিল ধাম
সনকাদিকমুনিমানসসদনানঘ ভূম
শরণাগতসুরনায়কচিরকামিত কাম
ধরণীতলতরণ দশরথনন্দন রাম
পিশিতাশনবনিতাবধ জগদানন্দ রাম
কুশিকাত্মজমখরক্ষণচরিতাদ্ভুত রাম
ধনীগৌতমগৃহিণীস্বজদঘমোচন রাম
মুনিমন্ডলবহুমানিতপদপাবনরাম
স্মরশাসনসুশরাসনলঘুভঞ্জন রাম
নরনির্জরজনরঞ্জন সীতাপতি রাম
কুসুমায়ুধতনুসুন্দর কমলানন রাম
বসুমানিতভৃগুসম্ভবমদমর্দন রাম
করুণারসবরুণালয় নতবৎসল রাম
শরণং তব চরণং ভবহরণং মম রাম

শ্রীরামপ্রণামঃ

আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্।। ১
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।। ২

অতুলিতবলধামং স্বর্ণ শৈলাভদেহং
দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং
রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি।। ৩
গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্।। ৪
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্।। ৫

সকলবিপদহারী, সর্বৈশ্বর্যদাতা, লোকরঞ্জক শ্রীরামচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ১

আনন্দদাতা, আনন্দস্বরূপ, কল্যাণবিধাতা, বিষ্ণুস্বরূপ, রঘুনাথ, জগৎপ্রভু সীতাপতি রামচন্দ্রকে নমস্কার করি।২

যাঁহার শক্তি অতুলনীয়, দেহকান্তি সুবর্ণপর্বতের ন্যায় উজ্জ্বল যিনি রাক্ষসরূপ অরণ্যের (দহনকারী) অগ্নিস্বরূপ, যিনি জ্ঞানীদিগের অগ্রগণ্য এবং সমস্ত গুণের আকর, যিনি বানরদিগের অধিপতি এবং রঘুপতির সেই শ্রেষ্ঠ দূত, সেই পবননন্দনকে নমস্কার করি। ৩

যিনি সাগরকে গোষ্পদতুল্য ও রাক্ষসকে মশকসদৃশ জ্ঞান করিয়াছিলেন, যিনি রামায়ণরূপ মহামালার রত্নসদৃশ, সেই বায়ুপুত্রকে বন্দনা করি। ৪

জানকীর শোকনাশকারী (রাবণপুত্র) অক্ষ নামক রাক্ষসনিধনকারী লঙ্কাবাসীদের ভীতি-উৎপাদক সেই অঞ্জনানন্দন বানরশ্রেষ্ঠ বীরকে বন্দনা করি।৫

যিনি অবলীলাক্রমে সমুদ্রলঙ্ঘনপূর্বক সীতার শোকাগ্নিকে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারাই লঙ্কা দহন করিয়াছিলেন, সেই অঞ্জনানন্দনকে করযোড়ে নমস্কার করি।৬

উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলম্ যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্।। ৬
মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি।।৭
আঞ্জনেয়মতিপাটলাননং কাঞ্চনাদ্রিকমনীয়বিগ্রহম্।
পারিজাততরুমূলবাসিনং ভাবয়ামি পবমাননন্দনম্।।৮
যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমতঃ রাক্ষসান্তকম্।।৯

ইতি অষ্টোত্তরশতনামরামায়ণম্ সমাপ্তম্।

যিনি মন ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বানরবাহিনীর অধিনায়ক, সেই শ্রীরামের দূত জিতেন্দ্রিয় পবননন্দনকে অবনতমস্তকে নমস্কার করি। ৭

যাঁহার মুখ রক্তবর্ণ এবং শরীর স্বর্ণ শৈলের ন্যায় দীপ্তিশালী, যিনি পারিজাতবৃক্ষের মূলে বাস করিয়া থাকেন, সেই পবননন্দন ও অঞ্জনাপুত্র হনুমানকে চিন্তা করি। ৮

যেখানে যেখানে রঘুনাথের গুণগান করা হয়, সেখানে সেখানেই যিনি মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক সাশ্রুনয়নে অবস্থান করেন, সেই রাক্ষস বিনাশী মারুতিকে সকলে নমস্কার করুন। ৯

ইতি অষ্টোত্তরশতনামরামায়ণম্ সমাপ্তম্।

জয় রাজা রামচন্দ্রজীকী জয়। জয় মহাবীর স্বামীজীকী জয়।

সিন্ধু খাম্বাজ — কাওয়ালী

ইতনী মিনতি রঘুনন্দ সে দুঃখ-দ্বন্দ্ব হামার মিটাও জী।।
আপনে পদ-পঙ্কজ-পিঞ্জর মেঁ চিত-হংস হামারা বৈঠাও জী।।
তুলসীদাস কহ কর জোড়ি ভব-সাগর পার উতারো জী।।

—তুলসীদাস

শ্রীশ্যামনাম-সংকীর্তনম্

প্রণামঃ

বন্দে বংশীধরং কৃষ্ণং স্ময়মান-মুখাম্বুজম্।
পীতাম্বর-ধরং, নীলং, মাল্যচন্দন-ভূষিতম্।
রাধাচিত্ত-চকোরেন্দুং সৌন্দর্য-সুমহোদধিম্।
পরাৎপরতরং দেবং ব্রহ্মানন্দ-কৃপানিধিম্।।

বংশীধারী, স্মিতহাস্যযুক্ত, কমলসদৃশ মুখবিশিষ্ট,পীতাম্বরধারী শ্যামল, মাল্যচন্দনভূষিত, রাধিকার চিত্তরূপ চকোরের চন্দ্রতুল্য, সৌন্দর্যসাগর, পরমেশ্বর-ব্রহ্মানন্দ-কৃপানিধি, পরম দেব, শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।

স্তবঃ

চন্দন-চর্চিত-নীলকলেবর-পীতবসন-বনমালিন্।
কেলি-চলন্মণি-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডযুগ-স্মিতশালিন্।।১
চন্দ্রকচারু-ময়ূর-শিখণ্ডক-মণ্ডল-বলয়িত কেশম্।
প্রচুর-পুরন্দর-ধনুরনুরঞ্জিত-মেদুরমুদির-সুবেশম্।।২
সঞ্চরদধর-সুধা-মধুর-ধ্বনি-মুখরিত-মোহন-বংশম্।
বলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল-মৌলি-কপোল-বিলোল-বতংসম্।।৩

শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণে পরায়ণা সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইয়া সেই স্থানে রাধিকাকে অন্তরালে হইতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করাইয়া বর্ণন করিতেছেন—হে রাধে, ঐ দেখ, পীতবসনধারী আমাদের শ্রীকৃষ্ণ নিজ নীল কলেবরে চন্দন বিলেপন করিয়া কি সুন্দর বনমালা ধারণ করিয়াছেন। দেখ, বিলাসলীলায় দোদুল্যমান মণিময় কুণ্ডলদ্বয়ের কিরণে তাঁহার কপোলদ্বয় কেমন শোভিত হইতেছে। মধুর হাস্যে তাঁহার মুখমণ্ডল কি সুন্দর হইয়াছে।১

হারমমলতর-তারমুরসি দধতং পরিরভ্য বিদূরম্।
স্ফুটতর-ফেন-কদম্ব-করম্বিতমিব যমুনা-জল-পূরম্।।৪
শ্যামল-মৃদুল-কলেবর-মণ্ডলমধিগত-গৌর-দুকূলম্।
নীল-নলিনমিব পীত-পরাগ-পটল-ভর-বলয়িত মূলম্।।৫
বদনকমল-পরিশীলন-মিলিত-মিহির-সম-কুণ্ডল-শোভম্।
বন্ধুজীব-মধুরাধর-পল্লব-মুল্লসিত-স্মিত-শোভম্।।৬

চন্দ্রচিহ্ন দ্বারা শোভিত সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে কেশপাশ বেষ্টিত করায় শ্রীকৃষ্ণ যেন বিশাল ইন্দ্রধনুর দ্বারা নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল নব জলধরসমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন।২

যেন তিনি সঞ্চরণশীল মুখামৃতসহ ফুৎকার দ্বারা নিজ করস্থিত মোহন বংশীর সুমধুর বাদন করিতেছেন। আবার যেন ইতস্ততঃ কটাক্ষপাতহেতু মস্তক বিচলিত হওয়ায় তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় গণ্ডস্থলদ্বয়ে দোদুল্যমান হইতেছে।৩

নিজ নীলবর্ণ বক্ষস্থলে লম্বমান নির্মল মুক্তারচিত সুন্দর হার ধারণ করায় তিনি যেন ফেনরাশির দ্বারা শোভিত যমুনা জলরাশির শোভা ধারণ করিয়াছেন।৪

তিনি নিজ শ্যামল কোমল শরীরে পীতবসন ধারণ করায় যেন স্বর্ণবর্ণ পরাগবেষ্টিত নীলকমলের শোভা ধারণ করিয়াছেন।৫

অরুণোদয়ে কমল যেমন বিকশিত হয়, সেইরূপ স্বীয় বদনকমলের বিকাশের জন্যই যেন অরুণসম লোহিত বর্ণ কুণ্ডল ধারণ করিয়া তিনি শোভা পাইতেছেন। তাঁহার বন্ধুক পুষ্পবৎ মনোহর অরুণ বর্ণ অধর-পল্লবে কী সুন্দর মৃদুহাস্য শোভাই না প্রকাশিত হইতেছে।৬

বিশদকদম্ব-তলে মিলিতং কলিকলুষ-ভয়ং শময়ন্তম্।
করচরণোরসি মণিগণভূষণ-কিরণ-বিভিন্ন-তমিস্রম্।।৭

শশি-কিরণোচ্ছুরিতোধর-জলধর-সুন্দর-সকুসুম-কেশম্।
তিমিরোদিত-বিধু-মণ্ডল-নির্মল-মলয়জ-তিলক-নিবেশম্।।৮

শ্রীজয়দেব ভণিত-বিভব-দ্বিগুণীকৃত-ভূষণ-ভারম্।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়-সারম্।।৯

ওঁ শ্রীনারদোদ্ধবাদি-পার্ষদ-গোপ-গোপীগণ-শ্রীরাধাসমেত-
শ্রীকৃষ্ণপরমাত্মনে নমঃ।

যিনি বিশাল কদম্বমূলে তোমার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছেন, যিনি কলিকালজনিত পাপভয় বিদূরিত করেন, যিনি নিজ চরণ ও বক্ষস্থলে সুশোভিত মণিময় ভূষণসমূহের কিরণ দ্বারা চারিদিকের অন্ধকার বিদূরিত করিতেছেন।৭

আহা! কুসুমরাজি বিভূষিত তাঁহার কেশপাশ যেন চন্দ্র কিরণে রঞ্জিত মধ্য নব জলধর-মালার ন্যায় শোভমা হইতেছে। তাঁহার ললাটস্থ চন্দন তিলক যেন মেঘমণ্ডলে বিরাজিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছে।৮

শ্রীজয়দেব কবির বর্ণবাক্য-সম্ভারে যাঁহার ভূষণশোভা দ্বিগুণিত হইতেছে, যিনি সকল পুণ্যোদয়ের ফলস্বরূপ, সেই কৃষ্ণকে তোমরা সকলে সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রণাম কর।৯

সংকীর্তনম্

জন্মলীলা

১।	সত্যসনাতন সুন্দর	শ্যাম	
২।	নিত্যানন্দ-ঘনেশ্বর	শ্যাম	
৩।	লক্ষ্মী-সেবিত-পদযুগ	শ্যাম	
৪।	সুরমুনি-বরগণ-যাচিত	শ্যাম	
৫।	ভূভারোদ্ধরণার্থিত	শ্যাম	
৬।	লোক-বন্ধু-গুরু-বাচক	শ্যাম	
৭।	ধর্ম-স্থাপন-শীলন	শ্যাম	
৮।	স্বীকৃত-নরতনু-সুরবর	শ্যাম	।। সত্য ।।
৯।	মায়াধীশ্বর চিন্ময়	শ্যাম	
১০।	যাদবকুল-সংভূষণ	শ্যাম	

গোকুললীলা

১১।	নন্দ-যশোদা-পালিত	শ্যাম	
১২।	শ্রীবৎসাঙ্কিত-বালক	শ্যাম	
১৩।	মারিত-মায়া-পূতন	শ্যাম	
১৪।	শকটাসুর-খল-ভঞ্জন	শ্যাম	।। সত্য ।।
১৫।	দামোদর-গুণ-মন্দির	শ্যাম	
১৬।	যমলার্জুন-তরু-ভঞ্জন	শ্যাম	
১৭।	গোপীজনগণ-মোহন	শ্যাম	
১৮।	অগণিত-গুণগণ-ভূষিত	শ্যাম	
১৯।	অঘবক-রাক্ষস-ঘাতক	শ্যাম	
২০।	কালিয়-সর্প-বিমর্দন	শ্যাম	।। সত্য ।।

শ্রী বৃন্দাবনলীলা

২১।	জয় বৃন্দাবন-চরাবর	শ্যাম	
২২।	গোচরণ-রত গোধর	শ্যাম	
২৩।	বর্হ-সুশোভিত-চূড়ক	শ্যাম	
২৪।	গল-লম্বিত-বনমালক	শ্যাম	
২৫।	অগ্রজ-বলভদ্রান্বিত	শ্যাম	
২৬।	গোপবধূ-হৃদয়-স্থিত	শ্যাম	।। সত্য ।।
২৭।	সর্বাত্মক সর্বেশ্বর	শ্যাম	
২৮।	ধেনুক-খর-বধ-কারক	শ্যাম	
২৯।	সুরেন্দ্র-পূজন-বারক	শ্যাম	
৩০।	পর্বত-পূজন-কারক	শ্যাম	
৩১।	সুরগণ-প্রার্থিত-সঙ্গদ	শ্যাম	
৩২।	নিরুপম-ক্রীড়ন-তোষণ	শ্যাম	।। সত্য ।।
৩৩।	পাদারাধক-বিধি-হর	শ্যাম	
৩৪।	গোপী-ভাবিত-প্রিয়কর	শ্যাম	
৩৫।	নন্দিত-নন্দ-সুনন্দন	শ্যাম	
৩৬।	বৈকুণ্ঠেশ-নরাকৃতি—	শ্যাম	
৩৭।	কালিন্দী-তটচারণ	শ্যাম	
৩৮।	মোহন-মুরলী-বাদন	শ্যাম	।। সত্য ।।
৩৯।	রাস-মহোৎসব-খেলন	শ্যাম	
৪০।	আনন্দামৃত-বর্ষণ	শ্যাম	
৪১।	বহুবিধ-শরীর-ধারণ	শ্যাম	
৪২।	নানালীলা-কৌতুক	শ্যাম	
৪৩।	ধ্বজ-বজ্রাঙ্কিত-মৃদুপদ	শ্যাম	
৪৪।	সমস্ত-লোকাদক	শ্যাম	।। সত্য ।।

৪৫।	বৃষভারিষ্ট-নিপীড়ক	শ্যাম	
৪৬।	বিধিগতদর্প-বিনাশক	শ্যাম	
৪৭।	রুচির-স্বরূপ জনার্দন	শ্যাম	
৪৮।	নীল-কলেবর চিদ্‌ঘন	শ্যাম	
৪৯।	সাধক-মতি-সংশোধন	শ্যাম	
৫০।	লীলা-নটন মনোহর	শ্যাম	।। সত্য ।।
৫১।	গোপীজনগণ-পূজিত	শ্যাম	
৫২।	রাধাবেণী-শোভক	শ্যাম	
৫৩।	অক্রূরার্থিত-শ্লেষদ	শ্যাম	
৫৪।	কৃত-রথ যানারোহণ	শ্যাম	
৫৫।	ব্রজ-নারীকুল-বারিত	শ্যাম	
৫৬।	সখিগণ-দাহদ-বিরহক	শ্যাম	।। সত্য ।।

মথুরলীলা

৫৭।	মথুরা-পুরজন-মোহক	শ্যাম	
৫৮।	সনকাদিক-মুনি-চিন্তিত	শ্যাম	
৫৯।	মত্ত-রজক-গল-ঘাতক	শ্যাম	
৬০।	শুভ-পীতাম্বর-ধারক	শ্যাম	
৬১।	মালাকার-সুপূজিত	শ্যাম	
৬২।	ব্রহ্ম-সুপূর্ণ পরাৎপর	শ্যাম	।। সত্য ।।
৬৩।	কুব্জালেপন-নন্দিত	শ্যাম	
৬৪।	বক্রাকৃত্যজু-কারক	শ্যাম	
৬৫।	ঘাতিত-গজমদ-লেপন	শ্যাম	
৬৬।	কেশিক-কংস-নিষূদন	শ্যাম	
৬৭।	পদ্মগদাধর-কীর্তিত	শ্যাম	
৬৮।	উগ্রসেন-বররাজ্যদ	শ্যাম	।। সত্য ।।

৬৯।	রামকৃষ্ণ হরি-গিরিধর	শ্যাম	
৭০।	মাধব কেশব নরহরি-	শ্যাম	

দ্বারকালীলা

৭১।	মৃত-গুরু-সূনু সুজীবক	শ্যাম	
৭২।	ভীষ্মক-বালা-কামিত	শ্যাম	
৭৩।	দ্বারবতী-সংস্থাপক	শ্যাম	
৭৪।	রুক্মিণ্যর্থ্য-সুহারক	শ্যাম	।। সত্য ...।।
৭৫।	নরকাসুরবধ-কারক	শ্যাম	
৭৬।	অদিতি-সমর্পিত-কুণ্ডল	শ্যাম	
৭৭।	স্বধর্ম-তৎপর-মোক্ষদ	শ্যাম	
৭৮।	শিশুপালাসু-বিঘাত	শ্যাম	
৭৯।	বাণাসুরভুজ-ভেদন	শ্যাম	
৮০।	দানববর-মধুসূদন	শ্যাম	।। সত্য...।।
৮১।	চক্র-প্রতাপ-সুদর্শক	শ্যাম	
৮২।	পৌণ্ড্রক-দর্প-বিমর্দক	শ্যাম	
৮৩।	দগ্ধকামজনি-দায়ক	শ্যাম	
৮৪।	ইন্দ্র-বিধীশ-সুসেবিত	শ্যাম	
৮৫।	সখি-ভক্তার্জুন-সারথি-	শ্যাম	
৮৬।	পাণ্ডব-কূল-সম্মানিত	শ্যাম	।। সত্য...।।
৮৭।	গীতামৃত-সন্দোহক	শ্যাম	
৮৮।	ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা-পালক	শ্যাম	
৮৯।	বিশ্বরূপ-সন্দর্শক	শ্যাম	
৯০।	আত্যন্তিক-সুখ-সাধক	শ্যাম	
৯১।	ভক্ত-কৃপার্ণব-ভর্গদ	শ্যাম	
৯২।	শরণাগত জন তারক	শ্যাম	।। সত্য...।।

৯৩।	ভক্তকাম-সংপূরক	শ্যাম	
৯৪।	মঙ্গলকরগতি-দায়ক	শ্যাম	
৯৫।	ঐশ্বর্যাদিক-ষড়্গুণ	শ্যাম	
৯৬।	বিশ্বাশ্রয় জন-পালন	শ্যাম	
৯৭।	সর্ব-চরাচর-ধারণ	শ্যাম	
৯৮।	পূর্ণ-চরাচর-খেলন	শ্যাম	।। সত্য।...।।
৯৯।	দ্বারবতীপুর-প্লাবন	শ্যাম	
১০০।	কুরু-যদুকুল সংহারক	শ্যাম	
১০১।	বদরী-সম্প্রহিতোদ্ধব	শ্যাম	
১০২।	প্রভাস-গমনা-মোদিত	শ্যাম	
১০৩।	যোগস্থিত যদু-নন্দন	শ্যাম	
১০৪।	সুরগণ-বন্দিত-মোদন	শ্যাম	।। সত্য...।।
১০৫।	দেবক্যাত্মজ দৈবত	শ্যাম	
১০৬।	মোহন নটনানন্দন	শ্যাম	
১০৭।	সূচিত-নরতনু-ত্যাগ	শ্যাম	
১০৮।	জরলুব্ধক-শর-বেধিত	শ্যাম	।। সত্য...।।

ভজনম্

ত্রিগুণাতীত গুণেশ্বর	শ্যাম
রাধা-মাধব রাধা-	শ্যাম
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ	শ্যাম
রাধা-মাধব রাধা-	শ্যাম
গোবিন্দচ্যুত যাদব	শ্যাম
রাধা-মাধব রাধা-	শ্যাম
নারায়ণ হরি-কেশব	শ্যাম

রাধা-মাধব রাধা-	শ্যাম
মুকুন্দ মুরহর বামন	শ্যাম
রাধা-মাধব রাধা-	শ্যাম
জয় জয় গোপী-বল্লভ	শ্যাম
রাধা-মাধব রাধা-	শ্যাম
অনুপম সুন্দর মোহন	শ্যাম
রাধা-মাধব রাধা-	শ্যাম
অখিল রসামৃত-সাগর	শ্যাম
রাধা-মাধব রাধা-	শ্যাম
সত্য সনাতন সুন্দর	শ্যাম
নিত্যানন্দ ঘনেশ্বর	শ্যাম
রাধা-মাধব রাধা-	শ্যাম
রাধা-মাধব রাধা-	শ্যাম

প্রণামঃ

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।
অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুংহরিং সত্যং জনার্দনম্।
হংসং নারায়ণং বন্দে শ্রীধরং ভক্তবৎসলম্।।
নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনম্।
বল্লবী-নন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপাল-রূপিণম্।।
যোগীশ্বরং যজ্ঞপতিং যশোদানন্দ-দায়কম্।
যমুনা-জল-কল্লোলং তং বন্দে যমুনায়কম্।।

ইতি শ্রীশ্যামনামসংকীর্তনং সমাপ্তম্।

বিদ্যার্থিহোমবিধিঃ

[রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নবাগত ছাত্রগণ বিদ্যার্থিজীবনের আদর্শদ্যোতক নিম্নোক্ত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পবিত্র হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে।]

যথাবিধি অগ্নিসংস্থাপনাদিকৃত্যং সমাপ্য বিদ্যার্থিহোমম্ আরভেত। ততো বিদ্যার্থিনঃ সঙ্কল্পবাক্যং পঠেয়ুঃ—

শ্রীভগবৎপ্রীতিকামোঽহং বিদ্যাবুদ্ধিশৌর্য্যবীর্যকামশ্চ, বিদ্যার্থিব্রতমনুষ্ঠাতুং যথাসাধ্যং যতিষ্যে। তদর্থমদ্য পুরোঽবস্থিতে পরমাত্মদেবতানামাগ্নৌ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রেণ সঙ্কল্পান্ উচ্চার্য হোমমহং করিষ্যে।

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।।

ততো বদ্ধাঞ্জলয়ঃ সন্তঃ প্রপদমন্ত্রং পঠেয়ুঃ

তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ
ধৃতিশ্চ ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে।
তানি মে ভবন্তু ভূর্ভুবঃ স্বরোং মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে।

তত একৈকশঃ সঙ্কল্পপঞ্চকং পঠিত্বা আহুতিং দদ্যুঃ

অগ্নিস্থাপনাদি যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া বিদ্যার্থিব্রত হোম আরম্ভ করিবে। অতঃপর সংকল্পবাক্য পাঠ করিবে—শ্রীভগবানের প্রীতি কামনা করিয়া, বিদ্যা-বুদ্ধি, শৌর্য্য ও বীর্য্য কামনা করিয়া বিদ্যার্থিব্রত অনুষ্ঠান করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আজ এই উদ্দেশ্যে সম্মুখস্থ পরমাত্মদেবতা নামক অগ্নিতে 'নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা' এই মন্ত্রে আমি সংকল্প বাক্যসকল উচ্চারণ করিয়া হোম করিব।

১। শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্—ইতি নীতিবাক্যমবধার্য শ্রমক্ষমনীরোগশরীরায় স্বাস্থ্যবিধিপালনপরো ভবিতুমহং যথাসাধ্যং যতিষ্যে।

ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
পুষ্টিরসি পুষ্টিং ময়ি ধেহি। ঊর্জাস্যূর্জং ময়ি ধেহি।।

পেশয়ো মে লৌহসমা ভবন্তু। স্নায়বো মে অয়াংসীব ভবন্তু। হৃদয়ং মে বজ্রসারং ভবতু।

অসীমতেজোরূপায় শৌর্যবীর্যনিলয়ায় অনন্তশক্তিমূর্তয়ে নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা।

জাগ্রত ব্যক্তির যে মন দূরে গমন করে, যে মন আত্মাতে অবস্থান করে, নিদ্রিত ব্যক্তির যে মন একই প্রকারে নিকটে আসে, যে মন ক্ষণমাত্রে বহুদূরগামী এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক, সেই আমার মন শুভসংকল্পযুক্ত হউক।

অনন্তর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রপদমন্ত্র পাঠ করিবে—তপ, তেজ, শ্রদ্ধা, লজ্জা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, ধৈর্য, ধর্ম, সত্য (দৃঢ়তা), বাক্য, মন, আত্মা ও ব্রহ্ম—এই সকলকে আমি আশ্রয় করি। এই সমস্ত আমাতে বিরাজ করুক। পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক, স্বর্গলোক এবং মহান্ আত্মাকে আমি আশ্রয় করি।

অতঃপর একে একে পাঁচটি সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করিয়া আহুতি দান করিবে—

১। 'শরীরই ধর্মলাভের প্রথম উপায়'—এই নীতিবাক্য অবলম্বন করিয়া পরিশ্রমের উপযোগী সুস্থ শরীরের জন্য আমি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসকল পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

২। ছাত্রাণামাধ্যয়নং তপঃ—ইতি স্মৃতিবাক্যমবধার্য প্রতিভাবিকাশার্থমাচারনিরতোঽধ্যয়নপরো ভবিতুমহং যথাসাধ্যং যতিষ্যে।

মেধাং মে ইন্দ্রো দধাতু, মেধাং দেবী সরস্বতী।
মেধাং মে অশ্বিনাবুভাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।।

নিঃশেষতমোঘ্নায় নিখিলবিদ্যামূর্তয়ে সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রে নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা।

৩। সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ—ইতি শ্রুতিবাক্যমবধার্য কায়েন মনসা বাচা সত্যপরায়ণো ভবিতুমহং যথাসাধ্যং যতিষ্যে।

অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।।

সত্যাত্মকায় সত্যধর্মাশ্রয়ায় নিখিলানৃতমর্দিনে নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা।

তুমি ওজঃ (জীবনীশক্তিস্বরূপ), আমায় ওজস্বী কর। তুমি বল, আমায় বলবান কর। তুমি পুষ্টি, আমায় পুষ্ট কর। তুমি উৎসাহ, আমায় উৎসাহিত কর।

আমার পেশীসকল লৌহসম হউক, স্নায়ুসকল ইস্পাতের ন্যায় হউক। হৃদয় বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হউক।

অসীম তেজস্বরূপ, শৌর্যবীর্যের আধার, অনন্তশক্তিরূপী পরমাত্মাকে প্রণামপূর্বক আমি আহুতি দান করি।

২। 'অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা'—এই স্মৃতিবাক্য অনুসরণ করিয়া প্রতিভাবিকাশের নিমিত্ত আমি অধ্যয়নপরায়ণ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

৪। স্বার্থো যস্য পরার্থ এব স পুমানেকঃ সতামগ্রণীঃ—ইতি মনীষিবাক্যমবধার্য নীচতাক্রুরতাদাম্ভিকতাদি মলিনস্বার্থসন্ততীর্বিহায় উদারচেতা বিনয়ী শ্রদ্ধাবান্ দেশভক্তো নরনারায়ণসেবানিষ্ঠো ভবিতুমহং যথাসাধ্যং যতিষ্যে।

শ্রূয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রুত্বা চাপ্যবধার্যতাম্।
আত্মানং প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।।

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি।

চিত্তকলুষহরায় করুণাঘনমূর্তয়ে প্রেমমাধুর্যদায়িনে নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা।

ইন্দ্র আমাকে মেধা দান করুন, দেবী সরস্বতী আমাকে মেধাদান করুন, পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমাকে মেধাদান করুন।

সর্ব-অজ্ঞাননাশক, সকলবিদ্যাস্বরূপ, সর্বসিদ্ধিপ্রদাতা পরমাত্মাকে প্রণামপূর্বক আমি আহুতি দান করি।

৩। 'সত্যই জয়লাভ করে, মিথ্যা নহে। দেবত্বের পথ সত্যের দ্বারা প্রসারিত'—এই বেদবাক্য অবধারণ করিয়া শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা আমি সত্যপরায়ণ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আমাকে অসৎ হইতে সৎ-এ, অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে এবং মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে লইয়া যাও।

সত্যস্বরূপ, সত্যধর্মের আশ্রয়, সর্বমিথ্যানাশক পরামাত্মাকে প্রণামপূর্বক আমি আহুতি দান করি।

৪। 'পরার্থই যাঁহার স্বার্থ, সজ্জনদের মধ্যে তিনিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষ'—এই মনীষিবাক্য অবধারণ করিয়া নীচতা, নিষ্ঠুরতা, দাম্ভিকতাদি

৫। সুপরিচালিতসংহতিশক্তিরেব সমাজকল্যাণনিদানম্।

অতঃ ঐক্যপ্রতিষ্ঠামুলকং সংহতিশক্তিজাগরণাত্মকং সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্—ইতি শ্রুত্যাদেশমবধার্য সদুপায়পরঃ সন্নহম্ এতদ্‌বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগোষ্ঠীভুক্তৈঃ সর্বৈরৈক্যবদ্ধো ভবিতুং যথাসাধ্যং যতিষ্যে।

বিশ্বরূপাত্মকায় অখণ্ডৈকতত্ত্বায় সর্বলোকাশ্রয়ায় নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা।

তত এভির্মন্ত্রৈর্জুহুয়ুঃ

সঙ্কল্পেষু এষু পরমাত্মদেবতা মে সহায়ো ভবতু স্বাহা।

স মে শুভায় ভবতু স্বাহা। ভবতু শুভায় ভবতু শিবায় ভবতু ক্ষেমায় পরমাত্মদেবতা স্বাহা।

ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ ভদ্রং তন্ম আসুব স্বাহা।

ততঃ পূর্ণাহুতিঃ।

— স্বামী নির্বেদানন্দ-সঙ্কলিত

হীন স্বার্থসমূহ ত্যাগ করিয়া উদারহৃদয়, বিনয়ী, শ্রদ্ধাবান, প্রেমিক এবং নরনারায়ণের সেবাপরায়ণ হইতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

ধর্মের সার কথা শ্রবণ কর, শুনিয়া উহা অবধারণ কর। যাহা নিজের পক্ষে প্রতিকূল, তাহা অপরের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিও না।

মাতাকে দেবতাজ্ঞান কর, পিতাকে দেবতাজ্ঞান কর, আচার্যকে দেবতাজ্ঞান কর, অতিথিকে দেবতাজ্ঞান কর। অনিন্দিত কর্মসকল অনুষ্ঠান কর, অন্যগুলি নহে।

চিত্তের মালিন্যনাশক করুণাঘনবিগ্রহ, প্রেম-মাধুর্যদাতা পরমাত্মাকে প্রণামপূর্বক আমি আহুতি দান করি।

৫। 'সুপরিচালিত সংঘশক্তিই সমাজ-কল্যাণের আদি কারণ। অতএব, তোমরা সম্মিলিত হও, একবিধ বাক্য প্রয়োগ কর, তোমাদের মনসমূহ সমানরূপে একরূপ অর্থ জ্ঞাত হউক'—এই ঐক্যবিধায়ক এবং সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধক শ্রুতিবাক্যকে আমি আশ্রয় করিব এবং সদুপায়পরায়ণ হইয়া এই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের গোষ্ঠীভুক্ত সকলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

বিশ্বরূপাত্মক, এক অখন্ডস্বরূপ, সর্বলোকের আশ্রয় পরমাত্মাকে প্রণামপূর্বক আমি আহুতি দান করি।

অনন্তর এই মন্ত্রগুলির দ্বারা আহুতি দান করিবে—এই সংকল্পগুলিতে পরমাত্মদেবতা আমার সহায় হউন—স্বাহা। তিনি আমার মঙ্গলের নিমিত্ত হউন—স্বাহা। পরমাত্মদেবতা আমার শুভের নিমিত্ত হউন, মঙ্গলের নিমিত্ত হউন, কল্যাণের নিমিত্ত হউন—স্বাহা।

হে সবিতা, আমার সমস্ত পাপ বিদূরিত কর, যাহা কল্যাণপ্রদ তাহা আমাকে দান কর—স্বাহা।

পরিশেষে পূর্ণাহুতি।

শ্রীমহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্

অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি বিশ্ববিনোদিনি নন্দনুতে
গিরিবরবিন্ধ্যশিরোধিনিবাসিনি বিষ্ণুবিলাসিনি জিষ্ণুনুতে।
ভগবতি হে শিতিকণ্ঠকুটুম্বিনি ভূরিকুটুম্বিনি ভূরিকৃতে
জয় জয়হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।। ১।।

সুরবরবর্ষিণি দুর্ধরধর্ষিণি দুর্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে
ত্রিভুবনপোষিণি শংকরতোষিণি কিল্বিষমোষিণি ঘোষরতে।
দনুজনিরোষিণি দিতিসুতরোষিণি দুর্মদশোষিণি সিন্ধুসুতে।। ২।।

অয়ি জগদম্ব মদম্ব কদম্ববনপ্রিয়বাসিনি হাসরতে
শিখরিশিরোমণি তুঙ্গহিমালয় শৃঙ্গনিজালয় মধ্যগতে।
মধুমধুরে মধুকৈটভগঞ্জিনি কৈটভভঞ্জিনি রাসরতে।। ৩।।

অয়ি শতখন্ড বিখন্ডিতরুন্ড বিতুন্ডিতশুন্ডগজাধিপতে
রিপুগজগন্ড বিদারণচন্ড পরাক্রমশুন্ড মৃগাধিপতে।
নিজভুজদন্ড নিপাতিতখন্ড বিপাতিতমুন্ড ভটাধিপতে।। ৪।।

অয়ি রণদুর্মদ শত্রুবধোদিত দুর্ধরনির্জর শক্তিভৃতে
চতুরবিচার ধুরীণ মহাশিবদূতকৃত প্রমথাধিপতে।
দুরিতদুরীহ দুরাশয়দুর্মতি দানবদূতকৃতান্তমতে।। ৫।।

অয়ি শরণাগত বৈরিবধূবর বীরবরাভয়ধায়করে
ত্রিভুবন মস্তক শূলবিরোধি শিরোধিকৃতামল শূলকরে।
দুমিদুমিতামর দুন্দুভিনাদ মহো মুহুর্মুখরীকৃতদিঙ্নিকরে।। ৬।।

অয়ি নিজহুংকৃতিমাত্র নিরাকৃত ধূম্রবিলোচন ধূম্রশতে
সমরবিশোষিত শোণিতবীজ সমুদ্ভবশোণিত বীজলতে।
শিবশিব শুম্ভ নিশুম্ভমহাহব তর্পিত ভূত পিশাচরতে।। ৭।।

ধনুরনুসঙ্গ রণক্ষণসঙ্গ পরিস্ফুরদঙ্গ নটৎকটকে
কনক পিশঙ্গপৃষৎকনিষঙ্গরসদ্ভটশৃংগ হতাবটুকে।
কৃতচতুরঙ্গ বলক্ষিতিরঙ্গ ঘটদ্বহুরঙ্গ রটদ্বটুকে।। ৮।।

জয় জয় জপ্যজয়ে জয় শব্দপরস্তুতি তৎপর বিশ্বনুতে
ঝণ ঝণঝিংঝিমি ঝিংকৃতনূপুর সিঞ্জিতমোহিত ভূতপতে।
নটিতনটার্ধ নটীনটনায়ক নাটিতনাট্য সুগানরতে।। ৯।।

অয়ি সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনোহর কান্তিযুতে
শ্রিতরজনী রজনী রজনী রজন রজনীকর বক্ত্রবৃতে।
সুনয়নবিভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমরাধিপতে।। ১০।।

মহিতমহাহব বল্লভতল্লিক বল্লিতরল্লিক ভল্লিরতে
বিরচিতবল্লিক পল্লিকমল্লিক ঝিল্লিকভিল্লিক বর্গবৃতে।
শ্রুতকৃতফুল্ল সমুল্লসিতারুণতল্লজপল্লব সল্ললিতে।। ১১।।

অবিরলগন্ডগলন্মদমেদুর মত্তমতঙ্গজ রাজপতে
ত্রিভুবনভূষণ ভূতকলানিধি রূপপয়োনিধি রাজসুতে।
অয়ি সুদতীজন লালসমানস মোহনমন্মথ রাজসুতে।। ১২।।

কমলদলামল কোমলকান্তি কলাকলিতামল ভাললতে
সকলবিলাস কলানিলয়ক্রম কেলিচলৎকল হংসকুলে।
অলিকুলসংকুল কুবলয়মন্ডল মৌলিমিলদ্বকুলালিকুলে।। ১৩।।

করমুরলীরববীজিতকূজিত লজ্জিতকোকিল মঞ্জুমতে
মিলিতপুলিন্দ মনোহরগুঞ্জিত রঞ্জিতশৈল নিকুঞ্জগতে।
নিজগুণভূত মহাশবরীগণ সদ্‌গুণসংভৃত কেলিলতে।। ১৪।।

কটিতটপীত দুকূলবিচিত্র ময়ূখতিরস্কৃত চন্দ্ররুচে
প্রণতসুরাসুর মৌলিমণিস্ফুরদংশুলসন্নখ চন্দ্ররুচে।
জিতকনকাচল মৌলিপদোর্জিত নির্ভরকুঞ্জর কুম্ভকুচে।। ১৫।।

বিজিতসহস্রকরৈক সহস্রকরৈক সহস্রকরৈকনুতে
কৃতসুরতারক সংগরতারক সংগরতারক সুনুসুতে।
সুরথসমাধি সমানসমাধি সমাধিসাধি সুজাতরতে।। ১৬।।

পদকমলং করুণানিলয়ে বরিবস্যতি যোঽনুদিনং সুশিবে
অয়ি কমলে কমলানিলয়ে কমলানিলয়ঃ স কথং ন ভবেৎ।
তবপদমেব পরংপদমিত্যনুশীলয়তো মম কিং ন শিবে।। ১৭।।

কনকলসৎকল শীকজলৈরনুষিঞ্চতি তেঽঙ্গণরঙ্গভুবম্
ভজতি স কিং ন শচীকুচকুম্ভ তটীপরিরম্ভ সুখানুভবম্।
তবচরণং শরণং করবাণি মৃড়ানি সদা ময়ি দেহি শিবম্।। ১৮।।

তব বিমলেন্দুকুলং বদনেন্দুমলং সকলং ননু কূলয়তে
কিমু পুরুহুতপুরীন্দুমুখী সুমুখীভিরসৌ বিমুখীক্রিয়তে।
মম তু মতং শিবনামধনে ভবতি কৃপয়া কিমুন ক্রিয়তে।। ১৯।।

অয়ি ময়ি দীনদয়ালুতয়া কৃপয়ৈব ত্বয়া ভবিতব্যমুমে
অয়ি জগতো জননী কৃপায়াসি যথাসি তথানুমিতাসিরতে।
যদুচিতমত্র ভবত্যুররী কুরুতাদুরুতাপমপাকুরুতে।। ২০।।

❖❖❖

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রণাম মন্ত্র, মায়ের প্রণাম মন্ত্র ও স্বামীজীর প্রণাম মন্ত্র

১) ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।

অর্থঃ যিনি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং সকল ধর্মস্বরূপ, যিনি অবতার সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই রামকৃষ্ণ তোমায় প্রণাম করি।

২) ওঁ নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামি।।

অর্থঃ যিনি কালিমাশূন্য, নিত্য ও অনন্তরূপ হয়েও ভক্তগণকে কৃপা করার জন্য দেহ ধারণ করেন, সেই পূজনীয় ঈশ্বর অবতার পরমেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে মাথা নত করে প্রণাম করি।

১) ও জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।।

অর্থঃ জননী সারদাদেবী ও জগদ্গুরু রামকৃষ্ণের চরণকমলে আশ্রয় লইয়া তাঁহাদিগকে বারংবার প্রণাম করি।

২) ওঁ যথাগ্নের্দাহিকাশক্তি রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্।।

অর্থঃ অগ্নির দাহিকা শক্তির মত, যে শক্তি রামকৃষ্ণে অবস্থিত, সেই সমস্তবিদ্যাস্বরূপিণী সারদাদেবীকে আমি প্রণাম করি।

১) ওঁ নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দসূরয়ে।
সচ্চিৎ সুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে।।

অর্থঃ শ্রীমান্ সন্ন্যাসিরাজ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ত্রিতাপহারী, সর্বজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণাম করি।

২) পরতত্ত্বে সদালীনো রামকৃষ্ণসমাজ্ঞয়া।
যো ধর্মস্থাপনরতো বীরেশং তং নমাম্যহম্।।

অর্থঃ যিনি পরব্রহ্মে সর্বদা লীন থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণ-আজ্ঞায় ধর্ম স্থাপনকার্যে রত সেই বীরেশ্বর শিবকে প্রণাম করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ভজন

"খণ্ডন ভব বন্ধন...জগ জন দুখ যায়"—পর্যন্ত (চৌতাল)

+		প				র	স				
প	-	স	স	স	স	স	র	র	র	স	ন্
খ	ণ্	ড	ন	ভ	ব	ব	ন্	ধ	ন	জ	গ
স	(স)গ	গ	গ	(হ্ম)গ	হ্মা	গ	হ্মা	প	-	-	প
ব	ন্	দ	ন	ব	ন্	দি	তো	ম	০	০	য়
ধ	-	ধ	-	ধ	(প)ধ	(প)স	র	র	র	র	র
নি	০	র	ন্	জ	ন	ন	র	রূ	প	ধ	র
গ	(গ)হ্মা	(হ্ম)গ	হ্মা	গ	হ্মা	(হ্ম)প	-	-	-	-	প
নি	০	র্গু	ণ	গু	ণ	ম	০	০	০	০	য়

“নমো নমো প্রভু...তুমি তমোভঞ্জন হার”—পর্যন্ত দুবার (ত্রিতাল)

+			
স গ - র	গ - প প	গ - র গ	র - স স
ন মো ০ ন	মো ০ প্র ভু	বা ০ ক্য ম	না ০ তী ত
স স র র	গ - হ্ম -	প - - -	- - - প
ম নো ব চ	নৈ ০ কা ০	ধা ০ ০ ০	০ ০ ০ র
ধ- ধ ধ ধ	- ধ ধ স	স র র র	র - র র
জ্যো ০ তি র	জ্যো ০ তি উ	জ ল হৃ দি	ক ন্ দ র
গ গ ক্ষ ক্ষ	ক্ষ - গ ক্ষ	প - - -	- - (প প)
ত মি ত মো	ভ ন্ জ ন	হা ০ ০ ০	০ র (প্র ভু)

ধে ধে ধে লঙ্গ...আরতি তোমার (একতাল)

ধ্	ধ্	দ্									
স	স	স	স	-	স	স	-	স	স	-	ন্
ধে	ধে	ধে	ল	০	ঙ্গ	র	০	ঙ্গ	ভ	০	ঙ্গ
স	-	গ	-	র	র	স	ন্	স	ধ্	-	প
বা	০	জে	০	অ	ঙ্গ	স	ঙ্গ	মৃ	দ	০	ঙ্গ
প	প	প	প	প	প	গ	গ	গ	র	-	র
গা	ই	ছে	ছ	ন্	দ	ভ	ক্	ত	বৃ	ন্	দ
গ	-	গ	ন্ধা	গ	ন্ধা	প	প	প	প	প	প
আ	০	র	তি	০	তো	মা	০	০	০	০	র
								(জ	য়	জ	য়)
ন্ধা	গ	গ	ন্ধা	গ	ন্ধা	প	প	প	প	প	প
আ	০	র	তি	০	তো	মা	র্	হ্	র	হ্	র
আ	০	র	তি	০	তো	মা	র্	শি	ব	শি	ব
র	-	র	ন্ধা	গ	ন্ধা	প	-	-	-	-	প
আ	০	র	তি	০	তো	মা	০	০	০	০	র

ফিরে মুখে আসতে হবে—

খণ্ডন ভব বন্ধন জগ বন্দন বন্দি তোমায়।

(ধৈবতে দাঁড়িয়ে) "জয় শ্রীগুরুমহারাজজী কী জয়"

শ্রীশ্রীঠাকুরের ধ্যান মন্ত্র, মায়ের ধ্যান ও স্বামীজীর ধ্যান মন্ত্র

১) ওঁ ঐঁ হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্।
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ।।

নিরুপমমতিসূক্ষ্মং নিষ্প্রপঞ্চং নিরীহং
গগনসদৃশমীশং সর্বভূতাধিবাসম্।
ত্রিগুণরহিতসচ্চিদ্‌ব্রহ্মরূপং বরেণ্যং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ।।

বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞানভক্তিপ্রশান্তীঃ
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্।
ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ।।

২) ওঁ ধ্যায়েচ্চিত্তসরোজস্থাং সুখাসীনাং কৃপাময়ীম্।
প্রসন্নবদনাং দেবীং দ্বিভুজাং স্থিরলোচনাম্।।
আলুলায়িতকেশার্ধবক্ষঃস্থলবিমণ্ডিতাম্
শ্বেতবস্ত্রাবৃতার্ধাঙ্গাং হেমালঙ্কারভূষিতাম্।।
স্বক্রোড়ন্যস্তহস্তাঞ্চ জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনীম্।
শুভ্রাং জ্যোতির্ময়ীং জীবপাপসন্তাপহারিণীম্।।
রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং জগন্মাতৃস্বরূপিণীম্।।

৩) ওঁ বিশ্বাচার্যং জগদ্বন্দ্যং বিবেকানন্দরূপিণম্।
বীরেশ্বরাৎ সমুৎপন্নং সপ্তর্ষিমণ্ডলাগতম্।।
জ্ঞানভক্তিপ্রদাতারং পদ্মাক্ষগৌরবিগ্রহম্।
ধ্যায়েদ্দেবং জ্যোতিঃপুঞ্জং লোককল্যাণকারিণম্।।